বঙ্গে রাঠোর

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

শনিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩২৪ সাল

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ নং কর্ণওয়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা
২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন হইতে
কালিকা-যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নন্দলাল	...	...	মৌজাদার।
রঙ্গলাল	...	...	ঐ ভ্রাতা।
ব্রজনাথ	...	...	ঐ দেওয়ান।
গজানন	...	...	ঐ ভৃত্য।
স্থলেমান	...	...	পাঠান উজীর।
জুনিদ	...	...	পাঠান আমীর।
রতিলাল ওরফে সাবাজ	...	...	নন্দলালের পিতা।
জৈমুদ্দীন	...	...	ঐ পুত্র।
সহবৎ	...	...	ঐ সহচর।
মোনাইম	...	...	মোগল স্থবেদার।
টাডরমল্ল	...	...	মোগল সেনাপতি।
মুদা খাঁ	...	...	পাঠান জায়গীরদার।
কালু	...	...	পাইক সর্দার।
ভোলাই	...	...	ঐ পুত্র।

পাইকগণ, পাঠানগণ, সরদার, সৈন্যগণ।

স্ত্রী।

ভুবনেশ্বরী	...	...	নন্দলালের স্ত্রী।
কলি বেগম	...	...	স্থলেমানের কন্যা।

ভোলাইয়ের মাতা, ঝি, গ্রাম্য নারীগণ ইত্যাদি।

নিবেদন।

বর্ত্তমান আইনে বাধ্য হইয়া সময়-সংক্ষেপের জন্য এই পুস্তকের কোন কোন অংশ অভিনয়ে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

বঙ্গে রাঠোর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন

রঙ্গলাল ও ভোলাই

ভোলাই। তাই ত ছোটবাবু, তুমি যে আমাদের অবাক্ ক'রে দিলে। চল্লিশ পঞ্চাশজন পাঠানের হাত থেকে একজন আওরতকে একা ছিনিয়ে আন্‌লে!

রঙ্গ। সুখ্যাতি যা করবার পরে করিস্। শেষরক্ষা না করতে পারলে ছিনিয়ে আনা মিছে। তা বুঝেছিস্?

ভোলাই। তা খুব বুঝেছি। তবে কি জান ছোটবাবু, সে পরের কথা পরে। এখন যা মরদের কাজ করেছ, তার জন্য তারিফ করব না? শুধুহাতে একদিকে একা তুমি, আর লাঠিহাতে একদিকে পঞ্চাশজন জোয়ান পাঠান। কি করে তাদের মোহড়া নিলে ছোটবাবু?

রঙ্গ। আমি যে তোর বাপের সাক্‌রেদ্‌রে হতভাগা!

ভোলাই। আমিওত আমার বাপের সাক্‌রেদ্। আমি ত পারতুম না? লাঠিহাতে বড় জোর দশজন পাঠানের মোহড়া নিতে পারি। বাবাও কি পারে?

রঙ্গ। ও কথা বলিস্‌নিরে হতভাগা! তোর আমার ওস্তাদ সে। কালুসর্দ্দার না পারে কি?

ভোলাই। মিথ্যা সুখ্যাতি করব কেন ছোটবাবু, যা খাঁটী কথা তাই বলব। বাবা আমার পালোয়ান বটে। অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কিন্তু পঞ্চাশজন পালোয়ান পাঠান, তাদের সঙ্গে একা লড়াই ক'রে জেতা, এ মিছে কইব কেন, এ আমার বাবাও পারতো না।

কালু পাইকের প্রবেশ

কালু। ঠিক্ বলেছিস্ ভোলা—

ভোলাই। কেমন বাবা, ঠিক বলেছি না?

কালু। ঠিক বলেছিস্। ছোটবাবু অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিয়ে দিলে। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। ঠিক বলেছিস্। তবে একটা কথা বলতে ভুলে গেছিস্। তোর বাবা পারেনা বলছিস্ কি ভোলা? আমি বলছি তোর বাবার বাবাও পারত না। যখন করিমখাঁর লাঠি ঘোরানোর ভিতর বিদ্যুতের মত ঢুকে, ছোটবাবু তার কোমর ধ'রে ডাঙ্গার গড়ানে থেকে ভাঁটার মত গড়িয়ে দিলে, তখন আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গিছলুম। এমন হতভম্ব হয়েছিলুম যে, ছোটবাবুর সাহায্যে যে যাব, তাও পারিনি। বুঝি ছোট বাবুতে পীরসাহেবের মূর্ত্তি দেখে আমি চোক্ বুজে ফেলেছিলুম! যখন চোক চাইলুম, তখন দেখি পাল্‌কী ফেলে সব বেটা পাঠান পালাচ্ছে।

ভোলাই। করিম্ খাঁর কি হ'ল?

কালু। মল', আবার কি হবে? সে লাথির ঠেলায় বাঘডাঙ্গার অত উঁচু থেকে সে পড়েছে, পাথরের জান হ'লেও গুঁড়িয়ে যায়,

সে কি আর বাঁচে! আমি নিজেই বেটাকে কাঁধে ক'রে কাঁসাইয়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম।

রঙ্গ। সেকি আমি করেছি ওস্তাদ?

কালু। তবে কে করেছে ছোটবাবু?

রঙ্গ। পীরসাফর্‌দী করেছেন। যখন পাল্কীর ভিতর থেকে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে বল্‌তে শুনলুম—এ আল্লা! আওরৎ কি ইজ্জত রাখনেওয়ালা আদমি হিঁয়া কোই নেহি হ্যায়—তখন বুঝলুম মুদ্দাখাঁ কোনও স্ত্রীলোক্‌কে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! মনে হ'তেই আর স্থির থাক্‌তে পারলুম না। তারপর তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল, তুমি জান। তুমি যখন বল্‌লে একা অত গুণ্ডাকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব, তখন বুঝলুম, এরূপ অবস্থায় এক পীরসাহেব ভিন্ন আর কেউ সে স্ত্রীলোক্‌কে গুণ্ডাদের হাতথেকে রক্ষা করতে পারবে না। এই মনে হ'তেই, পীরসাহেবকে স্মরণ ক'রে ছুটলুম। তারপর কি হয়েছে আমি জানি না।

কালু। তোমাকে আর জানতে হবে না। আমি সব জেনে নিয়েছি। সাফর্‌দীসাহেব যদি এই কাজ করে থাকেন, তা হ'লে তুমিই সেই হজরত সাফর্‌দী; আর আমি তোমার গোলাম।

রঙ্গ। ও কথা বলতে নেই—সেলাম, সেলাম—তুমি যে আমার ওস্তাদ!

কালু। তোমার মত সাক্‌রেদ্ পেয়ে আমার ওস্তাদী সার্থক হয়েছে। আমি ধন্য।

রঙ্গ। তারপর? মুদ্দাখাঁ আমাকে শাসিয়ে গেছে।

কালু। তারপর আবার কি? সে ঘরে গিয়ে তাদের জেনানাকে শাসাক্,—তার বাপ বুড়ো সাদীখাঁকে শাসাক্। আমি কি মিছে

করেছি ছোটবাবু! কালু তামাসা জানে না; তার জবান ঝুট নয়। যা একবার মুখে বলেছি, তার আর নড়চড় হবে না। হজরৎ সাফরদীর দোহাই দিয়ে বলছি, আমরা সমস্ত পাক আজ থেকে তোমার গোলাম।

রঙ্গ। আমার সেলাম—আমার সেলাম—আমার সেলাম।

কালু। আ—মর হতভাগা ছোঁড়া, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ছোট-বাবুর পায়ে গড়িয়ে পড়।

ভোলাই। সেকি আমি আজ পড়েছি বাবা! অনেক কালথেকে ওই চরণে পড়ে আছি।

রঙ্গ। কালু দাদা, তারপর ত হ'ল—এখন বিবি সাহেবকে কোথায় রাখা যায়?

কালু। কেন, যতক্ষণ না তার আপনার লোক খুঁজে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাকে বাড়ীতে নিয়ে তোমার মার কাছে রেখে দাও।

রঙ্গ। তাইত মনে করেছিলুম, কিন্তু এ দিনমানে তা হয় না।

কালু। কেন? ভয় কি? পাঠানের ভয় করছ? মনে করছ, মুদ্দাখাঁ আবার বিবি সাহেবকে পথ থেকে ছিনিয়ে নেবে?

রঙ্গ। সে ভয় করিনি। বিবি সাহেবের ইচ্ছা নয়। তিনি বলেন, যা হবার তা বনের মধ্যে হয়ে গেছে। বাইরের লোকে তার লাঞ্ছনার কথা জানেনা। এখন, দিনমানে লোকালয়ে গেলে লোক জানাজানি হবার সম্ভাবনা। বিবি সাহেবকে দেখে, আর তার কথার আদব কায়দা শুনে বোধ হচ্ছে যে, তিনি কোনও আমীরের কন্যা। কি ক'রে যে তিনি মেদিনীপুরের জঙ্গলে এসে পড়েছেন তা বুঝতে পারছি না। তবে তিনি যে একটা বড় লোকের জেনানা, এটা আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে। তাই আমি মনে করছি, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত

তিনি তোমাদের ঘরে থাকুন। সন্ধ্যের পর তাকে আমি মা'র কাছে নিয়ে যাব।

কালু। আমার ঘরে আমীরের বেটী?

রঙ্গ। দোষ কি? সে কত বড় বাপের বেটী? যত বড়ই হোক্, বাংলার সুলতানের চেয়ে ত আর বড় নয়? যারা একদিন বাংলার মসনদ্ নিয়ে বাজী খেলেছে, সেই বাজীকরদের বংশধরের ঘর বিবি সাহেব একবার দেখে যাক্! তা ছাড়া, আর কোন জায়গাতে তাকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

কালু। বেশ হুজুর। পাঠাবার ব্যবস্থা তুমি কর। মিয়া সাহেবেরা যদিই আসে,—আমরা আগে থাকতেই তাদের খানাপিনার জোগাড় করি।

রঙ্গ। কর।

[কালুর প্রস্থান।

ভোলাই। (উচ্চ হাস্য ও মদের বোতল বাহির করন)—হুজুর! হুজুর!

রঙ্গ। কিরে ছোঁড়া, এখনি বার করছিস্?

ভোলাই। আবার মিছে দেরি কেন—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। ওরে বেটা, আবার সংস্কৃত ক'স দেখছি যে!

ভোলাই। কইব না? আমি কি যে সে লোক—নায়েব মশার চেলা। নায়েব মশায় কথায় কথায় বলে শুভস্য শিগ্‌গিরং—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। নারে, আজকে খাওয়াটা ঠিক নয়।

ভোলাই। কেন?

রঙ্গ। একজন আওরতের ভার ঘাড়ে পড়ে গেছে, বুঝেছিস্?

ভোলাই। তা পড়ুক না, তাতে কি?

রঙ্গ। তুই বোকা, বুঝিস্ না। সে নিশ্চয় কোন আমীরের কন্যা। মাতাল হ'য়ে কি শেষকালে তার কাছে বে-আদবি ক'রে বস্‌বো?

ভোলাই। (উচ্চ হাস্য)—ছোট বাবু! তুমি আর আমাকে হাসিয়োনা। এমন মদ—দুনিয়ায় নেই যে, তোমাকে বে-আদব করতে পারে।

রঙ্গ। দেখ্—বুঝে দেখ্।

ভোলাই। আমি বুঝেছি—তুমি একটু খাও।

রঙ্গ। একেবারে কাজ শেষ ক'রে খেলে ভাল হ'ত না? বিবি সাহেবকে তোদের ঘরে রেখে আসি।

ভোলাই। সে আর তোমাকে যেতে হবে না। রায়বাঘিনী মা আছে, সেই বেটীই নিয়ে যাবে। চৌপলে বোতলে ক'রে মেদিনীপুর থেকে তোমার জন্য বিলিতি সরাপ নিয়ে এলুম! তুমি এ সরাপ একটুও মুখে না দিলে—মন মানবে কেন? যা কারদানী দেখিয়েছ, তাতে একটু না খেলে গায়ের ব্যাথা মরবে না। এর পরে আর কোনও কাজ করতে পারবে না।

রঙ্গ। তবে যা, শিগ্‌গির দুটো শালপাতার ঠোঙা কোরে নিয়ে আয়।

ভোলাই। পেসাদ পাব?

রঙ্গ। পাবি বইকি! চারপলে বোতলের সমস্ত মদ একা খেয়ে কি বনের ভেতর এখন গড়াগড়ি খাব? (ভোলাইয়ের প্রস্থান)—একটু খাই। শাদা চোখে মেজাজ ঠিক্ রাখতে পারব না। যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি, তার জের এখন কোথায় গিয়ে মেটে তার ঠিক্ কি! সাদীখাঁর দুর্দ্দান্ত বংশ। আমাদের প্রজাদের উপর অত্যাচার

করলেও—কোনও একটা কথা বলবার যো নেই। অথচ আমাদের পক্ষথেকে—যদি সামান্যও একটু ক্রটী হয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ দাদাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়—কথায় কথায় সাধু দাদাকে দুরাত্মাদের কাছে মাফ্ চাইতে হয়। যা হ'ক একটা হ'য়ে যাক্। এ রকম ক'রে মোক্তাদারী করার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভাল। তা যা হ'ক্, এত সাবধান হলুম, দূরে দূরে রইলুম, মাটিপানে চেয়ে পিছন ফিরে কথা কইলুম—তবু চোখোচোখি হয়ে গেল! হয়ে গেল, গেল। তাতে আর কি হয়েছে? ভাগ্যে দেখাছিল—অসূর্য্যম্পশ্যা পাঠানীর মুখ—ভাগ্যে দেখাছিল—হয়ে গেল। তাতে আর কি হয়েছে! আরে রাম, রাম, ও কথা কি ভাবতে আছে! এখন বিবি সাহেবের আত্মীয়ের হাতে তাকে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই।—এনেছিস্?

পত্রনির্ম্মিত পানপাত্র হস্তে ভোলাইয়ের প্রবেশ

ভোলাই। এনেছি।

রঙ্গ। তবে দে, একটু খাই। কি বলিস্?

ভোলাই। আবার বলাবলি কি? শুভস্য শিগ্‌গিরং। এর পরে কখন কি বাধা পড়ে যাবে, তার ঠিক্ কি? শরীরটে একবার তাজা ক'রে নাও। যে অদ্ভুত কাজ করেছ, বাপ্! শুনে আমি চম্‌কে গেছি। করিমখাঁ পালোয়ান—তাকে জাহান্নমে পাঠানো কি সহজ মেহনতের কাজ? সর্ব্বাঙ্গের ব্যথাটা ত মেরে দাও। তারপর যা হবার তাই হবে।

(রঙ্গলালের গান)

রঙ্গ। দেখ্ ভোলাই, এই মদটুকু খাই বলে মায়ের বড় মনকষ্ট।

দাদাতো—আমার সঙ্গে কথাই কন না। নায়েব মশাই আমাকে দেখলেই—কপাল চাপ্‌ড়ান।

(ভোলাইকে মদ্য দান)

ভোলাই। নায়েব মোশার কথা ছেড়ে দাও। বুড়ো কেবল দুনিয়ায় কপাল চাপড়াতেই এসেছে। আর বড়বাবু ত পীরতুল্য লোক। তাঁর কথা না কওয়াতে কিছু আসে যায় না। তবে বড় মা'র যে দুঃখু, ওইটেতেই যা দুঃখু। তবে তুমি যে কেন মদ খাও, তারা ত কেউ জানে না। এক জান্‌তে জানি আমি।

রঙ্গ। কেন বল্‌দেখি?

ভোলাই। দেশের যত বেটা গুণ্ডাকে জব্দ করতে। শাদা চোখে বেটাদের সুমুখে উপস্থিত হ'তে তোমার চক্ষুলজ্জা হয়, তাই চোক দুটোকে একটু রঙিন ক'রে নাও। তুমি না থাকলে, গুণ্ডাবেটাদের অত্যাচারে আজকাল গেরস্তদের ইজ্জত রাখা ভার হয়ে উঠত'। শাদা চোখে থাকলে তুমি কি বিবিসাহেবকে উদ্ধার করতে পারতে?

রঙ্গ। না, তা পারতুম না; শাদা চোখে সাহস হত' না। দেখ্‌ ভোলাই,—সুলেমানসার মৃত্যুর পরে দেশটা একরকম অরাজক হয়ে গেছে। (মদ্যপান)

ভোলাই। সেত দেখ্‌তেই পারছি হুজুর! (মদ্যপান)

রঙ্গ। এখনকার যে বাদশা, এ কোনও কাজের নয়। এর আমলে সকলেই স্বস্বপ্রধান। গুণ্ডামী করতে করতে তাদের আস্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে গেছে যে, আজ তারা স্বজাতির উপরেও আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করেনি। এ দুর্দ্দান্ত পাঠান সরদার গুলোকে শাসনে রাখতে পারে এমন লোক কেউ নেই। (মদ্যপান)

ভোলাই। তুমি আছ— (মদ্যপান)

রঙ্গ। আমি যদি পাঠান হ'তুম, তাহ'লে থাকতুম বটে। এই যে এত কাণ্ড করলুম, মরিয়া হয়ে মুদ্দাখাঁর আক্রমণ থেকে বিবিসাহেবকে রক্ষা করলুম, এতে ফল হবে কি জানিস্? বিবিসাহেবের আত্মীয়েরা আমাকেই হয় ত দোষী করে বসবে।

ভোলাই। দোষী করবে?

রঙ্গ। দোষী করা আশ্চর্য্য নয়। আপনাদের দোষ ক্ষালন করতে পাঠান এখন যদি মিথ্যা কথা কয়, তাহ'লে পাঠান পাঠানের কথাই বিশ্বাস করবে। আমরা হাজার হলফ্ ক'রে সত্য বল্‌লেও সে কথা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবে।

ভোলাই। বল কি?

রঙ্গ। বাঃ! খাসা মাল এনেছিস্‌তরে ভোলাই?

ভোলাই। কেমন ছোটবাবু, মাল খাসা নয়?

রঙ্গ। চমৎকার! খেতে না খেতেই মাথা চং ক'রে উঠেছে।

ভোলাই। করবেনা? বিশ বোতল চেকে তবে ওইটিকে পছন্দ ক'রে এনেছি।

রঙ্গ। দেখ, আর খাওয়া ঠিক নয়—বিবিসাহেব আছে।

ভোলাই। থাকলেই বা, বিবিসাহেব ওত চিরকালই আছে। তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন অমন কত বিবিসাহেব থাকবে তার ঠিক কি!—আর একটু খাও ছোটবাবু!—

রঙ্গ। তুই বিবিসাহেবকে দেখেছিস্?

(মদ্যপান ও ভোলাইকে দান)

ভোলাই। না ছোটবাবু! তবে, মিছে কইব কেন, দেখবার চেষ্টা করেছিলুম।

রঙ্গ। তারপর?

ভোলাই। যে গাছের তলায় বিবিসাহেবের পালকী, পা টিপে টিপে সেই দিকে যাচ্ছিলুম। কোথায় ছিল রায়বাঘিনী মা; বেটী আমার মৎলব বুঝতে পেরে এক টাঙ্গী নিয়ে আমাকে তেড়ে এলো। আমিও অমনি ছুট্। থাক্‌লেই গর্দ্দানাটা গিছলো আর কি!

রঙ্গ। কেমন? কেমন পাহারাদার রেখে এসেছি! বেশ করেছে ভোলাই। কে সে স্ত্রীলোক, কার বেটী, কোথা থেকে এসেছে, এখনও কিছু জানি না। কিন্তু যখন সে ইজ্জত বজায় রাখতে আমাদের আশ্রয় নিয়েছে, তখন আমাদের সম্বন্ধে একটীও তার নিন্দার কথা কইবার না থাকে, সেটা আমাদের দেখা উচিত নয় কি?

ভোলাই। খুব উচিত। কাজটা আমার খুবই অন্যায় হচ্ছিল। মার জন্য সেটা আর হ'তে পেলে না। হয়েছিল কি জান হুজুর, ছেলেবেলায় আয়ীর কাছে পরীর গল্প শুনতুম। আজা, গৌড়ের বাদসার মহলের খাস দারোগা ছিল। আয়ীও তখন গৌড়ে থাক্‌ত। আয়ী সেখানকার বাদসা আমীরের মেয়েদের রূপের কথা বল্‌তো। বল্‌তো তারা সব এক একটা বেহেস্তের পরী। তাদের রঙ যেন চাঁদের আলো। জল খেলে জল দেখা যায়। তারা কথা কইত না ত যেন সারেঙে ছড়ি দিত। এও শুনলুম নাকি,—আমীরের বেটী। তাই পরী দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। গিয়ে, আরে বাপ্ কি লাঞ্ছনা!—

রঙ্গ। ঠিক বলেছে।

ভোলাই। ঠিক্?—(মদ্যপান)

রঙ্গ। তোর আয়ী এক বর্ণও মিছে কয়নি। (মদ্যপান)

ভোলাই। আয়ী বলত তাদের দাঁতগুলো যেন মুক্তোর সার। চোক দুটো যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ী। তাতে উম্‌দা উম্‌দা জলজলে নীলা বসানো।

রঙ্গ। ঠিক বলেছে!

ভোলাই। তুমি তাকে দেখেছ ছোটবাবু?

রঙ্গ। দেখবোনা, কিছুতেই দেখবোনা মনে ক'রে, কি ক'রে যে দেখে ফেল্লুম,' ভোলাই, তা আমি বলতে পারছি না।

ভোলাই। কিরকম দেখলে হুজুর—ঠিক্ পরী?

রঙ্গ। পরী ত আর কখন দেখিনি, তা কেমন ক'রে বলব? তবে এমন সুন্দরী আমিত কখন চক্ষে দেখিনি।

ভোলাই। তাহ'লে ঠিক পরী। তা হাঁ ছোটবাবু, পাঠানীও তোমাকে দেখেছে?

রঙ্গ। কেন, একথা জানবার তোর দরকার কি?

ভোলাই। তুমি বলইনা শুনি।

রঙ্গ। আর বলতে হবেনা। নে, আমি আর খাব না। বাদ্-বাকীটে তুই খেয়ে নে।

ভোলাই। আর খাবে না?

রঙ্গ। না। আজকে নেশা করতে আমার কেমন ভয় করছে।

ভোলাই। তবে আমিও খাব না। আমারও কেমন ভয় করছে।

রঙ্গ। তোর আবার কিসের জন্য ভয় হ'ল?

ভোলাই। কি জানি নেশার ঝোঁকে পরীবেটীকে যদি ছোট মা বলে ফেলি!

রঙ্গ। বেটা পেঁচি মাতাল!—উঠে যা।

ভোলাই। কি করি হুজুর, পেঁচি কি সাধে হই! তুমি গোলামের কাছে মনের কথা গোপন করলে কেন? কথা খুলে বল—এখনি আমি পেঁচা হব।

(মুখ বিকৃত করণ)

রঙ্গ। কতক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'ল, সে আর আমাকে দেখেনি ?

ভোলাই। ও কথা নয়, তুমি বল চোখোচোখি হয়েছে।

রঙ্গ। যদিই হয়ে থাকে, তাতে কি হয়েছে ?

ভোলাই। বস্।

রঙ্গ। আরে মর বেটা, বস্ কি ?

ভোলাই। বস্—বস্। আবার কি ! ছোট মা ! এই তোমাকে মোচোরমানের সেলাম। আর এই হ্যাদুর পেরণাম।

রঙ্গ। ভোলা ! তুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলি !

ভোলাই। কিছু করিনি হুজুর ? তুমি দেখেছ তাকে, সে দেখেছে তোমাকে। সে যদি পরীবেগম হয়, তা হলে তুমি পরীস্থুলতান।

রঙ্গ। ভোলাই ! তুই সাবধান হ'।

ভোলাই। যাকে দেখে নিরেট পুরুষ ভোলা ভুলে গেছে—সেই তোমাকে দেখেছে একটা আওরৎ—

রঙ্গ। তুই যদি এ রকম মাতলামী করবি, তাহ'লে রাগ করব—উঠে যাব।

ভোলাই। (পদধরিয়া)—দোহাই হুজুর, আর বলব না। তুমি রাগ করবে ! ও বাবা মাফ্ কর হুজুর ! তুমি রাগ করবে !

রঙ্গ। এ রকম সময়ে ও রকম কথা মনেও আনা পাপ তা জানিস্ ? মনে আন্‌লেও তার ইজ্জত হানি হয়।

ভোলাই। আর বলব না—এই নাক মলছি।

রঙ্গ। সে বিপন্না, তাকে রক্ষা করতে আমরা বুক বেঁধেছি। তার সম্রম অটুট রেখে যদি আমরা তাকে তার আত্মীয়ের কাছে পাঠাতে পারি, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

ভোলাই। বেআদবি করেছি, বেআদবি করেছি। দাও, আর একটু আমাকে পেসাদ করে দাও।

রঙ্গ। তুই মাতাল হয়ে আসল কথা ভুলে গেছিস্। আমি হিন্দু, সে মুসলমান।

ভোলাই। ইস্! কি বলেছি! তুমি হুজুর আমার কাণ ম'লে দাও। উঃ!

রঙ্গ। আরে মর! কাঁদতে লাগলি কেন?

ভোলাই। ছোটমা জন্মাতে না জন্মাতে কবরে গেল! উঃ!—তুমি হিন্দু আর সে মুসলমান। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জাতের কথা পাহাড়ের মত আড় হয়ে পড়েছে।

রঙ্গ। উঠে যা—উঠে যা তোর মা আসছে।

ভোলাই। ভ্যালা আপদ! বেটী আমাকে সুশৃঙ্খলে কাঁদতেও দেবেনা। দাও, পেসাদ করে দাও।

রঙ্গ। আর দেরী করিস্‌নি ওঠ্ ওঠ্। উঠে ওই মৌতলায় গিয়ে বস্‌গে যা। তোর মা কি বলে শুনে, আমিও সেখানে যাচ্ছি।

ভোলাই। পেসাদ কোরে দাও।

রঙ্গ। আ—মর, বেটা জ্বালালে।

ভোলাই। শুভস্য শিগ্‌গিরং—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। (মদ্যপান ও ভোলাইকে বোতল প্রদান) যা।

ভোলাই। উঃ! তুমি হিন্দু—সে মুসলমান—উঃ!

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

ভোলাইয়ের মাতার প্রবেশ

ভো-মা। ও উল্লুককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন কেন হুজুর?

রঙ্গ। সে আর যাবে না বউ! এখন খবর কি বল। বিবিসাহেবের স্নান হয়ে গেছে?

ভো-মা। গেছে।

রঙ্গ। তবে আর বিলম্ব করছিস্ কেন—নিয়ে যা।

ভো-মা। তুমি একবার এস ছোটবাবু।

রঙ্গ। কেন?

ভো-মা। বিবিসাহেব তোমাকে কি বলবে।

রঙ্গ। ভ্যালা আপদ! আবার আমাকে তার বলবার কি আছে? আমাদের এখনকার অবস্থার আঁচ তাকে একটু দিতে পারলিনি?

ভো-মা। দিয়েছিলুম।

রঙ্গ। তাতে কি বল্‌লে?

ভো-মা। বল্‌লে তা হোক, একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তার উত্তর তিনি দিতে পারবেন।

রঙ্গ। তুই পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলি?

ভো-মা। ক'রেছিলুম। বিবি বল্‌লে—যদি বল্‌বার দরকার হয়, বাবুসাহেবকে বলব।

রঙ্গ। কে সে, কোথাথেকে এসেছে, কোথা যাবে, সঙ্গে কে ছিল, কিছু বললে না?

ভো-মা। কিছু না, সব তোমাকে কইবে বলেছে।

রঙ্গ। কি যন্ত্রণা!—চ'।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাঁধ

কলিবেগম বাঁধের উপর কেশ-শুষ্ক-কার্য্যে নিযুক্ত নিম্নে পাইক বালকগণ

বালকগণের—গীত

তোমায় পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি :—
যখন পেয়েছি ওগো চাঁদবদনী রাণী।
তোমায় ধরেছি ধরেছি ধরেছি—
রাঙ্গা পায়ে ঢেলে দিছি কোমল হৃদয় খানি ॥
তোমায় বসিয়ে কাছে করব যতন,
মন ঢেলে দিব মনের মতন,
সরল মনে করব খেলা যত রকম জানি।
আনমনে চলে যাবে বেলা ওগো বেলারাণী ॥

ভোলাইয়ের মাতা ও রঙ্গলালের প্রবেশ

ভো-মা। বিবিসাহেব!

কলি। বাবুসাহেব এসেছেন? (শশব্যস্তে উত্থান)

ভো-মা। ছেলেরা একটু সরে আয়।

[বালকগণ ও ভোলাইয়ের মাতার প্রস্থান।

রঙ্গ। কি জন্য তলব করেছেন বিবিসাহেব?

কলি। আপনি নিকটে আসুন।

রঙ্গ। কি বল্‌বেন, ওইখান থেকেই বলুন। আমার অন্যত্র যাবার—

কলি। বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে? তা হ'ক আমি আপনাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখবনা। (রঙ্গলালের সমীপে আগমন)

রঙ্গ। (স্বগতঃ) এত অন্যায় হ'ল—এত অন্যায় হ'ল!—(প্রকাশ্যে) বিবিসাহেব! আমি আমি—

কলি। আপনার কথা আমি ওই বৃদ্ধার মুখে শুনেছি। বেশ করেছেন! তাতে লজ্জা কি? রণশ্রমে বিশ্রামই হচ্ছে বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ লাভ।

রঙ্গ। (স্বগতঃ) দেখিস, রঙ্গলাল দেখিস। পিছনে মেঘের পুঞ্জ নিয়ে প্রকাণ্ড একটা রূপের সাগর যেন উথলে আসছে। হুঁসিয়ার রঙ্গলাল—সামাল রঙ্গলাল! চারদিক থেকে কারা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, তারা যেন না তোকে মাতাল ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে।

কলি। স্নান ক'রে উঠে ভিজে চুল শুকিয়ে নিচ্ছিলুম। সুতরাং আমার বেআদবী মাফ্ করবেন। যিনি আমার ইজ্জত বজায় রেখেছেন, তাঁর সুমুখে সঙ্কোচের একটা অভিনয় দেখানো আমি ভদ্রতা মনে করি না।

রঙ্গ। কি জন্য আমাকে ডাকিয়েছেন বলুন।

কলি। আমার পরিচয় আপনি জান্‌তে চেয়েছিলেন?

রঙ্গ। জানবার প্রয়োজন হয়েছে বিবিসাহেব!

কলি। তা আমিও বুঝেছি। আপনি যতক্ষণ না আমাকে আমার কোনও আত্মীয়ের হাতে তুলে দিতে পারছেন, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না।

রঙ্গ। কিছুতেই পারছি না। আমি হিন্দু। আপনাদের বংশের আদব কায়দা আমি কিছুই জানি না। তার উপর আপনি সুন্দরী—ভারি সুন্দরী। আর আমি—

কলি। সুন্দর—কেমন, এই কথা বলতে চাচ্ছেন ত?

রঙ্গ। না বিবিসাহেব—আপনি কথা শেষ করতে দিন।

কলি। আর শেষ করবার প্রয়োজন নেই—আপনি যা বলবেন, আমি বুঝেছি।

রঙ্গ। না বিবিসাহেব, আপনি বোঝেননি।

কলি। না বাবু সাহেব, আমি বুঝেছি।

রঙ্গ। আমি বলছিলুম—আমি—

কলি। অতি সুন্দর যুবাপুরুষ।

রঙ্গ। না, আর আমি কথা কইব না।

কলি। আর আপনাকে কইতে হবে না। তারপর আমার বক্তব্য শুনুন। আপনি আমার পরিচয় যাকে তাকে দিয়ে জানতে চাচ্ছিলেন কেন? আপনি নিজে এসে জানলেইত হ'ত।

রঙ্গ। এসেছি—এইবারে বলুন।

কলি। বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন দেখি, যদি আমার কোন আত্মীয় না থাকে?

রঙ্গ। বলেন কি?

কলি। যদি না থাকে, তা হ'লে আপনি কি করবেন?

রঙ্গ। আমাকে মাতাল দেখে আপনি রহস্য করবেন না। এ কথা আমি বিশ্বাস করব কেমন ক'রে?

কলি। যদির কথা—বিশ্বাস করতে বলছি না। যদি না থাকে, তা হ'লে বলুন আপনি কি করবেন? মাথা হেঁট ক'রে ভাববার সময় নেই। কেন না আমি অনেকক্ষণ বেহায়ার মত আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

রঙ্গ। কেউ নেই?

কলি। আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিয়ে অনেকে আসতে পারে। কিন্তু প্রকৃত আত্মীয় এক পিতা ছাড়া আর কেউ নেই। না, ভুলে গেছি বাবু সাহেব, আপনার কথাটা ভুলে গেছি—আপনি ও পিতা ছাড়া আর কেউ নেই।

রঙ্গ। আপনার পিতা কোথায় আছেন বলুন।

কলি। পিতার সংবাদই যদি দিতে পারব, তাহ'লে এরূপ কথার উত্থাপন করব কেন? আপনার দেখছি দাঁড়াতে কষ্ট হ'চ্ছে। আপনি বসুন।

রঙ্গ। না বিবি সাহেব, আমার কিছু কষ্ট হয়নি। আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি, আপনি বলুন।

কলি। আমি দেখছি আপনি বেশ দাঁড়িয়ে নেই, আপনার পা টলছে। অতি পরিশ্রমের পর আপনি একটু সরাপ খেয়েছেন; তাতে লজ্জা কি?—আপনি বসুন। (হস্ত ধারণ)—আমার অনুরোধ আপনি বসুন। বসবার যোগ্য জায়গা নয়—(ওড়না পাতিয়া)—এইতে বসুন।

রঙ্গ। না, না—কি করেন—কি করেন? দেখবে—ওরা দেখবে।

কলি। দেখলেইবা, আমরাত চৌর্য্যবৃত্তি করছিনি! আমার অনেক কাহিনী। কিছুক্ষণ না বসলে বলতে পারব না।

রঙ্গ। আপনার এ অতি মূল্যবান ওড়না—

কলি। এর এখন আর কোনও মূল্য নেই। দুরাত্মার হস্তস্পর্শে এ কলঙ্কিত হয়েছে। এ বস্ত্রও পরিত্যাগ ক'রে যদি আপনাদের এ স্থানের মোটা কাপড়ে আমি দেহাচ্ছাদন করতে পারতুম, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হতুম।

রঙ্গ। আপনার হুকুম অমান্য করতে পারলুম না।

কলি। আমার অনুরোধ রক্ষা আপনার অনুগ্রহ। (উভয়ের উপবেশন)—আপনি বাংলার কোনও খবর রাখেন?

রঙ্গ। না বিবি সাহেব! আমি এই মেদিনীপুরের বাইরে কখন পা দিইনি।

কলি। বাংলায় একজন সুলতান আছেন, তা জানেন?

রঙ্গ। তা জানি। গৌড়ে একজন বাদসা থাকেন। আগে ছিলেন সুলেমান সা। এখন হয়েছেন তাঁর পুত্র দায়ুদ খাঁ।

কলি। এইত সব জানেন বাবু সাহেব?

রঙ্গ। আমরা মৌজাদার কিনা, কাজেই ও খবরটা আমাদের রাখতে হয়।

কলি। তাঁর উজীরের নাম জানেন?

রঙ্গ। তাঁর নাম—তাঁর নাম—

কলি। মুখের দিকে চাচ্ছেন কি? তাঁর নাম কি আমার মুখে লেখা আছে?

রঙ্গ। আপনি কি মঙ্গোলী সাহেবের কন্যা?

কলি। জানিনা জানিনা ক'রে আপনি যে অনেক জানা কথা কয়ে দিলেন বাবু সাহেব! পূর্ব্বেই বলেছি, আপনি এখন আমার একজন আত্মীয়। আত্মীয়ের কাছে আত্ম-গোপন পাপ। আমি উজীর সুলেমান মঙ্গোলীর কন্যা। উঠবেন না—উঠবেন না। এ পরিচয় দিয়ে আপনার কাছে আমার মর্য্যাদা নূতন ক'রে কিছু বাড়ল না। অপরিচিতা বিপন্নাকে আপনি যে মর্য্যাদা দেখিয়েছেন, সেই মর্য্যাদাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রঙ্গ। উজীর-পুত্রী!

কলি। ছিলুম। আপনাকে বলতে ভুল হয়ে গেছে। এখন আর আমি উজীর-পুত্রী নই।

রঙ্গ। কেন? আপনার পিতা কি উজীরীতে ইস্তফা দিয়েছেন?

কলি। বুদ্ধির দোষে উজীরী হারিয়েছেন।

রঙ্গ। রাজা কি তাঁকে বরখাস্ত করেছেন?

কলি। রাজা! কোথায় রাজা? বাংলায় আর রাজা নেই। বাংলা এখন মোগল বাদসা আকবরের অধিকারে। মোগলে গৌড় দখল করেছে।

রঙ্গ। কই একথাত শুনিনি!

কলি। আপনি কেন, এ প্রদেশের কেউ এখনও শোনেনি—মোগল এত শীঘ্র পাঠানদের পরাস্ত করেছে। তবে শুনতে আর বড় বিলম্ব নেই। দায়ুদখাঁ আকবরের রণকৌশলে এত শীঘ্র পরাস্ত হয়ে গেলেন যে, দেখতে দেখতে মোগল রাজধানী গৌড়ে এসে উপস্থিত হ'ল। পাঠানেরা তখন এমন বিধ্বস্ত যে, নিজের নিজের স্ত্রী কন্যাকে রক্ষা করবারও অবকাশ পেলে না।

রঙ্গ। আপনার পিতার পরিবার? তাদের কি হ'ল?

কলি। তাদের কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। পিতার বংশের দুর্দশার কথা এই মেদিনীপুরের জঙ্গলে ব'সে একজন হিন্দু আত্মীয়কে বলবার জন্য একমাত্র অবশিষ্ট আমি আছি।

রঙ্গ। সকলে মরেছে, না মোগল ধ'রে নিয়ে গেছে?

কলি। একমাত্র মা মরেছেন।

রঙ্গ। থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ভাই—

কলি। ছিল। এখন নেই। মল্লোলী বংশের একমাত্র আমি জীবিত আছি।

রঙ্গ। তাহ'লে আপনাকে কার কাছে নিয়ে যাব বলুন।

কলি। সেই কথাই বলব ব'লে আপনার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ক'রে আপনাকে ডাকিয়ে এনেছি। এইবার আমার নিবেদন শুনুন। পিতা যদি আমার জীবিত না থাকেন, তাহ'লে এ দুনিয়ায় আমার আপনার আর কেউ নাই। এরূপ অবস্থায়, যেখানে ইজ্জত রেখে চলতে পারি, এমন কোন আশ্রয় আমাকে দেবার ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন?

রঙ্গ। কতদিনের জন্য?

কলি। যতদিন বাঁচব।

রঙ্গ। কিরূপ ভাবে থাকতে চান?

কলি। সেটা আপনি যে রকম ভাল বুঝবেন। যাতে আমার ইজ্জত বজায় থাকে—তাতে দাসী হয়ে থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

রঙ্গ। তাতে আমি ভাল বুঝব কি?

কলি। বেশ, আপনি না বুঝতে চান, আমিই বুঝব। আপনি শুধু স্থানটা দেখিয়ে দেবেন।

রঙ্গ। বেগম সাহেব! আপনাকে মানের সহিত রাখতে পারি, এমন কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

কলি। মুসলমান না পান—হিন্দু?

রঙ্গ। সে আগে না জেনে বলতে পারি না।

কলি। আপনার বাড়ী? (রঙ্গলালের নীরবে অবস্থিতি) ব'লে কি বিপদে ফেললুম?

রঙ্গ। যদি বলি, না।

কলি। তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেই নিজের ইজ্জত রক্ষা করি।

রঙ্গ। কেমন ক'রে করবেন ?

কলি। তা আপনাকে আমি বলব কেন ?

রঙ্গ। একটু আগে যেমন ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন ?

কলি। এখন দেখছি আপনি মাতাল। আপনি উঠে যান।

(দাঁড়াইলেন)

রঙ্গ। (দাঁড়াইয়া)—মাতালত বটিই বেগম সাহেব! সে কথা ত আপনাকে বলতেই যাচ্ছিলুম। আপনি আমাকে বলতে দিলেন না। তবে—বেআদবী মাফ্ হয়, আমি দেখছি, আমি খেয়ে মাতাল, আর আপনি না খেয়ে মাতাল।

কলি। (হাস্ত) বাবু সাহেব! আমি প্যান্ প্যান্ ক'রে চোখের জল ফেলা বাঙ্গালী রমণী নই। আমি পাঠানী। (ছোরা বাহির করণ) বুঝেছেন ?

রঙ্গ। বুঝেছি। আমিই মাতাল বিবিসাহেব! তবে মুদ্দাখাঁর কাছে ধরা দিলেন কেন ?

কলি। অতর্কিতে ধরেছে। এক আকস্মিক বিপৎপাতে আমি কিছু হতভম্ব হয়েছিলুম।

রঙ্গ। তাই হবে, আমি বুঝতে পেরেছি।

কলি। বাবুসাহেব! আপনিও আমার বেআদবী মাফ্ করবেন। আপনি আমাকে মুক্ত করতে গিয়ে শুধু আমাকে রক্ষা করেননি, সেই বর্ব্বর পাঠানকেও অপঘাত মৃত্যুথেকে রক্ষা করেছেন। যখনি তা হ'তে আমার মর্য্যাদা-নাশের সম্ভাবনা দেখতুম, তখনি তার বুকে এই ছোরা মারতুম। তাকে মেরে নিজে মরতুম।

রঙ্গ। আমি যদি আপনার পিতার সমীপে আপনাকে উপস্থিত করতে পারি ?

কলি। কোথায় পিতা? তিনি হতাবশিষ্ট পাঠান সৈন্য নিয়ে এখনও প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিচ্ছেন। বৰ্দ্ধমান থেকে তাঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি।

রঙ্গ। এ বনে আপনি তা হ'লে কার সঙ্গে এসেছিলেন?

কলি। এক হাব্সী খোজা বীর আমার রক্ষী ছিল। সে সর্পাঘাতে মারা গেছে। যে গাছের তলায় প্রথমে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম, সেখানে হয়ত এখনও তার মৃতদেহ পড়ে আছে। অবশিষ্ট যা ডুলি বেহারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সব এ দেশের। সেই দুরাত্মার ভয়ে তারা ডুলি ফেলে পালিয়েছে।

রঙ্গ। বেগমসাহেব! আপনার পিতার সন্ধান একবার না নিয়ে আমি কোনও সদুত্তর দিতে পারছি না।

কলি। আপনি কি বৰ্দ্ধমানে যাবেন?

রঙ্গ। সন্ধান করতে করতে যদি যাবার প্রয়োজন হয়, যাব।

কলি। এই যে বল্লেন, আমি মেদিনীপুরের বাইরে কখন পা দিইনি?

রঙ্গ। দিইনি, এইবারে দেব।

কলি। মাথার ঠিক অবস্থায় বলছেন?

রঙ্গ। আপনার কথা শুনে আমার নেশা ছুটে গেছে।

কলি। যে কদিন আপনার সঙ্গে দেখা না হবে, সে কদিন আমি কোথায় থাকব?

রঙ্গ। সন্ধ্যার পর আপনাকে একবার মার কাছে নিয়ে যাব। দরিদ্র হিন্দুর গৃহে মা যদি আপনাকে রাখতে সাহস করেন, তা হ'লে সেইখানেই আপনি থাকবেন। নইলে আমার পরম সুহৃৎ কতকগুলি দরিদ্র মুসলমান আছে, তারা পর্ণকুটীরে বাস করে, তাদের মধ্যে এক স্থানে আপনাকে রেখে যাব।

কলি। সেখানে থাকার কি সুবিধা হবে ?

রঙ্গ। তারা গোলামের মত আপনার সেবা করবে। তবে আপনার যোগ্য অশন, বসন, শয্যা—এ সব দিতে পারবে না। আপনি যে ওড়নার আস্তরণ করে আমাকে বসিয়েছেন, এ তারা কখন চক্ষে দেখিনি। তবে তাদের পূর্ব্ব পুরুষ দেখেছে।

কলি। কি রকম ?

রঙ্গ। গৌড়ের বাদসা হুসেন সার আমল পর্য্যন্ত তারা গৌড়ে ছিল। তারা ছিল বাদসার খাস পল্টন্। তাদের কথা অধিক বলবার সময় নেই। একটু পূর্ব্বে, ইজ্জত রাখতে, কারও ঘরে আপনি দাসী হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। যদি সেখানে থাকতে চান, তা হ'লে আপনার মর্য্যাদা অটুট থাকবে, আমি এইমাত্র আশা দিতে পারি।

কলি। বর্দ্ধমানে কবে রওনা হবেন ?

রঙ্গ। আজ রাত্রেই। মায়ের সঙ্গে আপনার একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার অপেক্ষা।

কলি। এর ওপর আমার আর কোনও কথা কইবার অধিকার নেই বাবুসাহেব! তবে আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। পিতার সঙ্গে যদি আপনার সাক্ষাৎ হয়, তা হ'লে তাঁকে কি বলবেন ?

রঙ্গ। যা ঘটনা ঘটেছে, যেরূপ ক'রে আপনাকে পেয়েছি সব বলব।

কলি। তা বললে যে, আমাকে উদ্ধার করায় কোনও ফল হবে না ?

রঙ্গ। কেন ?

কলি। পিতা আমার বড় অভিমানী। আপনাকে সে কথা বলিনি। পিতা যদি জানতে পারেন, তাঁর কন্যা কতকগুলো অপরিচিত

যুবকের হাতে হাতে বৃক্ষচ্যুত আনারের মত লোফালুফি হয়েছে তাহ'লে তিনি আমাকে হয়ত কন্যা বলেই স্বীকার করবেন না।

রঙ্গ। যাবার মুখে আপনি যে আমাকে বিষম ফেরে ফেললেন।

কলি। এই যে অনবগুণ্ঠিত মস্তকে এক আঁচলে ব'সে আপনার সঙ্গে এতক্ষণ ধ'রে বাক্যালাপ করলুম, এ কথাও ত তাহ'লে আপনি বলবেন?

রঙ্গ। যদি প্রশ্নসূত্রে এমন অবস্থা ঘটে যে, এ কথা না কইলেই নয়, তাহ'লে মিথ্যা কইতে পারবনা। নতুবা উপযাচক হয়ে আপনার সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয় কোনও কথার উত্থাপন করব না।

কলি। আমি যদি আপনাকে সত্যগোপনে অনুরোধ করি?

রঙ্গ। আমি মিথ্যা কইতে পারব না।

কলি। বেশ, আপনি পিতার অনুসন্ধান করুন।

রঙ্গ। ওরে! এইবার তোরা বিবিসাহেবকে নিয়ে যা।

বালকগণের প্রবেশ

বালকগণের গীত

তবে এস ঘরে এস ঘরে মোদের কুঁড়ে ঘরে।
বলতে কথা সরম লাগে নিয়ে যেতে ভয় করে॥
ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো,
যদ্দিন থাক তদ্দিন ভালো,
থাকবে যদ্দিন মাথা দিয়ে থাকব পড়ে দোরে॥
কি আছে তা করব দান,
(তবে) প্রাণ দিয়ে তোমার রাখব মান,
শত্রু যদি ধরতে আসে করব সড়কি বেঁধা তারে।
মুণ্ড ছিঁড়ে গড়িয়ে দেব (তোমার) রাঙ্গা চরণ পরে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ

ভুবনেশ্বরী ও গজানন

ভুবনে। তুই এই বিবাদটা রোধ করতে পারলিনি ?

গজা। বিবাদ কি আমার সুমুখে হয়েছে, যে রোধ করব !

ভুবনে। সেত মিছামিছি কারও সঙ্গে কলহ করবার ছেলে নয়।

গজা। সে তুমি জানলে আর আমি জানলুম। অন্যেত তা বুঝবে না। বিশেষতঃ জায়গীরদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই। লোকে বুঝেও বুঝবে না। তোমার দেওরকেই দোষী করবে। করবে কেন, করছে। বড়বাবু কারও কাছে মুখ পাচ্ছেন না।

ভুবনে। সে কোথা গেল, জানতে পারলি ?

গজা। তা জানতে পারলে ত ধরে আনতুম। কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না ব'লে মনে করলুম তিনি বাড়ী এসেছেন।

ভুবনে। তাকে খুঁজে আনতে না পারলে যে, আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিনা।

গজা। আমিও কি পারছি মা ? ছোটবাবু কাউকেও ভয় করবার ছেলে নয়। তিনি বাড়ী আসবার হ'লে এতক্ষণ নিশ্চয় আসতেন।

ভুবনে। তাহ'লে নিশ্চয় সে বিপদে পড়েছে।

গজা। বিপদে পড়েননি। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত জেনে এসেছি।

ভুবনে। তবে সে আসছে না কেন ? বেলা শেষ হয়ে গেল। সে বেশ জানে, সে না খেলে তার মা জলপর্য্যন্ত মুখে দেবে না। বিপদে

না পড়লে কখন সে আসতে এত বিলম্ব করে? সে নিশ্চয় বিপদে পড়েছে। তুই ছোটবাবুকে খুঁজে নিয়ে আয়। যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়। যদি আসতে না চায়, জোর ক'রে ধ'রে আনবি। বলবি, তোমার মা কাঁদাকাটী করছেন। তুমি শীগ্‌গির বাড়ী চল।

গঙ্গা। বড়বাবু এসে যদি আমায় খোঁজ করেন?

ভুবনে। আমি তার জবাব দিহি করব।

গঙ্গা। (স্বগতঃ) ধন্য মানুষের বেটী তুমি। মায়ের স্নেহকেও তুমি হার মানিয়েছ। [প্রস্থান।

ভুবনে। তাইত? কি যে বিপদ ঘটালে, তাতো বুঝতে পারছিনা। মরণটা হয় ত বাঁচি। শ্বাশুড়ীকে জ্বালা পোহাতে হ'লনা। শ্বশুর কোথায় যে গেলেন, এই বাইশ বৎসরেও তাঁর খোঁজ হ'ল না। মাঝখান থেকে ভোগ ভুগতে রইলুম আমি। জন্মান্তরে কত যে পাপ করেছিলুম, তার অবধি নেই।

নন্দ। (নেপথ্যে) গঙ্গা! ফিরে আয়।

গঙ্গা। (নেপথ্যে) আজ্ঞে আমি ছোটবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছি।

নন্দ। (নেপথ্যে) তোকে কোথাও যেতে হবে না, ফিরে আয়।

নন্দলালের প্রবেশ

ভুবনে। হ্যাঁগা! দেখা পেলে?

নন্দ। আমর বেটা, কথা শুনছিস না কেন?

গঙ্গা। (নেপথ্যে) মা খুঁজতে বলেছেন।

নন্দ। বলুক, তুই ফিরে আয়! তোকে খুঁজতে হবেনা।

ভুবনে। খুঁজে পেলে?

নন্দ। দেখ গঙ্গা! এইবারে মার খেয়ে মরবি।

ভুবনে। বলি, আমার কথায় উত্তর দিচ্ছনা কেন?

নন্দ। কি তোমার কথা, তা তার উত্তর দেব?

ভুবনে। তাকে খুঁজে পেলে কিনা বলনা।

নন্দ। সে চুলোয় গেছে। এখানে কোথায় তাকে খুঁজে পাব?

ভুবনে। আমরি! কথার শ্রী দেখ একবার।

নন্দ। এখন দেখছি, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগারও মৃত্যু হ'লে ছিল ভাল।

ভুবনে। বালাই, কি অপরাধে সে মরতে যাবে?

নন্দ। অপরাধ এখনি জানতে পারবে এখন। এ বংশে এমন কুলাঙ্গার কোথা থেকে জন্মাল?

ভুবনে। কেন, কুলাঙ্গার সে কিসে হ'ল? একটু-আধটু নেশা করে ব'লে?—তোমার বংশে সকলেই কি তোমার মত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জন্মেছিল? নেশা কি আর কেউ করেনি?

নন্দ। শুধু নেশা করলে সে আমার বাপের ঠাকুর।

ভুবনে। আর কি সে করেছে?

নন্দ। আমার মুণ্ডু করেছে। লক্ষ্মীছাড়া হ'তে সব নষ্ট হ'ল দেখছি।

ভুবনে। দেখ, কিছু না জেনে শুনে, মিছামিছি আমার স্বমুখে তাকে গাল দিও না।

নন্দ। আর তুমিও—যাকে যতটুকু মমতা দেখান উচিত—তার অতিরিক্ত মমতা তাকে দেখিও না।

ভুবনে। মমতাটা কি দেখালুম?

নন্দ। জন্মের মত তার মাথাটা খেয়ে দিয়েছ, আবার দেখাবে কি? শুনেছ ত মায়ের চেয়ে যে অধিক মমতা দেখায়—

ভুবনে। তাকে বলে ডান। তা আমি ডাইনীই ত। বলনা স্পষ্ট ক'রেই বলনা—আমি ডাইনী। তা সে কথা অত ঘোর প্যাঁচ ক'রে বলবার দরকার কি?

নন্দ। একদিনের জন্যও ছোঁড়াটাকে শাসন করতে দিলে না। তার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করলে।

ভুবনে। নষ্ট করলুম আমি না তুমি? তুমি কি শাসন করতে জান?

নন্দ। হয়েছে—হয়েছে—থাম।

ভুবনে। তুমি যে রকম শাসন কর্ত্তা পুরুষ, তাতে সে যদি খারাপ হয়, সেত তোমারই দোষ।

নন্দ। হয়েছে, বুঝেছি, থাম। গজা আসছে।

ভুবনে। আসুক না গজা। আমি কি কাউকেও ভয় ক'রে কথা বলছি।

নন্দ। আচ্ছা এ সমস্ত আমারই দোষ।

ভুবনে। নিশ্চয়—তা আবার ঢোক গিলে বলছ কি?

গজাননের প্রবেশ

নন্দ। সে হতভাগাকে খোঁজা রেখে, যা তোকে বলি এখনি কর্।

গজা। বল।

ভুবনে। আমার সুমুখে তাকে হতভাগা হতভাগা করনা।

নন্দ। এখনি একখানা পাল্‌কী—

ভুবনে। কিজন্য সে হতভাগা হ'তে যাবে?

নন্দ। কি জ্বালা, আমাকে কথা কইতে দেবে না?

ভুবনে। ও ছেলে ব'লে তাই—একটু আধটু নেশা ক'রে চুপ ক'রে থাকে। অন্য ছেলে হ'লে এতদিন আরও কত কি করত।

নন্দ। তাই করেছে, আর করত নয়।

ভুবনে। কি করেছে ?

নন্দ। আমার মুণ্ড করেছে। সরুদিয়া থেকে আমার বাস ওঠাবার জোগাড় করেছে। যা বললুম বুঝলি ?

[গজাননের প্রস্থান।

ভুবনে। ওকে এমন সময় পাল্‌কী আনতে পাঠালে কেন ?

নন্দ। তোমাকে এখনি রওনা হ'তে হবে।

ভুবনে। কোথায় ?

নন্দ। আপাততঃ তোমার বাপের বাড়ী।

ভুবনে। তারপর ?

নন্দ। তারপর যেমন বুঝব। ফিরিয়ে আনবার হয় ফিরিয়ে আনব। না হয় পিসের কাছে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। পাঠানদের সঙ্গে দাঙ্গা করবে নাকি ?

নন্দ। দাঙ্গা আমাকে করতে হবে না। যা করবার পাঠানরাই করবার ব্যবস্থা করছে। আজই হ'ক কালই হ'ক, দুদিন পরেই হ'ক, তারা আমাদের বাড়ী চড়াও হবে। ব্যাপার বড়ই গুরুতর। সমস্ত পাঠান জোট বেঁধেছে।

ভুবনে। তাদের এমন মর্ম্মান্তিক আক্রোশ হ'ল, কারণটা কি ?

নন্দ। কারণটা এখনও বুঝতে পারছ না ? তবে আর হতভাগাকে গাল দিচ্ছি কেন ?

ভুবনে। পাঠানদের মেয়েছেলের সঙ্গে কি কোনও তামাসা বিদ্রূপ করেছে ?

নন্দ। বিদ্রূপ কি—ছিনিয়ে এনেছে।

ভুবনে। বল কি ?

নন্দ। এই ত শুনছি। সমস্ত খবর এখনও পাইনি। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য নায়েব মশাইকে পাঠিয়েছি।

ভুবনে। মিথ্যাকথা! তার কি এত সাহস হ'তে পারে?

নন্দ। মিথ্যা কি সত্য, নায়েব মশাই ফিরে এলেই জানতে পারব। তবে তিনি আজ রাত্রেই তোমাকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দেবার কথা ব'লে পাঠিয়েছেন।

ভুবনে। তোমাদের ফেলে যাব, আমার মন স্থির হবে কেন? বিশেষতঃ বোকা ছেলেটা কোথায় রইল জানতে পারলুম না।

নন্দ। কি করবে তোমার বরাত। যদি ইজ্জত রাখতে হয়, তাহ'লে তোমাকে এখানে রাখতে সাহস করি না।

ভুবনে। তোমরাও আমার সঙ্গে চল না কেন?

নন্দ। ছোঁড়াকে পাই, তার হাত পা বেঁধে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। আর তুমি?

নন্দ। আমি? তুমি কি ক্ষেপেছ! আমি পালিয়ে বংশের নাম ডুবিয়ে দেব?

নায়েব। (নেপথ্যে) বড়বাবু!

নন্দ। যাই নায়েব মশাই।

নায়েব। (নেপথ্যে) মাকে পাঠিয়েছ?

নন্দ। না।

নায়েব। (নেপথ্যে) বিলম্ব করনা।

নন্দ। ওই শোন—প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।

নায়েব। (নেপথ্যে) তোমাকেও বিশেষ প্রয়োজন।

নন্দ। যাচ্ছি—যাচ্ছি। যা বলবার বললুম বড়বৌ। এরপর বলতে আসবার বোধ হয় সময় পাব না।

[প্রস্থান।

ভুবনে। যা ভয় করলুম তাই হ'ল! শেষকালে ছেলেটা চরিত্র-হীন হয়ে পড়ল! হয়ে এমন বিপদ বাধালে যে, স্বামী ছেড়ে, তাকে ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, আমাকে পালাতে হ'ল! এ বিপদ থেকে যদি বাবু নিস্তার পান, তাহ'লে রঙ্গলালকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব। আর না—আর না। মাতৃহীন শিশুকে সূতিকার ঘর থেকে কুড়িয়ে মানুষ করেছি। নিজে বন্ধ্যা—তাকেই গর্ভস্থ সন্তান মনে ক'রে, মোহে, সত্যই ত তার পরকাল নষ্ট করেছি! আজ সে যে কার্য্য করেছে, কুলবধূ হয়ে আমি ত তার সে পশু ব্যবহারের সমর্থন করতে পারি না! আর না—আর না? আর আমি তার সঙ্গে মাতা পুত্রের গতানো সম্পর্ক রাখব না। বলতে বুকটা কাঁপবে—তা কাঁপুক। কথা মুখদে বার করতে বারংবার বাধা পড়বে, তা পড়ুক। আমি এইবার দেখা পেলেই তাকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। ওমা! মা! কোথায় তুমি?

ভুবনে। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

ঝি। ছোটবাবু ও কাকে ধ'রে বাড়ীতে আনছে গো!

ভুবনে। কোথায়—কোথায়?

ঝি। ওই যে খিড়কীর বাগানের ভিতর দিয়ে গো।

ভুবনে। চুপ চুপ—গোল করিসনি!

ঝি। টিপি টিপি—নখের উপর ভর দিয়ে—

ভুবনে। কোথায় দেখিয়ে দিবি চল্।

ঝি। তুমি যাও মা, তুমি যাও। দেখে আমার গা কেমন কেমন করছে! ওমা! কি ঘেন্না! ছুঁড়ী আবার ছোটবাবুর কাঁধে ভর দিয়ে আসছে।

ভুবনে। আমর্! চেঁচিয়ে মরছ' কেন?

ঝি। তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস বাপু! পিঠে বিনুনি-করা চুল, মাথা খালি, পায়ে জুতো, চোক ঢুল ঢুল করছে, ট'লে ট'লে পড়ছে! তুমি দেখে এস বাপু! আমার দেখে লজ্জা করছে।

ভুবনে। বেশ, তোকে যেতে হবে না। দরজা বন্ধ ক'রে তুই ঘরে থাক—আমি না ডাকলে এখন আর কাউকেও দোর খুলে দিসনি। কর্ত্তাবাবু এলেও না। খবরদার কেউ যেন না জানতে পারে। তাইত! বোকাটা আজ মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সব নষ্ট করলে নাকি?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

খিড়কীর বাগান

রঙ্গলাল ও কলিবেগম

রঙ্গ। এইখানে এই গাছের তলায় কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে বিশ্রাম করতে হবে। গোপালজী করেন, এইখান থেকেই আপনার এই নিদারুণ কষ্টের অবসান হয়! আপনার অনুরোধে এই পথটা হাঁটিয়ে এনে বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছি।

কলি। আপনার কোনও অপরাধ নেই। আমি যে পথ হাঁটতে এত অপারগ, তা আমি নিজেই জানতুম না।

রঙ্গ। যা হবার হয়ে গেছে—এইবারে মার সঙ্গে দেখা। মার অনুমতি পেলেই, আপনাকে বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত আর একবার হাঁটতে হবে। সেই শেষ। আসতে আসতে পথে আপনাকে সমস্তই বলেছি। দয়াময়ী মা আমার, আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে যদি আপনাকে গৃহে স্থান দেন, তবেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। যদি না দেন, আপনি যেন সে জন্য ক্ষুব্ধ হবেন না।

কলি। ক্ষুব্ধ হবনা। তবে বুঝব, তা হ'লে আমি একান্তই ভাগ্যহীনা।

রঙ্গ। তখনই আপনাকে সেই দরিদ্রদের কুটীরে ফিরতে হবে।

কলি। তখনই ফিরব।

রঙ্গ। সেইখানেই থাকতে হবে।

কলি। আপনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি অন্য কোথাও যাব না।

রঙ্গ। না না—তা কেন? আপনার পিতার সংবাদ পেলে তখনি সেখানে চলে যাবেন।

কলি। সংবাদ কি, পিতা যদি জানতে পেরে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠান, তবু আমি যাবনা।

রঙ্গ। না না—সেকি বলছেন?

কলি। পিতা যদি নিজে আসেন, তবু যাবনা।

রঙ্গ। এ আপনি গোল করছেন।

কলি। গোল আপনি করছেন—এতক্ষণ বেশ কথা কইছিলেন। এইবারে মদ্য আবার আপনার মস্তিষ্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

পিতা আমার সঙ্গে সেই পর্ণকুটীরে ব'সে আপনার ফিরে আসবার অপেক্ষা করবেন।

রঙ্গ। ও কথা বলতে নেই।

কলি। আপনি বলাচ্ছেন যে। অথচ বাক্যস্ফূরণে আর আমার শক্তি নাই। আপনি মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

[কলির কুঞ্জান্তরালে গমন ও রঙ্গলালের প্রস্থান।

ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ

ভুবনে। কই—কোথাও ত দেখতে পেলুম না? বোকা মূর্খটা তাকে নিয়ে গাঁয়ের ভিতর ঢুকল' নাকি? আরত আমি থাকতে পারি না! তিনি তখনই আমাকে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে বলেছিলেন। এখনি এখনি ক'রে বোকাটাকে খুঁজতে যে রাত হয়ে গেল? ওদিকে যে কি কাণ্ড হচ্ছে তা ত বুঝতে পারছি না! না আর না। স্বামীর কাছে তিরস্কার, লোকের কাছে গঞ্জনা—এ সব একদিনও কাণে তুলিনি। কিন্তু একি? এরূপ পশুর কার্য্যের প্রশ্রয় দিলে আমার যে ধর্ম্ম যায়! মায়ের মমতায় সন্তানের চরিত্র-হানি এক কথা, আর আমার মমতায় আর এক কথা। মমতা? কিসের মমতা? নিজের পেটে ছেলে হ'ল না—গোপাল আমাকে পুত্র-স্নেহের অধিকারী করেন নি—তবে কেন তাকে মমতা দেখিয়ে নিজের মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দিতে বসেছি? আর না—আর না। একবার তাকে দেখতে পেলে হয়!

রঙ্গলালের প্রবেশ

রঙ্গ। মা!

ভুবনে। এই যে—এই যে—রঙ্গলাল! তুমি এসেছ?

রঙ্গ। এসেছি। গোল ক'রন না!

ভুবনে। রঙ্গলাল! আর তুমি আমাকে মা ব'ল না।

রঙ্গ। মা বলব না?

ভুবনে। না। আমি তোমার ভ্রাতৃজায়া। শৈশব থেকে তোমাকে মানুষ করেছি, এই যা। মনে দুঃখ ক'রনা।

রঙ্গ। কি বল্লে? (হাস্য) আর একবার বল।

ভুবনে। দুঃখ ক'রনা রঙ্গলাল!

রঙ্গ। দুঃখ? ভারি আনন্দ—কেল্লা আনন্দ—আর একবার বল।

ভুবনে। যতদিন তুমি শিশু ছিলে, ততদিন তোমার মা বলা সেজেছিল। এখন তুমি যুবাপুরুষ। আর দুদিন পরেই তুমি বিবাহিত হবে। তোমার বধূ হবে আমার জা। সে আমাকে যখন দিদি ব'লে ডাকবে, তোমার মত মা বলতে পারবে না, তখন আগে হ'তেই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। এখন থেকে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কানুযায়ী আলাপ করবার সময় এসেছে।

রঙ্গ। হুঁ! বুঝতে পেরেছি। এ কথা আজ আমাকে কেন বল্লে তাও বুঝতে পেরেছি। তবে এ কথার জবাব দেবার আমার সময় নেই।

ভুবনে। তারপর? তুমি কি ক'রে এসেছ বল দেখি? সাদী-খাঁর ছেলে আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে কেন?

রঙ্গ। এ কথারও জবাব দেবার আমার সময় নেই। এখন আমার একটি অসম্পূর্ণ কাজ তোমাকে পূর্ণ করতে হবে।

ভুবনে। কি করতে হবে বল।

রঙ্গ। শুনেছি সূতিকাগার থেকে কুড়িয়ে তুমি আমাকে মানুষ করেছ। মায়ের অভাব এ বয়স পর্য্যন্ত তুমি আমাকে বুঝতে দাওনি। আমি কিন্তু এ যাবৎ তোমার স্নেহের উপর কেবল অত্যাচারই করে আসছি।

ভুবনে। পাগলের মত এ সব কি বলছিস, রঙ্গলাল? কথার শ্রীছাঁদ কি তোর আজও হ'ল না!

রঙ্গ। আমি মাতাল হই, আর যাই হই—স্নেহটাত বুঝতে পারি? আজ আবার নিগূঢ়ভাবে তোমার সেই প্রগাঢ় স্নেহের নিদর্শন দেখতে পেলুম। বাড়ীতে ঝি চাকর কেউ নাই—ভিতর বাড়ী—বার বাড়ী—সব যেন শূন্য। দাদাও নেই। হতাশ হ'য়ে গৃহত্যাগ করতে গিয়ে দেখি তুমি আছ। সকলেই পালিয়েছে—তুমিই কেবল আমার স্নেহ পায়ে ঠেলে গৃহত্যাগ করতে পারনি।

ভুবনে। আমার স্তুতি করতে তোমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠের অসম্মান ক'র না রঙ্গলাল!

রঙ্গ। দাদা! দাদা! (যুক্ত করে প্রণাম)—তাঁর অসম্মান—আমি করব?

ভুবনে। আমি তোমাকে কোল পর্য্যন্ত তুলতে পেরেছিলুম। নীরস স্তন্য তোমার মুখে দিয়ে শিশুকে প্রতারণা করেছিলুম, কিন্তু তিনি তাঁর বক্ষের উষ্ণতার আবরণে তোমার জীবন রক্ষা করেছেন।

রঙ্গ। মা! আমি স্বপ্নেও কখন তাঁকে গুরু ভিন্ন অন্য কোনও-রূপে চিন্তা করিনি।

ভুবনে। তিনি যদি গৃহত্যাগ ক'রে থাকেন, তা হ'লে তা তোমারই রক্ষার উদ্দেশ্যে করেছেন।

রঙ্গ। হুঁ! এইবারে বুঝেছি আমি মাতাল। রসনা আমার মনকে লুকিয়ে এমন কথা কয়েছে, যাতে তোমারও মনে আমি আঘাত দিয়েছি। বেশ, বেশ! এইবারে স্নেহময়ি, আমার আবেদন শোন।

ভুবনে। অমন ক'রে কথা কয়োনা রঙ্গলাল! তুমি স্নেহের

পাত্র ব'লে তোমাকে যতটুকু স্নেহ দেখানো প্রয়োজন ততটুকু দেখিয়েছি।—আমি বেশী কিছু করিনি।

রঙ্গ। আমি কিন্তু তার উপর যত অত্যাচার করতে পেরেছি করেছি। আজ সেই স্নেহের উপর শেষ অত্যাচার করব। তুমি আজ একটু সাহায্য ক'রে তোমার স্নেহের কার্য্য সম্পূর্ণ কর।

ভুবনে। কি বলতে চাও শীঘ্র বল। আমিও অন্যত্র যাবার জন্য বাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে রয়েছি।

রঙ্গ। তুমিও পা বাড়িয়ে রয়েছ ?

ভুবনে। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পাচ্ছিলুম না।

রঙ্গ। আর কেন, সাক্ষাৎ ত হয়েছে, এইবারে যাও।

ভুবনে। তুমি যে কি বলবে বলছিলে ?

রঙ্গ। যে কথা জিজ্ঞাসা করব, তার জবাব তুমি আগেই দিয়েছ। গৃহত্যাগিনী রায়গৃহিনীর কাছে আবেদন করবার আমার কিছু নাই।

ভুবনে। পাগলামী করিস কেন ? কি বলতে চাস বল। যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি—তা হ'লে যাব না।

রঙ্গ। যাবে না ?

ভুবনে। এই যে বল্লুম।

রঙ্গ। যদি পাঠানে বাড়ী আক্রমণ করতে আসে ?

ভুবনে। তবু থাকব।

রঙ্গ। যদি গাঁ শুদ্ধ লোক পালিয়ে যায় ? দাদা যদি বাড়ী রক্ষা করতে অপারগ হন ? পাঠান যদি—

ভুবনে। বাজে বকছিস কেন রঙ্গলাল! তোর যদিও মা নই, এক গর্ত্তে ধারণ করা ছাড়া মায়ের সমস্ত কার্য্য আমি করেছি। তুই নিজেকে বিজ্ঞ মনে করতে পারিস, আমি কিন্তু এখনো তোকে সেই

শিশুই দেখে থাকি, তোর সুমুখে আমি আর কি গর্ব্বের কথা কইব! তোর দাদা একথা কইলে তাকে আমি বলতে পারতুম। মূর্খ রাঠোর! রাজপুতানা থেকে বাঙ্গলায় এসে এখানকার সজল বায়ুতে তোদের সাহস সিক্ত হতে পারে; কিন্তু আমি শিশোদীয় কন্যা। চিতোর—আমাদের সতীতেজের আকর ভূমি—অনন্ত স্ফুলিঙ্গের প্রবাহ পাঠিয়ে—যেখানে শিশোদীয় কন্যা আছে সেই খানেই তার সতী-হৃদয় ক্ষত্রতেজে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখেছে। গাঁয়ে লোক না থাকে, তোরাও যদি না থাকিস—পাঠান যদি অন্তঃপুরের দ্বার ভগ্ন করে—যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি, আমি থাকব।

রঙ্গ। নিশ্চিন্ত—বিবি সাহেব! এইবারে আসুন।

কলিবেগমের প্রবেশ

ভুবনে। এ কি! এ কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিস রঙ্গলাল?

রঙ্গ। আসুন—নিঃসঙ্কোচে আসুন। এই ইনিই আমার—এখন থেকে তোমাকে কি ব'লে ডাকব?

কলি। আমি বলছি—আপনার মা। আমি অন্তরাল থেকে সব শুনেছি। উনি সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইলেও আপনি ত্যাগ করবেন না।

ভুবনে। কে তুমি মা?

কলি। তোমার কাছে পরিচয় গোপন ক'রব কেন—আমি অভাগিনীই গৌড়ের উজীর-পুত্রী।

রঙ্গ। মোগলের সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ বেধেছে। এঁর পিতা রক্ষীর সঙ্গে এঁকে কটকে রওনা ক'রে যুদ্ধ করতে গিয়েছেন। দুরাত্মা মুদ্দাখাঁ পথ থেকে এঁকে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। তোমার আশীর্ব্বাদে আমি এঁকে দুরাত্মার হাত থেকে রক্ষা করেছি।

ভুবনে। রঙ্গলাল—রঙ্গলাল—রঙ্গলাল! এখন মনে হচ্ছে—আমিই তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি।

রঙ্গ। এখন শেষ-রক্ষা তুমি।

ভুবনে। এর উত্তর পরে। মায়ের মুখ দেখে বুঝতে পারছি, মুখে তার জল দিতে সামান্য মাত্র বিলম্ব করলে, তোমার এই অপূর্ব্ব পুরুষকার নিষ্ফল হবে। বাড়ীতে এঁকে নিয়ে যাবার বিলম্ব সইবে না—এই চাবিকাটি নাও। পাঠানের আসবার কথা শুনে পুরোহিত মন্দির ফেলে পালিয়েছে। তুমি গিয়ে এখনি গোপালবাড়ীর দ্বার উন্মোচন কর।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

এস মা, এইবারে আমার কাঁধে ভর দাও।

কলি। কোথায় নিয়ে যাবেন বল্লেন?

ভুবনে। গোপাল-মন্দিরে।

কলি। সে কতদূর?

ভুবনে। দু'পা চল্‌লেই দেখতে পাবে। অতি নিকটে।

কলি। আমি কি এতই ক্লান্ত যে দু-পা চলতে আপনার কাঁধে ভর দিতে হবে?

ভুবনে। ক্লান্ত কি না তুমিই বল। তুমি কি বরাবর নিজের পায়েই ভর দিয়ে এখানে এসেছ?

কলি। কোথায় নিয়ে যাবে নিয়ে চল মা!

[ভুবনেশ্বরীর স্কন্ধে হস্ত-রক্ষা ও উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-মন্দির

রঙ্গলাল

রঙ্গ। গোপাল! তোমার ঘরে মদ নেই—কিন্তু ঘরের প্রতি-বায়ু-কণা আজ মাদকতায় পূর্ণ ক'রে রেখেছ। যতবার এ বায়ুর শ্বাস নিচ্ছি, ততবারই আমার নেশা বেড়ে যাচ্ছে। রক্ষা কর, মস্তিষ্ক আমার স্তম্ভিত হবার উপক্রম করেছে।

ভুবনে। (নেপথ্যে) রঙ্গলাল!

রঙ্গ। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ

ভুবনে। যাও, এখনি তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তোমাকে না দেখে তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন।

রঙ্গ। এই অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব?

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ্য অবস্থা আর কখন তোমার আসেনি।

রঙ্গ। বিবি সাহেবের বাপের অনুসন্ধানে যাব। হয়ত বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যেতে হবে।

ভুবনে। আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তারপর যেখানেই যাও কিছু মুখে দিয়ে যাত্রা কর। বাইরের ফটক আবার তুমি বন্ধ ক'রে চলে যাও। খবরদার, বন্ধ করতে যেন বিস্মৃত হয়ো না।

রঙ্গ। চাবী?

ভুবনে। তোমার দাদার হাতে দিও।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

ভুবনে। এস মা! আর একটু এস। তোমার পথ-কষ্টের এই বারে শেষ হ'ল।

কলি বেগমের প্রবেশ

কলি। এ কোথায় আনলে মা?

ভুবনে। এই আমাদের কুল-দেবতা গোপালের মন্দির।

কলি। সেকি মা, আমি যে মুসলমানী।

ভুবনে। সত্য মা! কিন্তু আজ তুমি অতিথি, হিন্দুর চক্ষে দেবী। অতিথি-রূপিনী নারায়ণি! তুমি যে আমার জয়লক্ষ্মী—নিরাশ্রয়া বিপন্নার মূর্ত্তি ধ'রে তুমি আমাকে ছলনা করতে এসেছিলে; কিন্তু মা, এই গোপালের কৃপায় তুমি আমাকে প্রতারিত করতে পারনি। বিশেষতঃ একটু আগে আমি আমার দেবরের একটা যে কালিমময় চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করেছিলেম—তুমি এসে সোণার জলে সেটিকে ধুয়ে দিয়েছ। তোমাকে সোণার আসনে বসিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম তবে আমার আক্ষেপ মিটে যেত। তা করবার সময় নেই, বুঝতেই পারছ মা, এখন আমরা নিরাশ্রয়, তাই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় গোপালের ঘরে তোমাকে নিয়ে এসেছি।

কলি। আমি যদি না যাই।

ভুবনে। না যাই কি মা লক্ষ্মি, আগেই তুমি এসেছ। আর তোমার বাহির হবার উপায় নেই।

কলি। বলেন কি? তবে কি আমি বন্দিনী?

ভুবনে। না ভাগ্যবতি—তুমি মুক্ত। যাঁর নাম-স্মরণে দুনিয়ার বন্ধন শিথিল হয়, তাঁর ঘরে তুমি বন্দিনী হবে কেন? নাও—এইবারে গোপালের প্রসাদ—জীবন রক্ষা করবে এস।

কলি। আমিত খাবনা।

ভুবনে। না খাও মরতে হবে।

কলি। সেও ভাল—আমি মরব।

ভুবনে। তবে মর! বুঝছ কি মা, তোমাকে উপলক্ষ্য ক'রে আজ এইখানে রাজপুত আর পাঠানের বলের পরীক্ষা হবে। বেঁচে থাক, দেখবে। মর, আমার ইষ্টদেবতার সম্মুখে তোমাকে সমাধিস্থ করব। তোমার দেহ পাঠানকে আর স্পর্শ করতে দেব না।

কলি। আমার বাপ যদি স্পর্শ করতে চান?

ভুবনে। হিন্দুর চক্ষে পিতাই ঈশ্বর। তাঁর পাঠান ব'লে স্বতন্ত্র অভিধান নাই।

কলি। দাও মা, গোপালের প্রসাদ খেতে দাও—আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।

ভুবনে। তাই বল—তবে আর একটু তোমাকে কষ্ট দেব। মন্দিরের উপরটা দেখেছ?

কলি। তাইত মা, এমন সুন্দর কারুকার্য্যময় মন্দির—তার মাথাটা ভাঙ্গা কেন?

ভুবনে। বলছি—বলছি—(মন্দির-দ্বার উন্মোচন)—আর একটু এস—আর একটু এস।

পট পরিবর্ত্তন

কলি। আহা একি! অমন সোণার বরণ ছেলেকে এ ঘরে এমন ক'রে বন্ধ ক'রে রেখেছ কেন?

ভুবনে। তুমি ওকে সোণার বরণ দেখলে?

কলি। এমন সুন্দরত কখন দেখিনি। মা'র কাছে একদিন গোপালের কথা শুনেছিলুম—আজ দেখলুম।

ভুবনে। মার কাছে শুনেছিলে!

কলি। পিতা আমার পাঠান—মা ছিলেন হিন্দু রমণী।

ভুবনে। ভাগ্যবতি তুমি ধন্য। আর তোমাকে এখানে এনে আমিও ধন্য। বড় দুষ্ট ব'লে ওকে বন্ধ ক'রে রেখেছি। গোপাল! একদিন যে পাঠান তোমার মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল, আজ সেই পাঠানের উজীর-পুত্রী তোমার ঘরে অতিথি। দুর্ব্বলের বল—আশ্রিত বৎসল! যে করুণায় বহু অস্ত্রধারী বলীয়ান পাঠানের হাত থেকে একটী নগণ্য বালককে উপলক্ষ্য করে এই বিপন্নাকে রক্ষা করেছ—গোপাল! সে করুণাকে অসম্পূর্ণ রেখনা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন

সাবাজখাঁ ও জুনিদখাঁ

সাবাজ। ব্যাকুল হবেন না জনাবালি। যুদ্ধে উভয়পক্ষেই কখন জয়ী হয় না। যোদ্ধার যদি কর্ত্তব্যের ত্রুটী না হয়, তা হ'লে পরাজয়ে আক্ষেপ করবার তার কিছুই থাকে না। দুরদৃষ্টকে দোষ দিন।

জুনিদ। আমার শক্তিতে যতদূর সাধ্য আমি করেছি।

সাবাজ। তবে আর কি? আপনার সাহস ও বীর্য্য বুদ্ধি সমস্তইত আমার জানা আছে। তবে এখন যে কোন উপায়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আপনার ফৌজের কিছু কি অবশিষ্ট আছে?

জুনিদ। বারো আনা গেছে।

সাবাজ। সিকি ত আছে?

জুনিদ। তাতে কি হবে?

সাবাজ। তাতে এখন কিছু হবে না। এ সামান্য পাঁচ হাজার-কেন, মোগলের নূতন ধরণের কামানের সম্মুখে দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হ'লেও আমরা দাঁড়াতে পারব না। তবে এই কামানের

সমকক্ষতা করবার অন্য উপায় উদ্ভাবন করবার সময় এখনও যথেষ্ট আছে।

জুনিদ। কি তা হ'লে কর্ত্তব্য ?

সাবাজ। কটককে কেন্দ্র ক'রে আত্মরক্ষা। জঙ্গল এ দেশের আবরণ; জঙ্গলভরা পাহাড় এ সকল স্থানের স্বাভাবিক কেল্লা। আপনার যা সৈন্যাবশেষ সংগ্রহ করুন। উজীরের যা সৈন্য অবশিষ্ট আছে তিনি সংগ্রহ করুন। বাকী সৈন্য সুলতানের। এই তিন দল একত্র হ'লে এখনও আমাদের প্রায় ষাটহাজার সৈন্য আছে। তার ওপর এদেশে বহুকাল ধ'রে অনেক পাঠান জায়গীরদার বাস করছে। দু' পাঁচঘর ছত্রী জমীদার আছে। সকলে সাহায্য করলে আরও দশ বারোহাজার সৈন্য আমরা পেতে পারি। জঙ্গল নদী আর পাহাড়ের সাহায্যে এই সৈন্য নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত থাকলে মোগলকে উড়িষ্যায় প্রবেশে এখনও অনেক বেগ পেতে হবে। এর পরে আমরা একটু সময় পেলে পাঠানমর্য্যাদা রক্ষার কোনও কি একটা ব্যবস্থা করতে পারব না ?

জুনিদ। উত্তম পরামর্শ।

সাবাজ। এই কথা দাম্ভিক উজীরকে আপনি শোনান। আমার দেওয়া পরামর্শ ব'লে পাছে তিনি গ্রহণ না করেন, সেই জন্য আমার নাম তাঁর কাছে উল্লেখ করতে আমি আপনাকে নিষেধ করি।

জুনিদ। আমি কি হীন কাপুরুষ যে, আপনার পরামর্শ নিজের ব'লে তাঁর কাছে উল্লেখ করব ?

সাবাজ। বেশ, তবে বলবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিলনা।

জুনিদ। এখন উজীরসাহেবকে কোথায় পাব ?

সাবাজ। আপনারা মান্দারণের পথে এসেছেন, সুলতান বর্দ্ধমান

হয়ে এই ঝাড়খণ্ডের পথ ধরেছিলেন। উজীর তাঁর উড়িষ্যা গমনের সাহায্য করতে সেই পথের কোন না কোন স্থানে অবস্থান করছেন।

জুনিদ। বেশ, আমি তাঁর খবর নিতে চল্লুম।

সাবাজ। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে বলবেন, আমি স্থলতানা ও রাজার অন্যান্য পরিবারবর্গকে মহানদী পার করিয়ে দিয়েছি। স্থলতানও এতক্ষণ বৈতরণীর পারে।

জুনিদ। উজীরের কন্যা ?

সাবাজ। কই তিনি ত তাকে আমার কাছে পাঠান নাই।

জুনিদ। বলেন কি ?

সাবাজ। কি যুবক! উজীর কন্যার স্মরণেই যে, যুদ্ধের কথা সব ভুল হয়ে গেল ?

জুনিদ। না জনাবালি—উজীর সাহেব কন্যাকে আমার সঙ্গেই পাঠাতে চেয়েছিলেন। এরূপ সময়ে তাকে সঙ্গে রাখা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিনি।

সাবাজ। ভালই করেছেন—অনূঢ়া যুবতীকে তার পিতার আশ্রয়ে রাখাই কর্ত্তব্য। বিবাহটা হয়ে গেলে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে সঙ্গে রাখতে পারতেন। নইলে এরপর যদি আপনাদের পরস্পরের বিবাহ না হ'ত, তা হ'লে বালিকার অবস্থা একটু বিপন্ন হয়ে পড়ত। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার চরিত্রের উপর ইঙ্গিত করছি না।

জুনিদ। না—না—আপনি ঠিকই বলেছেন। বিবাহ ? এইত হ'তে হ'তে হ'ল না! মোগলের আক্রমণে কে যে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তার ঠিক ছিল না।

সাবাজ। এখনও ত আমরা দরিয়ায় ভাসছি।

জুনিদ। আর তার সঙ্গে দেখাই হবে কিনা তার ঠিক কি ?

সাবাজ। কিছুই বিচিত্র নয়।

জুনিদ। তবে আপনার সঙ্গে মিলিত হ'তে তিনি হাবসী-সরদার নসীব খাঁর উপর ভার দিয়েছিলেন। এই কথা শুনেছিলুম, তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

সাবাজ। আমার কাছে সে আসেনি।

জুনিদ। যাক—উজীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'লেই সে কথা জানতে পারব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ বৃক্ষতল

মৃত হাবসী সরদারের পার্শ্বে বসিয়া ভোলাই

ভোলাই। (হাবসীকে পরীক্ষা) বেটা বেজায় মাতাল হয়েছে দেখছি। ও মিয়া—মিয়া ? ওঠ। এ তোমার খাস বাড়ীর বৈঠকখানা নয় ? এ বাবা ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল—এখানে ঘরের ভেতরে বাঘে বাচ্ছা পাড়ে, হাতী রান্না ক'রে খায়—বেলা যাচ্ছে—ওঠ। কই, বেটা সাড়াও দেয়না যে—ছি বাবা ! মদ আমরাও খাই, কিন্তু তোমার মতন এমন বে-এক্তার হই না। এক পিপে মদ খেয়েও চোল-কপাটী খেলে আসি। (হস্তদ্বারা গা ঠেলিয়া)—ওঠ—ওঠ—শুনছ ? ওঃ! কেয়া চেহারা ? হাবসীত হাবসী। বেটার কি সবই বেয়াড়া ? একটা তেলের কুপো—তাতে হাত পা-গুলো জুড়ে দিয়েছে। বেটার মদ খাওয়া কি বেয়াড়া! পেটটি ফুলে একটি মশক হয়েছে! হাঁ-করা মুখে দাঁত

ক'টি—বাঃ! বাঃ! ঠিক যেন রূপো বাঁধানো হুঁকো। বলি ও মিয়া! তবে থাক তুই প'ড়ে, উঠলে একটু বখরা পেতিস। আর পেলিনি! এই—(বোতল নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) দেখ—এখনও দেখ। এখনও হাত বাড়ালে পেতে পারিস। দেখ—এই দেখ—গেল চ'লে গেল। এখনও হুঁ দিলে পাস। এক—দো—তিন—যা শালা—ফাঁকি পড়লি। (মদ্যপান ও বোতল উপুড় করিয়া)—এই দেখ সব শেষ।

রঙ্গলালের প্রবেশ

রঙ্গ। ভোলাই?

ভোলাই। এই যে হুজুর!

রঙ্গ। কি করছিস?

ভোলাই। আজ্ঞে হুজুর, কিচ্ছু করিনি! ব'সে ব'সে হাবসী বেটাকে আক্কেল দিচ্ছি।

রঙ্গ। হাবসী! হাবসী কে?

ভোলাই। ঐ যে দেখুন না। বেটা পুঁটে মাতাল—ছটাকখানেক মদ খেয়ে বে-এক্তার হয়ে পড়ে আছে। বেটা নড়েওনা—চড়েও না, ডাকলেও সাড়া দেয় না, বেহুঁস। ওঠ বেটা হাবসী ওঠ। আমাদের হুজুর এসেছে, সেলাম কর। হুজুর! বেটা ভারি ফক্কড়—সব শুনতে পাচ্ছে, কেবল কৈফিয়ৎ দেবার ভয়ে কথা কচ্ছে না।

রঙ্গ। (স্বগতঃ) এ ত তা হ'লে বিবিসাহেবেরই রক্ষী হাবসী দেখছি; লোকটা সর্পাঘাতেই মরেছে।

ভোলাই। ওঠনা বেটা? হাঁ ক'রে ইয়ারকি করছিস কি? হুজুর এসেছে—সেলাম কর। মনে করছ আমি তোমার ভিট্‌কিলিমি

বুঝতে পারছিনা! ওঠ—নইলে এই ফাঁকা বোতল তোর পেটে পূরে তোর শুঁড়ির ফুফুকে পর্য্যন্ত দেশছাড়া ক'রে দেব।

রঙ্গ। ও মাতাল, না তুই মাতাল!

ভোলাই। আমি মাতাল? ছোট বাবু তুমি এই কথা বল্লে? এই হাবসী বেটার কাছে আমার অপমান করলে!

রঙ্গ। ও কি বেঁচে আছে?

ভোলাই। এঁ্যা—বেঁচে নেই? ম'রে ম'রে বেটা আমাকে তামাসা করছে। হুজুর! ওই দেখ জিব নাড়ছে।

রঙ্গ। নে চলে আয়।

ভোলাই। তাইত হুজুর, এতকাল মদ খেয়ে মাতাল হলুম না, আজ মরা হাবসীর কাছে ঠ'কে গেলুম!

রঙ্গ। চলে আয়।

ভোলাই। আগে জানতে পারলে যে বেটাকে এক ঢোক্ মদ খাইয়ে দিতুম। তাইত হাবসী মিয়া, আমারত আর কিছু নেই যে, তোমাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলব।

রঙ্গ। তবু দেখ মাতলামী করতে লাগল! তবে তুই থাক ভোলাই, আমি চল্লুম। মনে করেছিলুম তোকে সঙ্গে নেব। তা আর হ'ল না।

ভোলাই। কোথায় হুজুর?

রঙ্গ। যখন তোর মাথারই ঠিক নেই, তখন তোকে ব'লে কি হবে?

ভোলাই। আচ্ছা, ব'লে দেখ—যদি তাতে মাথা ঠিক না হয়, তা হ'লে এই বোতলের বাড়ি—(মস্তকে আঘাত করিবার উদ্যোগ)

রঙ্গ। (ভোলাইয়ের হাত ধরিয়া) খুব তোর মাথা ঠিক আছে। আমার সঙ্গে বর্দ্ধমান যেতে পারবি?

ভোলাই। খুব পারব। তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে? (অগ্রগমন ও পতন)

রঙ্গ। না ভোলাই, সত্য সত্যই তুই একটু মাতাল হয়েছিস। তা হ'লে তুই থাক; আমি একাই যাই।

ভোলাই। আমি যখন জানতে পারলুম, তখন একা একা তোমাকে যেতে দেব?

রঙ্গ। কি করব, যদি দেরী করলে চলত, তা হ'লে তোকে সঙ্গে নিতুম। কিন্তু আমি আর এক লহমাও দেরী করতে পারব না।

ভোলাই। না ছোটবাবু, আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে।

রঙ্গ। তোর এ অবস্থায় আমি তোকে কেমন ক'রে সঙ্গে নিই।

ভোলাই। একবার পড়েছি ব'লে বারবার পড়ব? আর যদিই পড়ি, প'ড়লে কি আর আমি উঠব না? তুমি কি আমাকে হাবসী পেয়েছ? নাও—ফের—চল।

রঙ্গ। ও দিকে কোথায় যাচ্ছিস?

ভোলাই। বর্দ্ধমান কোন দিকে?

রঙ্গ। উত্তর দিকে।

ভোলাই। আরে মিয়া বর্দ্ধমান! তুমিও দেখছি মাতালের ওপর মাতাল। হাবসীর চেয়ে বে-আড়া। যদি হুজুরের খাতিরে পা কোনও রকমে ঠিক করলুম, যে দিকে চল্লুম, তুমি মিয়া কিনা তার উল্টো দিকে চলে গেলে! বর্দ্ধমান কি করতে যাবে?

রঙ্গ। বিবিসাহেবের বাপের তল্লাস করতে।

ভোলাই। বর্দ্ধমান এখান থেকে কতদূর?

রঙ্গ। শুনলুম এখান থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ দূর হবে।

ভোলাই। সেই দেশে তুমি একা যাবে?

রঙ্গ। কি করব ভোলাই, আমাকে যেতেই হবে।

ভোলাই। তা হ'লে এখান থেকে গিয়ে আরও দু-চার পেয়ালা-খেয়েছ বল।

রঙ্গ। ভোলাই, আর খাইনি। মনে করছি আর খাবনা।

ভোলাই। আর খাবার দরকার কি? যে মদ খেয়েছ, ও নেশা আর এ জন্মে ঘুচছে না।

রঙ্গ। কি বলছিস?

ভোলাই। ঠিক বলছি। মাতাল আমি, না মাতাল তুমি? ওই হাবসী বেটা ম'রে জন্মের মতন শুয়েছে, আর তুমি ভূত হ'য়ে পথে পথে ঘুরতে বেরিয়েছ। নাও, আর বর্দ্ধমান যেতে হবেনা—ফেরো।

রঙ্গ। না ভোলাই, আমাকে যেতে নিষেধ ক'রনা।

ভোলাই। তা হ'লে বর্দ্ধমানে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ বল?

রঙ্গ। দূর গাধা!

ভোলাই। গাধা হ'তে পারি, কিন্তু ভেড়ো নই ছোটবাবু। বেটী একবার কাছটিতে পেয়েই তোমাকে গিলে খেয়েছে। তুমি যখন হুট্ বলতে চল্লিশ ক্রোশ বর্দ্ধমান চলেছ, মাঝে মেদিনীপুর—তখন সে তোমাতে আর পদার্থ রাখেনি।

রঙ্গ। যে মাতলামী করেনা, পথ ছাড়।

ভোলাই। ঠেলে যাও—ঠেলে যাও। বড়মার অঞ্চলের নিধি তুমি—কোথাকার পথে পড়া ঝুঁটো মুক্তোর খাতিরে আমি তোমাকে বর্দ্ধমান যেতে দেব?

রঙ্গ। তুই আমার সঙ্গে মারামারি করবি নাকি?

ভোলাই। দরকার হয়, তাও করতে হবে বইকি।

রঙ্গ। তা হ'লে ত তোকে জানিয়ে অন্যায় করলুম।

ভোলাই। তুমি কি জানাও—খোদা জানিয়ে দেয়। আজ সকালে হুজুর, সমস্ত পাইক হলফ ক'রে তোমার গোলামী নিয়েছে। আমি সেই গোলামের গোলাম ভোলাই। আমাকে ভুলিয়ে যাওয়া কি তোমার ক্ষমতা?

রঙ্গ। আমি যে তোর বড়মার অনুমতি পেয়েছি।

ভোলাই। রাখ তোমার অনুমতি। আমি যেমন তোমার বর্দ্ধমান বুঝেছি, বড়মাও সেই রকম বুঝেছে। বড় বাবুর হুকুম পেয়েছ?

রঙ্গ। মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর দেখা পাইনি। রাত্রি থাকতে থাকতে মেদিনীপুর পার হ'তে হবে ব'লে, আমি আর তাঁর দেখার অপেক্ষা করিনি।

ভোলাই। বাবার সঙ্গে দেখা করেছ?

রঙ্গ। তোর বাবা এখন অসংখ্য কাজে ব্যস্ত। সে তোদের যে যেখানে মরদ আছে, তাদের এক স্থানে জড় করবার জন্য ছুটোছুটি করছে। তাকে এখন আমার এই সামান্য ব্যাপারের জন্য মাথা ঘামাতে দিতে আছে?

ভোলাই। ফেরো—ফেরো! তুমি বড় বাবুকে লুকিয়েছ, বাবাকে লুকিয়েছ, মাকে ফাঁকি দিয়েছ। ছোটবাবু, তুমি ছোটবাবু না হ'লে আমি তোমাকে জুয়োচোর বলতুম, ফেরো।

রঙ্গ। তা যা বলেছিস ঠিক। বর্দ্ধমান যে কোথায়, কতদূর, তা আমি বলিনি। মায়ের সঙ্গে একটু জুয়াচুরি করেছি।

ভোলাই। কেমন, ঠিক বলেছিত? এইবারে ফেরো।

রঙ্গ। আর আমি যে প্রতিশ্রুত হয়েছি! কথা মিথ্যা হয়ে যাবে?

ভোলাই। আরে রাখ তোমার পিত্তিচ্ছুতো? বেশ, পিত্তিচ্ছুতো হয়ে থাক,—বর্দ্ধমান তোমার কাছে এগিয়ে আসবে।

রঙ্গ। এতক্ষণ বেশ কইছিলি? এইবারে আবার মাতলামী আরম্ভ করলি।

ভোলাই। লাগ্—লাগ্—ভেল্কি লাগ্। আয় বর্দ্ধমান চ'লে আয়। হাড়ী ঝি-পেঁচোর মার আজ্ঞে—চলে আয়। বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটী—বুড়ীকে ধরে ক্যাঁচ্ করে কাটি—ফুঃ—

রঙ্গ। নে আর মাতলাম করে না; দু'জন লোক এই দিকে আসছে, চল, একটু আড়ালে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুলেমান ও জুনিদের প্রবেশ

সুলে। জুনিদ, আমার প্রত্যাশা আর ক'রনা।

জুনিদ। তাকি হয় জনাবালি? আপনার কাছেই বাল্য থেকে আমার সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা। আপনার শিক্ষার সাহসেই আমি বিশ হাজার পাঠান নিয়ে লক্ষ মোগলকে আক্রমণ করেছিলুম।

সুলে। আবার আমারই দোষে তোমার সেই অমানুষিক বীরত্বের কার্য্য ব্যর্থ হ'ল।

জুনিদ। আপনার দোষে হবে কেন? নসীবের দোষে।

সুলে। স্তোক বাক্যে আমাকে ভুলিয়োনা। বারবার মোগলের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছি মনে ক'রে আমি যে পূর্ব্ব দম্ভ ত্যাগ করেছি এটা মনে ক'রনা। সমস্ত হারিয়েছি—এক কন্যা বাদে আমার সব গেছে,

তবু বাপ, আমি মঙ্গোলীবংশের দম্ভ পরিত্যাগ করিনি। আমিই তোমার পরাজয়ের কারণ। সমান সমান সৈন্য—মোগলের প্রচণ্ড কামানের কাছে দাঁড়াতে পারলুম না। তবু আরও একদিন তাদের গতিরোধ করা আমার সাধ্য ছিল।

জুনিদ। একদিন হ'লে ত আমি টোডরমলের সৈন্য পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করতুম ; অন্ততঃ একবেলা রাখতে পারলে আমি পরাস্ত হতুম না।

সুলে। রোধ করবার সামর্থ্য স্বত্বেও বুদ্ধির দোষে তা আমি করতে পারলুম না। আমার কামান গোলা বারুদ রসদ সমস্ত শত্রুতে অধিকার ক'রে নিয়েছে, সৈন্য একরূপ নির্ম্মূলই হয়েছে। অবশিষ্ট যৎসামান্য যা ছিল, যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। বেশী আর কি বলব জুনিদ, বিশ ক্রোশ রাস্তা আমি একা আসছি। আমাকে একটা কথা ব'লে আশ্বস্ত করে এমনও একটা আমার সহচর নেই। একমাত্র সঙ্গী বল, ভৃত্য বল, বাহক বল—একমাত্র ঘোড়া আমার অবশিষ্ট ছিল, সেও উপযুক্ত আহার ও সেবার অভাবে পথের মাঝে ম'রে গেছে।

জুনিদ। এতদূর দুর্দ্দশা!

সুলে। এতদূর দুর্দ্দশা। ফকীরের কোমরে তলোয়ার বাঁধা শোভা পায় না ব'লে, এই ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে একটা গাছে তাকে আমি ঝুলিয়ে রেখে এসেছি।

জুনিদ। আপনার বংশের সেই পবিত্র তরবারি—

সুলে। পার কুড়িয়ে আন। আমার কন্যাকে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেইটি যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ কর। যাও জুনিদ, কন্যাকে নাও, আর আমার তলোয়ার নাও। সামান্য পথিক সে তলোয়ার স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

জুনিদ। আসুন জনাবালি, সঙ্গে আসুন। সে সকল কথা পরে। দেখে বোধ হচ্ছে, সারাদিন আপনি অন্নজল স্পর্শ করেন নি।

সুলে। না জুনিদ, আর আমাকে খাবার জন্য অনুরোধ ক'রনা। আমি ইচ্ছা করেছি, এখান থেকে নাগপুর হয়ে বোম্বাই হয়ে সমুদ্র পথে মক্কাসরীফ চ'লে যাব। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এদিকে এসেছি।

জুনিদ। সে পরের কথা পরে। এখন ত আমার তাঁবুতে গিয়ে জীবন রক্ষা করুন।

সুলে। তোমার ভাবী শ্বশুর হয়ে যাব, না উজীর হয়ে যাব।

জুনিদ। সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। এখন আপনি যা আছেন, সেই মূর্ত্তিতে যাবেন। আপনি উজীর।

সুলে। কোথায় সুলতান, যে আমি উজীর? সুলতান রাজ্যহারা পথিক, আমি ফকীর।

জুনিদ। বেশ, নিজেকে উজীর না বলতে চান, পাঠান সৈন্যের সেনাপতি ত আপনি?

সুলে। আমার নিজের কিন্তু একটিও সৈন্য নেই।

জুনিদ। না থাকে, দেব।

সুলে। একমাত্র তুমিই পাঠানকুলের মান রক্ষা করেছ। তোমার সৈন্য ত আমি নেবনা।

জুনিদ। না নেন, অন্য সৈন্য দেব।

সুলে। কোথায় পাবে?

জুনিদ। মোগলের এক আক্রমণেই কি বাংলাথেকে পাঠানকুল নির্ম্মূল হয়ে গেল! বক্তিয়ার খিলিজীর সময় থেকে এদেশে পাঠান বাস করছে। পাঠানের সঙ্গে কত রাজপুত এ দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা

করেছে। এই জেলাতেই কিছু না হয়, অন্ততঃ বিশ পঁচিশ হাজার খিলিজী পাঠান আছে। সৈন্যের আপনার ভাবনা কি?

সুলে। ফিরতে আমার আর অভিরুচি হচ্ছে না জুনিদ খাঁ!

জুনিদ। আমার আপনাকে ফেরাতে অভিরুচি হচ্ছে। সৈন্য দিতে পারি—ফিরবেন। না পারি আপনার যা অভিরুচি করবেন। আমি কোনও আপত্তি করব না।

সুলে। তোমার তাঁবু এখান থেকে কতদুর?

জুনিদ। আপনি ক্ষণেকের জন্য এই তরুমূলে বিশ্রাম করুন। আমি এখনি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। দোহাই, আর কোথাও যাবেন না।

সুলে। রইলুম জুনিদ খাঁ।

জুনিদ। ভাল কথা—আপনার কন্যা ত সাবাজখাঁর দলে মিশতে পারেন নি?

সুলে। মিলতে আমি নিষেধ করেছিলুম। একায়েক তাকে কটকে নিয়ে যেতে নসীবখাঁর উপর ভার দিয়েছিলুম।

জুনিদ। সেটা কি ভাল করেছেন?—আমি জানতুম—

সুলে। জুনিদখাঁ! তোমারই কাছে আমি ফকীর। নিশ্চিন্ত হও—সিংহশাবককে কেউ স্পর্শ করতে সাহস করবেনা।

[জুনিদের প্রস্থান।

বিশ্রাম? একেবারে বিশ্রাম নেওয়াই কর্ত্তব্য ছিল। যাক্— একবার দেখি, অদৃষ্ট আরও কত নীচে আমাকে ফেলতে পারে। (বৃক্ষতলে উপবেশন করিতে করিতে) ঠিক জায়গায় এনে ফেলেছ খোদা! এই ত মানুষের শেষ বিরাম স্থান—তখন আবার সেই বিষয়ের দিকে টানছ কেন? মোগলকে পরাস্ত ক'রে বাংলায় আবার পাঠা-

নের প্রতিষ্ঠা করব, সে আশা আর নেই। তবে কিসের জন্য—বেঁচে আছি? কলি! মা! তোকেও অন্ততঃ সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখলে বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।—(মৃত হাবসীকে দেখিয়া)—একি! নসীবখাঁ! নসীবখাঁ, আমার কন্যা? পরপার থেকে যদি কথা কইবার শক্তি থাকে শীঘ্র বল, আমার কন্যা কোথায়? নসীবখাঁ—নসীবখাঁ! (মৃতদেহ পরীক্ষা)—হায়! তোমার সঙ্গে যদি কন্যারও মৃতদেহ দেখতে পেতুম, তাহলেও মৃত্যুর পূর্ব্বে নিশ্চিন্ত হতুম। ঠিক হয়েছে! আক্ষেপ করবার তুমি আর কিছু রাখনি। মূর্খ স্থলেমান! আগেই তোমার মরা কর্ত্তব্য ছিল। দুর্দ্দশার এই চরমটুকু ভোগ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারনি, তাই তুমি এখনও জীবিত ছিলে। আর কেন হতভাগ্য, যাও—যোগ্যস্থানে চ'লে যাও—যোগ্য স্থানে চ'লে যাও। (ছুরিকা বাহির)—কেও—ফরীদ? নিতে এসেছিস—আয়! আয়!—

রঙ্গলালের প্রবেশ

তাইত! এ কি রকমটা হ'ল! কই ফরীদ! কবরস্থ প্রিয়তম! কোথায় তুমি? আমাকে আত্মহত্যা করতে দেবেনা ব'লেই কি এই অপরিচিত যুবকে লহমার জন্য নিজমূর্ত্তি প্রতিফলিত করলে?

রঙ্গ। জনাবালি, এই রাত্রিকালে বনের ধারে না ব'সে, নিকটের কোনও আশ্রয়ে রাত্রি অতিবাহিত করলে হয় না?

স্থলে। কে তুমি?

রঙ্গ। এখানে আর কথা কেন? সেইখানেই চলুন না। পরিচয় দিলেও ত আপনি বুঝতে পারবেন না?

স্থলে। (স্বগতঃ) জিজ্ঞাসা করব? জিজ্ঞাসা করব? কোথায় কলি, একবার তত্ত্ব নেব?

রঙ্গ। জানাবালি, হুকুম?

সুলে। (স্বগতঃ)—না না! দুনিয়া ছাড়তে চলেছিস, তখন আর কেন সুলেমান? এই চরম দেখেও তোর জ্ঞান হ'লনা? বেঁচে থেকে আরও কত কি কুৎসিৎ কথা শুনতে চাস?

রঙ্গ। হুজুরালি! হুকুম?

সুলে। না—আমি যাব না, তুমি যাও। (রঙ্গলালের উপবেশন) একি বসছ কেন?—কি বিপদ! তুমি এখানে বসলে কেন?—যাও।

রঙ্গ। আপনি এখানে থাকলে আমি ত যাবনা।

সুলে। কি বিপদ! এর মানে কি?

রঙ্গ। মানে আর কিছু নয় হুজুরালি! আপনি যখন একা,—আর সময় রাত্রি, স্থান জঙ্গল, তা দেখে চ'লে যাওয়া আমার কুষ্টিতে লেখেনি।

সুলে। তুমি কি আমার রক্ষক এলে নাকি?

রঙ্গ। সে অহঙ্কার করব কেন জনাবালি, যখন শক্তি আপনার জানি না। তবে আপনার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে আমি উঠতে পারিনা।

সুলে। ও সব কথা রাখ—চলে যাও—যাও (স্বগতঃ) খোদা! একি! সুশৃঙ্খলে মরতেও দিলে না দেখছি। (প্রস্থানোদ্যত)

রঙ্গ। নিকটে আশ্রয় আছে।

সুলে। থাক্ আমার প্রয়োজন নেই। [প্রস্থান।

ভোলাইয়ের প্রবেশ

রঙ্গ। ভোলাই? শীগ্‌গির যা, নায়েব মশাইকে খবর দে আমি বাড়ী চল্লুম। আর আমাকে বর্দ্ধমান যেতে হ'লনা।

ভোলাই। বর্দ্ধমান এসেছে?

রঙ্গ। তুই সাধু বাপের বেটা, তোর কথার জোর কত, কথার টানে বর্দ্ধমান কাছে এসেছে। কিন্তু দেখিস—আবার যেন বর্দ্ধমান স'রে না যায়?

ভোলাই। আবার? বর্দ্ধমানের মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকব।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বন

বন্য রমণীগণের গীত

ভারতীর কুটীরে একি দেখে এলাম সই।
মরমভাঙ্গা কথা সে যে কেমন ক'রে কই॥
কেমন নাপিত সে যে—কেমন না তার হিয়া।
এমন চাঁচর চিকণ কেশ দিলেক মুড়াইয়া॥
ভুঁয়ে-ঝরা কোটী চাঁদ সোণার গৌরাঙ্গ।
কোন প্রাণে কে দিলরে তার শ্রীকরে করঙ্গ॥
কি করছে তার সোনার বউ—কি করছে তার মায়।
পরাণ ছাড়া দেহ বুঝি লোটায় আঙ্গিনায়॥
রাধার পায়ে দাসখত লিখে বৃন্দাবনে (মোরা শুনে এলেম গো
রাধার রূপে কালাচাঁদ নাচিবে কীর্ত্তনে॥
(রাধারাণীর ঋণের দায়ে—শুনে এলেম গো)

সাবাজের প্রবেশ

সাবাজ। হাঁ রে, এ আমি কোথায় এসেছি বলতে পারিস?

১ম রমণী। কুথাকে যাবে?

সাবাজ। কোথাও যাবনা—স্থানটার নামটা জানতে চাচ্ছি।

১ম রমণী। ঘোষালের ডাঙ্গা বটে।

সাবাজ। (স্বগতঃ) তাইত! এই বাইশ বছরে স্থানের এতই পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে যে, বাড়ীর দোরের কাছে এসেও পথ চিনতে পারলুম না। (প্রকাশ্যে) সরদিয়া গ্রাম কোন দিকে?

১ম রমণী। হোই? সরদিয়া লগিচ্ বটে! হুই ঠাকুরবাড়ী! দ্যাখ্যা লও, হুঁথা আমাদের রাজ্জা রইছে।

সবাজ। কে গো, ছত্রীবাবুরা?

১ম রমণী। হু—আজ্ঞে।

সাবাজ। তোরা কি?

১ম রমণী। বাউরি গো?

সাবাজ। কোথা গিয়েছিলি?

১ম রমণী। মেদিনীপুর হাট করত্যা গেইছিলুম।

সাবাজ। আচ্ছা বাবুদের এখন কে আছে বলতে পারিস?

১ম রমণী। হোই? বড়বাবু রইছ্যা, ছোটবাবু রইছ্যা সব্বাইত রইছেন বটে!

সাবাজ। আর?

জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ

বৃদ্ধ। হোই ছুড়ীগুলা করছুস্ কি? ছুট্যা চল্ লবাবরা টুক্চ্যা খাপ্পা হইছে—ছুট্যা চল্—ঘর বাড়ী লুট্যা লিবে—ছুট্যা চল্।

সাবাজ। কি জন্য খাপ্পা হ'লরে?

বৃদ্ধ। আমি ত ছোড়া বট্যে—কইত্যা লারবো—কইত্যা লারবো।

[সবাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সাবাজ। তাইত গোপাল! আর যে একপা এগুবো তার উপায় রাখলে না, তোমার মন্দিরকে লুকিয়ে একবার বাড়ী দেখে আসব মনে করেছিলুম! অন্তর্য্যামি, তা তুমি করতে দিলে না। বাইশ বৎসর পূর্ব্বের সমস্ত মনের কথা প্রত্যেক ইষ্টকে ক্ষোদিত ক'রে—গোপাল! তোমার মন্দির সেই তীব্র মর্ম্মবেদনার কাহিনী আমাকে পড়াবার জন্য যেন দাঁড়িয়ে উঠেছে। না—না—আর আমার যাওয়া হ'ল না। গোপাল! ভাঙ্গা মন্দির চোখের সম্মুখে ধ'রে আর আমাকে টিটকারী দিয়ো না; তোমাকে পরিত্যাগের ফল পেয়েছি। ধর্ম্মত্যাগ করলুম, কিন্তু পাঠান পাঠানই রইল—আমাকে আপনার করলেনা—তেলে জল মিশতে পারলে না। সোণার সংসার পরিত্যাগ ক'রে নূতন সংসার পাতলুম—সে সংসারও ভেঙ্গে গেল! একমাত্র বালকপুত্র অবশিষ্ট। গোপাল আত্ম-প্রতারকের চুড়ান্ত শাস্তি হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত যে করব তারও উপায় রাখনি। তবে আর নয়—আর নয়—গোপাল, সেলাম। দেশ নব চৈতন্যধর্ম্মে মেতেছে আর আমি এমন শুভ সময়ে ধর্ম্ম ত্যাগ করেছি। শান্তি! শান্তি! শান্তি! ভগবান কোথা শান্তি?

জৈনুদ্দীনের প্রবেশ

জৈনু। বাবা?

সাবাজ। একি জৈনুদ্দীন! তুমি কেমন ক'রে এলে?

জৈনু। আমি বরাবর আপনার পিছন পিছন আসছি। কার সঙ্গে কথা কইছিলেন ব'লে আপনার কাছে আসিনি।

সাবাজ। তোমার রক্ষী।

জৈনু। দূরে আছে—আসতে বলব।

সাবাজ। থাক আমি বলছি। সহবৎ খাঁ?

সহবৎ খাঁর প্রবেশ

সহবৎ, এ—আমার সঙ্গে থাক—তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।

[সহবৎ খাঁর প্রস্থান।

জৈন্নু। পথ ছেড়ে এদিকে এলেন কেন বাবা ?

সাবাজ। কেন এলুম—এ কথার ঠিক উত্তর তোমাকে দিতে পারব না ত।

জৈন্নু। কেন পারবেন না বাবা ?

সাবাজ। শুনলে তোমার ভয় হবে।

জৈন্নু। না বাবা, আমার ভয় হবে না। আপনি বলুন।

সাবাজ। তোমার বাবার বলতে ভয় হচ্ছে। (জৈন্নুদ্দীনের হস্ত নিজ বক্ষে রাখিয়া) বুঝিতে পারছ বাপ।

জৈন্নু। তাইত বাবা, আপনার বুক যে বড় ঢিব্‌ঢিব্‌ করছে ?

সাবাজ। বুঝতে পেরেছ আমি কত ভীত হয়েছি। তবু আমি বৃদ্ধ। আমার হৃদয়ের রক্ত-প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

জৈন্নু। কাকে এত ভয় করছেন বাবা ?

সাবাজ। যাকে ভয় করছি, তাকে এখনো দেখিনি।

জৈন্নু। না দেখে এত ভয় !

সাবাজ। দেখবার আগেই এত ভয় !

জৈন্নু। সে কি বাঘ ?

সাবাজ। এইত জৈন্নুদ্দীন ভুল করলে ? বাঘকে কি কখনও ভয় করেছি শুনেছ ?

জৈন্নু। তা হলে সে কি বাবা ?

সাবাজ। আমি দেখতে পাচ্ছিনা—তুমি দেখ দেখি ওদিকে কিছু দেখতে পাও কিনা।

জৈন্নু। একখানা বাগান।

সাবাজ। সেই বাগানের মধ্যে—একটু তুলে ধরি, তা হ'লেই দেখতে পাবে।

জৈন্নু। দেখতে পেয়েছি—একটা যেন মস্‌জিদ—হাঁ বাবা ও মস্‌জিদে এত মিনার কেন?

সাবাজ। ও হচ্ছে হিন্দুর মস্‌জিদ। ওকে তারা মন্দির বলে। ওই ওর ভিতরে যে আছে, তাকে আমি ভয় করি।

জৈন্নু। মস্‌জিদের ভিতরে ত কিছু থাকে না।

সাবাজ। কিছু থাকে না—অথবা যিনি থাকেন, তাঁর আকার নেই। তাঁকেই অর্চ্চনা করতে সেখানে সর্ব্বদাই ভক্তের সমাগম হয়। তবে ও মন্দিরে যিনি আছেন, তাঁর আকার আছে।

জৈন্নু। তাকেই আপনার ভয়?

সাবাজ। বিষম ভয়! আমি এখান থেকে তাঁর মন্দিরের চূড়া দেখবার আগেই কাঁপছি।

জৈন্নু। সে কি এতই দুর্দ্দান্ত?

সাবাজ। না বাপ, সে তোমারই মত বালক, তোমারই মত কোমল।

জৈন্নু। তাকে আপনি ভয় করছেন!

সাবাজ। কতবার বলব জৈন্নুদ্দীন! মৃত্যুকে আমি তিলমাত্রও ভয় করি না কিন্তু ওই মন্দিরের চারি পার্শ্বের মৃদুসঞ্চরণশীল বায়ুকেও আমি ভয় করছি। পাছে মন্দির-গাত্রের একটা কণা সমীরে ভেসে এসে আমার বক্ষ স্পর্শ করে।

জৈনু। স্পর্শ করলেই কি আপনার মৃত্যু হবে?

সাবাজ। আবার ভুল করছ জৈনুদ্দীন!

জৈনু। তবে কি হবে? আমি যে আপনার কথা বুঝতে পারছি না বাবা।

সাবাজ। কি হবে আমিও তোমাকে বোঝাতে পারব না। মনের সে অবস্থায় যদি আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে অভিলাষ করি, মৃত্যু আমার স্পর্শ-ভয়ে দূরে স'রে যাবে। হবে কেন জৈনুদ্দীন, তার মৃদু ক্রিয়া আগে হ'তেই আরম্ভ হয়েছে। বাপ, এস এ স্থান ত্যাগ করি। তুমি কাছে রয়েছ। তোমার এই অপরিচিত বান্ধবহীন নির্জ্জন দেশে আমি মাত্র তোমার সঙ্গী। অনুচরেরা এখান থেকে অনেক দূরে। যদিও জানি ডাকলে মৃত্যু আসবে না, তবু তুমি কাছে থাকলে মৃত্যুকেও ডাকতে পারব না। (জৈনুদ্দীন উভয় করতলে চক্ষু ও মুখ আবৃত করিল) —এস আমরা তাঁবুতে ফিরে যাই। জৈনুদ্দীন—জৈনুদ্দীন! ওকি? ওকি করছ জৈনুদ্দীন—কাঁদছ? জৈনুদ্দীন! (মুখাবরণ উন্মোচন) তুমি কাঁদবে কেন? তোমার ত এতে কাঁদবার কিছু নেই।

জৈনু। না—কাঁদব কেন? আমি ভাবছিলুম কেমন ক'রে আপনার ভয়টা দূর করি।

সাবাজ। আমার ভয় তুমি দূর করবে?

জৈনু। কেন, আপনি কি মনে করেছেন আমি পারব না?

সাবাজ। তুমি সিংহশাবক—ইচ্ছা করলে তুমি অসাধ্য-সাধন করতে পার; কিন্তু আমার ভয় কি জন্য যখন তুমি জান না, তখন তুমি কেমন ক'রে তা দূর ক'রবে?

জৈনু। কিজন্য ভয় নাইবা জানলুম। যার জন্য ভয় তাকে দূর করলেই হ'ল।

সাবাজ। কেমন করে দূর ক'রবে?

জৈনু। ওই মন্দিরের ভিতর যে আছে, তাকে আমি কেটে ফেলব।

সাবাজ। হাঁ। তা করতে পারলেই আমার মনুষ্যত্বের কার্য্য পূর্ণ হয়!

জৈনু। আপনি কি মনে করেছেন বাবা, আমি তাকে কাটতে পারব না?

সাবাজ। তুমি তাঁকে কাটতে পার, কিন্তু আমি তাঁর কাছে অপরাধী, আমার অপরাধে তাঁকে কাটবে কেন?

জৈনু। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। তা আপনি কেমন ক'রে তার কাছে অপরাধ করলেন? আমরা ছিলুম গৌড়ে, আর সে আছে এই জঙ্গলভরা দেশের এক মন্দিরে।

সাবাজ। আমি চিরদিন গৌড়ে ছিলুম না। প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই দেশে ছিলুম। সেই সময় গোপালের সঙ্গে আমার বড়ই প্রণয় ছিল।

জৈনু। কি বল্লেন—গোপাল! গোপাল কি?

সাবাজ। ওই মন্দিরে যিনি বাস করেন, তাঁর নাম গোপাল।

জৈনু। বাইশ বৎসর আগে যাকে দেখেছেন, এখন সে আমার মত বালক হবে কেমন ক'রে?

সাবাজ। সে চির-কিশোর।

জৈনু। বাঃ—বাঃ! এ ত মজার গোপাল! তারই কাছে অপরাধ করেছেন?

সাবাজ। তাঁরই কাছে অপরাধ।

জৈনু। বেশ, তবে গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। অপরাধের মার্জ্জনা চান।

সাবাজ। ইহজন্মে সে অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

জৈনু। মার্জ্জনা নেই মানে কি বাবা? গোপাল কি আপনাকে মাফ্ করবে না? তা যদি সে না করে, তা'হলে তাকে আমি কেটে ফেলব। আমি এক ফকিরের মুখে শুনেছি, যে অপরাধ করে সে যত না পাপী, যে অপরাধের মাফ্ করতে জানে না, সে তার চেয়ে বেশী পাপী।

সাবাজ। আমার সেখানে যাবার যো নেই।

জৈনু। বেশ, আমাকে অনুমতি করুন। আমি যাই—আপনার হ'য়ে মাফ্ চাই।

সাবাজ। তুমিই বা কেমন ক'রে যাবে? আমার যে দশা তোমারও তাই। তুমি মুসলমান। গোপালের মন্দিরদ্বারে যে হিন্দু রক্ষী আছে, সে ত তোমাকে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না।

জৈনু। ভালয় ভালয় ঢুকতে না দেয়, তরোয়ারের জোরে ঢুকব।

সাবাজ। শুধু কি তোমারই তরোয়ারের জোর আছে জৈনুদ্দীন! তাদেরও কি নেই?

জৈনু। না ঢুকতে পারি, মন্দিরদ্বারে ম'রব—গোপালকে আমার পরিচয় শোনাতে শোনাতে মাটীতে দেহ রাখব। আমি পাঠান, আমি কি মরণের ভয়ে পেছিয়ে আসব?

সাবাজ। তুমি পাঠান নও জৈনুদ্দীন।

জৈনু। পাঠান নই?

সাবাজ। না। তুমি রাজপুত মুসলমান। তোমার মা ছিলেন পাঠানী। পিতা রাজপুত।

জৈনু। আপনি রাজপুত?

সাবাজ। রাজপুত। শুধু তাই নয়, পূর্ব্বে আমি হিন্দু ছিলেম।

জৈন্নু। তবে ত আমিও রাজপুত—আমিও রাজপুত। বাবা! তবে আমি গোপালকে দেখব।

সাবাজ। ভাগ্যবশে দেখা হয়, দেখবে। এখন তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না। ক্ষুণ্ণ হয়োনা বীর। তুমি সাহসী হ'লেও নিতান্ত বালক—এই উচ্চভূমি থেকে ওই মন্দির-চূড়া দেখতে পেয়েছ ব'লে ও মন্দির নিতান্ত নিকটে মনে ক'র না। এখান থেকে দুই ক্রোশের কম নয়। তার উপর এখান থেকে ওখানে যাবার সুগম পথ নেই। পথও নিরাপদ নয়।

জৈন্নু। শুধু কি এই বাধা?

সাবাজ। আরও অনেক বাধা। যদি ওখানে তোমার যাবার একান্তই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, আজ রাত্রির মত অপেক্ষা কর। কাল তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে; আজ শিবিরে ফিরে চল। যেতে যেতে আবার দাঁড়ালে কেন? (জৈন্নুদ্দীন করপল্লবে মুখ আচ্ছাদন করিল) এ তুমি কি বে-আদবী করছ জৈন্নুদ্দীন?

জৈন্নু। বাবা, রাত্রিকাল—কেউ দেখতে পাবে না।

সাবাজ। তুমি যাবে?

জৈন্নু। আপনি আমাকে ওই মন্দিরের কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসুন না কেন?

সাবাজ। তুমি কি যাবার খেয়ালটা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছ না?

জৈন্নু। কে যেন কোথা থেকে আমাকে বলছে—ওই চোর—ওই চোর—পালিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। একান্তই যাবে? কিন্তু জৈনুদ্দীন, আর যদি আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ না হয়?

জৈনু। আর দেখা হবে না?

সাবাজ। ভয় নেই বালক! আমি তোমাকে পথে ফেলে যাব না। যদি আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়, তুমি নিরাশ্রয় হবে না। তোমার সাহস পরীক্ষা করলুম—সন্তুষ্ট হলুম। ভয় নেই—তোমাকে ওখানে পাঠাবার যদি অন্য উপায় না করতে পারি, আমিই তোমাকে ওই গোপাল-মন্দিরের দ্বারে রেখে আসব। তৎপূর্ব্বে আমার অপরাধটা কি তোমাকে একবার জানান কর্ত্তব্য। জানাবার জন্য বুঝি গোপালের ইচ্ছায় প্রকৃতি আজ সাহায্য করছে। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ দিগন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। পশ্চিমাকাশের নীলিমা পূর্ব্বাকাশের পলায়নপর নীলিমাকে বুকে আশ্রয় দিয়ে দেখতে দেখতে নিবিড় হয়ে উঠল। জৈনুদ্দীন, চাঁদকে পিছন কর। তোমাকে আর একবার তুলে ধরি, তুমি আর একবার গোপাল-মন্দির নিরীক্ষণ কর।

জৈনু। বা! বা! কি শোভাই হয়েছে বাবা! প্রতি মিনারের মাথায় সোণার গোলক চাঁদের কিরণে এক একটা সোণার চাঁদ হ'য়ে যেন সাগরদীঘিতে ভাসছে।

সাবাজ। মন্দিরের কি শোভা এখন বুঝতে পারছ?

জৈনু। খুব পারছি।

সাবাজ। ক'টী চূড়া দেখতে পাচ্ছ?

জৈনু। যে ক'টা আছে সব।

সাবাজ। ক'টা?

জৈনু। এক দুই (অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গণনা)—আটটা।

সাবাজ। আর একটা ছিল। (জৈন্নুদ্দীনকে ভূমিতে রক্ষা)

জৈন্নু। আরও একটা ছিল ?

সাবাজ। সেইটিই ছিল সবার মধ্যস্থলে। সেটি সবার চেয়ে বড়—সবার চেয়ে সুন্দর।

জৈন্নু। তা হ'লেত মন্দিরের শোভার হানি হয়েছে ?

সাবাজ। হানি কেন বাপ, পূর্ব্বশ্রীর কণামাত্রও এখন ও মন্দিরে নেই! ওই নয় চূড়ার মন্দির—হিন্দুরা যাকে নবরত্নের মন্দির বলে, এক সময় এদেশের লোকের একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল।

জৈন্নু। সে চূড়ার কি হ'ল ?

সাবাজ। তার মাথার উজ্জ্বল সুবর্ণ গোলক বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক রাত্রির চাঁদের আলোকে মেদিনীপুরের জায়গীরদার সাদীখাঁর বেগম-মহলে কিরণ নিক্ষেপ করেছিল। সেই বে-আদবীর শাস্তি দিতে জায়গীরদার ঐ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।

জৈন্নু। উঃ! সাদীখাঁ ত বড় নিষ্ঠুর! আপনি সে চূড়া ভাঙ্গা দেখেছেন ?

সাবাজ। দেখেছি—পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। তখন এমন শক্তি ছিলনা যে, পাঠানের এই অকারণ অত্যাচারের প্রতিবিধান করি। তবে মর্ম্মান্তিক যাতনায় গোপালের সম্মুখে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেই দিনেই দেশত্যাগ করেছিলুম।

জৈন্নু। প্রতিশোধ নিতে পারেন নি ?

সাবাজ। প্রতিশোধ কেমন ক'রে নেব ? বাড়ী থেকে বেরিয়ে অদৃষ্টবশে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। আজ বাইশ বৎসর পরে গোপালের চক্রে মোগলের তাড়নে এখানে এসে পড়েছি। নইলে এদেশে আমার আর আসবার সম্ভাবনা ছিল না।

ব্রজনাথের প্রবেশ

ব্রজ। আপনারা কে গো?

সাবাজ। আমরা বিদেশী। তাইত! একি! ঘোষাল বুড়ো আজও বেঁচে আছে?

(ব্রজ নিকটে আসিয়া সাবাজের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন)

সাবাজ। (স্বগতঃ) আমাকে চিনলে নাকি? আমার চেয়ে বড়, তবু ঘোষাল ঠিক সেই আছে। কিন্তু হায়, মানসিক পীড়ায় আমি ওর চেয়ে বৃদ্ধ হয়েছি।

ব্রজ। কেও? হুজুর, সেলাম।

সাবাজ। আপনি কি আমাকে চেনেন?

ব্রজ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—দেশের মালেক আপনারা, বাদসার জাত, আপনাদের আর চেনবার দরকার হয় না।

সাবাজ। মুখের দিকে বিশেষ রকমে দেখছিলেন ব'লে আমি মনে করেছিলুম, আপনি হয়ত কোথাও আমাকে দেখেছেন?

ব্রজ। আজ্ঞে হুজুর, আপনাকে মিছে কইব কেন। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমি কিছু চমকে উঠেছিলুম!

সাবাজ। কোনও আত্মীয় ভ্রম হয়েছিল বোধ হয়?

ব্রজ। আত্মীয়—আত্মীয়—(দীর্ঘশ্বাস) যাক হুজুরালি! আমি বড় ব্যস্ত আছি। অধিকক্ষণ হুজুরের কাছে থাকতে পারব না। এটি কি—

সাবাজ। পুত্র।

ব্রজ। বা! বা! অতি সুন্দর বালক! তা ওটিকে তুলে ধ'রে কি দেখাচ্ছিলেন?

সাবাজ। ওই দূরে একটি মন্দির রয়েছে, তাই দেখাচ্ছিলুম। বালক ওরূপ আকারের মন্দির পূর্ব্বে কখন দেখেনি। মন্দিরটি দেখতে অতি সুন্দর বোধ হ'ল। কিন্তু দেখলুম, তার একটি চূড়া ভেঙ্গে গিয়েছে।

ব্রজ। এখন ওর সৌন্দর্য্যের কি আছে হুজুর? সে চূড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পোনেরো আনা শ্রী চলে গিয়েছে। যা বা ছিল, তাও দুই এক দিনের ভিতর যায়।

সবাজ। কেন—কেন?

ব্রজ। ঐ গ্রামের মালিক বাবু রতিলাল রায় ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামান্য একটা অছিলায় বছর বাইশ আগে মেদিনী-পুরের মামলৎদার ওই চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আবার কি একটা অছিলায় পাঠানরা ওই মন্দির চূর্ণ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। কি অছিলা বাবুজী?

ব্রজ। হুজুরালি, মাফ্ করুন, আমি আর অধিকক্ষণ থাকতে পারব না; যত দেরী করব, ততই বিপদ আরও ঘনীভূত হবে। হবে কেন, হয়ে উঠেছে। আপনার কাছে আমি এতক্ষণ থাকতে পারতুম না—তবে—

সাবাজ। আত্মীয় ভ্রম হওয়াতে আপনি মমতায় একটু বিলম্ব ক'রে ফেলেছেন।

ব্রজ। বাইশ বছরের বিষাদ—হুজুর, আপনাকে দেখে প্রবল হয়ে জ্বলে উঠেছিল। আর নয়—বড়ই শঙ্কট সময়—মেয়েছেলেদের মর্য্যাদা রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। রতিলাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত দেবতা গোপালের শ্রীবিগ্রহকে স্থানান্তরিত করতে হবে। বিলম্ব হ'লে হয়ত কিছু করতে পারব না।

জৈনু। না—গোপালকে কোথাও পাঠাতে পারবেন না।

(সাবাজ ব্রজনাথের অজ্ঞাতে হস্তদ্বারা জৈনুদ্দীনকে চুপ করিতে বলিলেন)

ব্রজ। হুজুর! আপনি কি গোপালকে মন্দিরে রাখবার আশ্বাস দিচ্ছেন?

সাবাজ। বালক আপনার কথা শুনে বোধ হয় একটু ব্যাকুল হয়েছে, ক্ষুদ্র বালক—ও আপনাকে আশ্বাস কি দেবে? এক আশ্বাস দিতে পারতুম আমি। কিন্তু বাবুজী, আমি মুসলমান। হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গায় মুসলমানকে বাধা দিতে আমার অধিকার নাই।

ব্রজ। তা হ'লে হুকুম করুন, আমি আসি।

সাবাজ। কোথায় গিয়েছিলেন?

ব্রজ। মেদিনীপুরে—মামলৎদার সাদীখাঁর কাছে। যদি বিবাদের কোনরূপ একটা মীমাংসা হয়।

সাবাজ। মীমাংসা হ'ল না?

ব্রজ। একবার গেছি! এই বৃদ্ধ বয়সে সর্‌দিয়া আর মেদিনীপুর বারবার যাতায়াত করেছি। মীমাংসা হ'ল না। তারা রায়বংশকে সর্‌দিয়া থেকে উচ্ছেদ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। আপনারা অবশ্য যথাসাধ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন?

ব্রজ। যথাসাধ্য—হুজুর! সেই পরামর্শ ই স্থির করতে চলেছি! জানি, বড় একটা কিছু করতে পারব না। আমার পূর্ব্ব প্রভু রতিলাল পারেন নি। মনের দুঃখে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। জানি কিছু করতে পারব না। তবু মনিবকে দেশে রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিছু না পারি, সাদীখাঁর বেটাকে একবার দেখে নেব।

সাবাজ। সে বুঝি আপনার বড় অপমান করেছে?

ব্রজ। আমার করলে, আমি গ্রাহ্য করতুম না। আমার সম্মুখে আমার পূর্ব্ব প্রভুকে অকথ্য ভাষায় গাল দিয়েছে। আমি সব সহ্য করতে পারি, আমার সম্মুখে আমার সে মনিবের নিন্দা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। তাঁরই মায়াতে আমি চল্লিশ বৎসর রায়েদের সংসারে আবদ্ধ আছি। এই আমার মৃত্যুকাল। আর কিছু করতে পারি আর না পারি—মরবার সময় একবার মরণ-কামড় কামড়ে যাব।

কালু সর্দ্দারের প্রবেশ

কালু। বাঃ বাঃ! নায়েব মশায়, তুমি ত বেশ!

ব্রজ। চল যাচ্ছি।

কালু। এখনও যাচ্ছি? তুমি কি নিজেই সব মাটী করে দেবে নাকি?

ব্রজ। এই মিয়াসাহেবের সঙ্গে দুটো কথা কইতে দেরী হয়ে গেছে।

কালু। আবার মিয়াসাহেব কে? ওরা সব পাঠান। ওদের সঙ্গে কথা কইবার তোমার কোনও প্রয়োজন নেই।

ব্রজ। বলতে নেই—বলতে নেই। হুজুরালি বড় ভাল লোক। বিশেষতঃ ওঁর এই বালক পুত্র—

সাবাজ। যান বাবুজী, আর আপনি বিলম্ব ক'রবেন না।

ব্রজ। বল্লেন আপনি বিদেশী। ছেলে নিয়ে এই রাত্রে এই নির্জ্জন দেশে এসেছেন। এসে দাঁড়িয়েছেন রতিলাল বাবুর বাড়ীর দোরে। কিন্তু আজ আমার এমনি দুর্ভাগ্য মিয়াসাহেব, আপনাকে তাঁর বাড়ীতে আবাহন করতে পারলুম না।

সাবাজ। যান—দুঃখ করবেন না। ঈশ্বরের যদি মর্জি হয়, একদিন আপনাদের ঘরে অতিথি হব।

কালু। চ'লে এস।

ব্রজ। সেলাম হুজুর।

সাবাজ। সেলাম। [ব্রজনাথের প্রস্থান।

সাবাজ। কি বালক, গোপালকে দেখতে যাবে?

জৈনু। আপনিও চলুন না বাবা!

সাবাজ। যার একটা চূড়া ভাঙ্গতে দেখে দেশত্যাগ করেছি, ধর্ম্ম ত্যাগ করেছি, জাতীয় রাঠোর নাম মুছে দিয়েছি, বাইশ বৎসর পরে ফিরে সেই মন্দিরকে ভূমিসাৎ দেখতে যাব?

জৈনু। কেন, আপনার তাঁবেও পাঁচ হাজার সেপাই আছে।

সাবাজ। মূর্খ বালক! তারাও যে পাঠান!

জৈনু। আগে থাকতেই হতাশ হচ্ছেন কেন বাবা?

সাবাজ। বেশ, পরীক্ষা করবে এস।

জৈনু। (কিয়দ্দূর যাইয়া) হাঁ বাবা! আপনারই নাম কি রতিলাল রায়?

সাবাজ। জৈনুদ্দীন! জৈনুদ্দীন! যদি প্রতিজ্ঞা কর, সর্দিয়ায় গিয়ে আমার পরিচয়ের অন্বেষণ করবে না, আমার সেখানে কে আছে, কি আছে জানতে চাইবে না, তা হ'লে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। যা আমার মুখে শুনলে, ঐ বৃদ্ধের মুখে শুনলে, সে সমস্ত কথা হৃদয় মধ্যে কবরস্থ কর।

জৈনু। করলুম।

সাবাজ। আমারই নাম ছিল রতিলাল রায়।

চতুর্থ দৃশ্য

—*—

রায়দীঘি

নসীর মামুদ

গীত

চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রে।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি, তপন-তনয়া-তীরে কেলি
"ধবলী শ্যামলী আওরে আওরে"
ফুকরি চলত কান রে॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি, বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি,
চারুচন্দ্র গুঞ্জাহার বদনে মদন ভানরে।
আগম নিগম বেদসার, লীলায় করত গোঠবিহার,
নসীর মামুদ করত আশ চরণে শরণ দান রে॥

নসীর। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে! গোপাল! তারা তোমার এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় মন্দিরের মধ্যচূড়া ভেঙে দিয়েছে—ঠিক হয়েছে! তারা অজ্ঞ; তারা কি জানে? তুমি ত কৃপা ক'রে তাদের দেখাও নাই যে, তোমার নিত্য মন্দিরের চূড়া ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ভেদ ক'রে চ'লে গেছে। তুমি ত তাদের কৃপা ক'রে বোঝাও নাই, মন্দিরের চারিপার্শ্বের প্রাঙ্গণকে গোচারণের মাঠ ক'রে নিত্য ব'লে গোপাল-মূর্ত্তিতে তুমি পাঁচনবাড়ী হাতে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি ত তাদের কৃপা ক'রে শুনাও নাই, চিন্ময় নাম—চিন্ময় ধাম—নামের বেষ্টনে অনন্তরূপের লীলায় তুমি ছুনিয়াকে মোহিত ক'রে রেখেছ! তারা ত

জানে না—অনন্ত মত—তোমার কাছে পৌঁছিবার অনন্ত পথ। তোমাকে না জেনে তারা অজ্ঞ বালকের মত পথ নিয়েই মারামারি করছে। সেই মোহের বশে হজ্‌রতের উপদেশের মর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়ে ফকিরী-ধর্ম্মের অঙ্গে আজ তারা বাদ্‌শাহী বিলাসিতার আবরণ দিতে ব্যগ্র হয়েছে। তার ফলে পরধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ আজ স্বধর্ম্মের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করেছে। ধর্ম্মের নামে তুচ্ছ মৃত্তিকাকে সার ক'রে আজ মুসলমান মুসলমানের গলা কাটবার জন্য ছুরি তুলেছে। মোগল আজ পাঠান ধ্বংস করবার জন্য উন্মত্তের মত ছুটে আসছে। কিন্তু লীলাময়, জীবের এই ক্ষণভঙ্গুর লীলামধ্যে আমি তোমার এক অপূর্ব্ব মধুময়ী লীলার আভাস পাচ্ছি। আমার মন বলছে এই পাঠান মোগলের পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষের কেন্দ্রমধ্যে তুমি কি এক অপূর্ব্ব মিলন গান শোনাবার জন্য—এ গোলাম দরবেশকে তোমার মন্দির পার্শ্বে টেনে এনেছ। দেখাও গোপাল, দেখাও খোদা, সে লীলা কোন্ দিকে কি ভাবে কি আবেগে স্ফুরিত হচ্ছে গোলাম বুঝতে পারছে না। সৌরভে দিক্ পূরে যাচ্ছে—চক্ষু জলভারে অবসন্ন হ'ল—গোলাম আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।—মেহেরবাণী ক'রে তাকে দেখাও।

প্রভু মায়্ গোলাম্, মায় গোলাম, মায় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রোটী এক লেঙ্গটী তেরে পাশসো পাওয়া।
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেরা গাওয়া॥
তু দেওয়ান মেঁহেরবান নাম তেরা বারেয়া।
গোলাম তেরা শরণে আয়া চরণ লাগেতারেয়া॥

[প্রস্থান।

সাবাজ ও জৈনুদ্দীনের প্রবেশ

সাবাজ। আমার বুক কাঁপ্‌ছে, পা কাঁপ্‌ছে—জৈনুদ্দীন! আর আমি অগ্রসর হ'তে পারব না। আমার জিহ্বায় জড়তা আস্‌ছে, অধিকক্ষণ আর আমি তোমার সঙ্গে কথাও কইতে পারব না। বামদিকে চেয়ে দেখ, ওই আমার বাড়ী। দক্ষিণে চেয়ে দেখ, ওই রায়বংশের দেবালয়, মধ্যে দেশবিশ্রুত রায়দীঘি। একদিকে জন্ম নিকেতন—অন্যদিকে গোপাল ভবন—মধ্যে সাগর তুল্য সরোবর স্বর্গ ও মর্ত্তকে নিজের হৃদয়ে একসঙ্গে শয়ন করিয়ে মমতাময়ী জননীর মত দূর অতীতের ঘুমপাড়ান গান গাইছে। ও গান অধিকক্ষণ শুন্‌লে আমি চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ব। আমার প্রভুভক্ত পাঠান সহচর হিন্দুর মন্দির রক্ষা কার্য্যে তোমার সঙ্গী হ'ল না।

জৈনু। নাই হোক, তাতে দুঃখ কি বাপ্‌! তারা তাদের মত বুঝেছে, আমি আমার মত বুঝেছি।

সাবাজ। না, এখনও সব ঠিক বুঝতে পারনি। এখন তোমার একমাত্র সঙ্গী আমি। মাতৃহীন বালক, এইখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে প্রথম বুঝতে হবে, যে, আমি ছাড়া এ সংসারে তোমার কেউ নেই।

জৈনু। কেন, গোপাল?

সাবাজ।—(স্বগতঃ) তাই ত গোপাল! আমার উপর একি ভীষণ প্রতিশোধ নিচ্ছ! এ বিধর্ম্মী বালক বলে কি?

জৈনু। গোপাল কি আপনার পুত্র ব'লে আমাকে সঙ্গী কর্‌তে নারাজ হবে!

সাবাজ। এর উত্তর দিতে পারব না। দিতে পারব না, জৈনুদ্দীন! গোপালকে যদি চিন্‌তুম, তা হলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে

তাকে পরিত্যাগ করব কেন? কিন্তু গোপাল আমাকে পরিত্যাগ করেনি। এখন দেখছি জৈনুদ্দীন, গোপাল তোমাকে পুত্ররূপে দান ক'রে তাকে পরিত্যাগ করবার প্রচণ্ড প্রতিশোধ নিয়েছে। তা হ'লে শোন—শোন—জৈনুদ্দীন! আমি দেখছি গোপাল তোমার ভিতর থেকে উঁকি মারছে। ঠিক বলেছ। এ দুনিয়ায় গোপালই তোমার একমাত্র সঙ্গী। এইবারে যাও—আমার কথা শুনে বুঝি ওই দেখ, বৃক্ষান্তরালের অদৃশ্য চাঁদ রায়দীঘির অগণ্য তরঙ্গ-শিরে তার রহস্যের হাসি মিশিয়ে দিচ্ছে। এ তীব্র রহস্যেও তার বুঝি মনস্তুষ্টি হ'ল না; দেখ জৈনুদ্দীন, হাসি জলতরঙ্গ থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে গাছের পাতা ধ'রে দুল্‌তে লাগল।

জৈনু। গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

সাবাজ। কৈ কৈ কৈ বাপ্‌, কৈ গোপাল? কৈ গোপাল?

জৈনু। হাঁ বাবা, গোপাল কি জলের ভিতরে ডুবে নাচ্‌তে পারে?

সাবাজ। দেখেছ—দেখেছ—তুমি ঠিক দেখেছ?

জৈনু। আগে দেখলুম ঢেউ, তারপর দেখ্‌লুম যেন হাজার ফণাধরা সাপ—সব মাথায় মাণিক জ্বলছে—সেই ফণার উপর দাঁড়িয়ে আপনি যেমনটি বলেছেন ঠিক সেইরকম—নবীনমেঘের মত ঘন নীল, মাথায় কি সুন্দর শিখিপাখার চূড়া, যুগল হাতে অধরে ধরা মুরলী—ওকি সুন্দর—ওকি সুন্দর—গোপাল! গোপাল!!

সাবাজ। একটু দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও। তুমি ঠিক দেখেছ! কিন্তু আমার চক্ষু ক্রমশঃ অন্ধ হয়ে আসছে। আমার অন্ধের যষ্টি! একবার দাঁড়াও। বুঝেছি আর তোমাকে কাছে রাখ্‌তে পারব না। তবে একবার দাঁড়াও, যাবার পূর্ব্বে একটি কথা বল, বলে যাও। বল,

গোপাল! এরপর আমাকে না দেখতে পেলে, আমার জন্য একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করবে না?

জৈনু। না।

সাবাজ। তবে যাও গোপাল, যাও। বিদায়—চিরবিদায় আমি ধর্ম্মত্যাগী, ও মন্দিরের ছায়াও স্পর্শ করতে আর আমি অধিকারী নই!

[প্রস্থান।

জৈনু। না না—ওই যে গোপাল! তুমি আমাকে ইঙ্গিত করছ। দাঁড়াও গোপাল—দাঁড়াও। আমি তোমার কাছে যাব।

(জলে ঝম্পপ্রদান)

(পটপরিবর্ত্তন)

মন্দির সংলগ্ন বাগান

নসীর মামুদের ক্রোড়ে জৈনুদ্দীন

নসীর। একি আশ্চর্য্য! এ যে দেখ্‌ছি মুসলমান বালক! কোন ওমরাহের পুত্র! বা—কি অপূর্ব্ব লক্ষণযুক্ত বালক!—ব'স।

জৈনু। কে আপনি?

নসীর। বলছি। আগে তুমি বল, পাগলের মত জলে ঝাঁপ দিয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন?

জৈনু। জলের ভিতর গোপাল ছিল। আমি তাকে ধরতে যাচ্ছিলুম।

নসীর। জলের ভিতর গোপাল ছিল; তোমাকে বল্লে কে?

জৈনু। আমি দেখেছি।

নসীর। আমি যদি বলি মিছে কথা।

জৈন্নু। না না—আমি দেখেছি—ঠিক দেখেছি। জলের ভিতর প্রকাণ্ড সাপ—তার কত ফণা! গুনে শেষ করতে পারলুম না। সব মাথায় মাণিক জ্বলছে। গোপাল সেই সকল ফণার উপর নৃত্য করছে।

নসীর। আমি যদি বলি তুমি ভুল দেখেছ? যদি বলি, নীলাকাশ দীঘির হিল্লোলভরা জলে প্রতিফলিত হ'য়ে অগণ্য ফণার রূপ ধরেছে, তার উপর, আকাশের তারা প'ড়ে মাণিকের মতন দেখিয়েছে; দেখে তোমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছে?

জৈন্নু। না—না—অমন কথা বলো না। আমি ঠিক দেখেছি। গোপাল আমাকে কাছে যেতে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু ওগো! কাছে যেতে না যেতে, বাবার উপর অভিমানে গোপাল অদৃশ্য হয়ে গেল! আমাকে ধরা দিলে না। গোপাল! গোপাল!!

নসীর। দাঁড়াও বাপ্—দাঁড়াও। ভয় কি? যদিই তুমি গোপালকে দেখে থাক—

জৈন্নু। আবার যদি—আবার যদি? আমি ঠিক দেখেছি—এবারে যদি—যদি বল, আমি তোমাকে কেটে ফেলব।

নসীর। বেশ্ বাপ্ আর বলব না। তবে বল গোপালকে কেমন দেখলে?

জৈন্নুদ্দীনের গীত

মনোহর কেশ বেশ, মনোহর মালতীমাল।
মনোহর মণিকুণ্ডল ঝলমল, মনোহর তিলক রসাল॥
মনোহর অধরে মনোহর মুরলী,
মনোহর লোচনে চায়।
মনোহর কটিতট, মনোহর পীতপট
মনোহর নূপুর পায়॥

নসীর। দেখেছ—দেখেছ। ভাগ্যবান বালক, তুমি ঠিক দেখেছ।

জৈন্নু। ওগো! কেমন ক'রে তাকে পাব।

নসীর। তা বল্‌তে পারিনা। গোপালের অহেতুকী করুণা। আজীবন কঠোর সাধনেও যার সন্ধান মেলেনা, ক্ষুদ্র বালক হ'য়েও তুমি বিনা সাধনে তাঁর দর্শন পেয়েছ। তবে সাধু মুখে শুনেছি, তাঁকে পেতে হ'লে তাঁর নামবীজ ল'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ডাকতে—ডাকতে—ডাকতে তাঁর কৃপা হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়।

জৈন্নু। সে নামবীজ কেমন ক'রে পাব? দাও হজ্‌রত, ব'লে দাও। তুমি জান—তুমি জান। বাঃ—বাঃ! এই যে আমি পেয়েছি—এই যে আমি পেয়েছি (নসীর মামুদকে বেষ্টন) তোমাকেই যে গোপাল দেখছি। গোপাল! গোপাল!!

নসীর। তাইত গুরু, গোলামকে একি বিচিত্র লীলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলে! অরূপের সন্ধানে আমি ছনিয়া ঘুরে এলুম—আমাকে কিনা এই বনদেশে এনে রূপের সাগরে ডুবিয়ে দিলে! এস গোপাল, এস বাপ, গোপালের চরণকমল যে কাঞ্চনময় সূত্রে বাঁধা সেই সূত্রের প্রান্ত আমি তোমাকে ধরিয়ে দিই।

(মন্ত্র প্রদান)

জৈন্নু। আমি ধন্য—আমি ধন্য! গুরু—গুরু! সেলাম—(নতজানু) বহুত বহুত সেলাম। আনন্দে আমার প্রাণ উথলে উঠছে, আমি গোপালকে পেয়েছি।

নসীর। আমিও আমার গুরু শ্রীসনাতন গোস্বামীর আদেশ মাথায় ক'রে গোপালের অন্বেষণে ছনিয়া ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। এতদিন পরে তাকে বাহুর বেষ্টনে পেয়েছি। তবে তুমি গোপালকে বংশীধারী দেখেছ। আর আমি দেখছি আমার প্রাণের গোপাল অসিধারী।

দেখছি, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর প্রিয়র সঙ্গে প্রথম সম্মিলনে অভিমানে তার চারু অধর কম্পিত হচ্ছে!

জৈন্নু। এইবারে আমি কি করব গুরু?

নসীর। কি করতে চাও বল। আমাকে সখা জ্ঞানে বল।

জৈন্নু। আমি ওই মন্দিরে যাব ব'লে এসেছিলুম।

নসীর।, তা হ'লে এস গোপাল, আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ

রঙ্গলাল ও ভোলাই

রঙ্গ। শুনছিস, পাঠান দু'হাজারের ওপর জড় হয়েছে। শুনছি, আরও চারদিক থেকে পাঠান আস্‌ছে।

ভোলাই। আসুক পাঠান—দুহাজার দশহাজার বিশহাজার কত আসতে পারে আসুক। কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। পীর সাফরদী তোমার সহায়। তুমি ব'ল্লে, যে তোদের পীর, সেই আমাদের গোপাল, এখন বুঝতে পারছি যেন তাই, নইলে সেই বিশহাজারের কর্ত্তা আজ তোমাদের ঘরে অতিথ হবে কেন? আমি একটা মাতাল, বুদ্ধিহীন গাড়োল, নেশার ঝোঁকে কি একটা কথা কইলুম, তাই কিনা সত্যি হয়ে গেল। চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোস তফাতের বর্দ্ধমান, সে কিনা কাছারী বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পেস্তা খাচ্ছে! এতে আর বুঝতে কি বাকী আছে? গোপাল তোমাকে উঁচু করে তুলে

ধরেছে। সে বাবা গোপালের হাত—যে যতই উঁচুতে উঠুক না কেন, কচি আঙ্গুল তার এক কাটি উঁচু হয়ে যাবে। কেউ নাগাল পাবে না।

রঙ্গ। চুপ—কে যেন দূরে দাঁড়িয়ে আছে!

ভোলাই। কই—কই?

রঙ্গ। ওরে ভোলাই, আর একজন আসছে। ওরে বোধ হচ্ছে যেন পাঠান।

ভোলাই। বাঃ—বাঃ—ঠিক্ হয়েছে! হুকুম কর ছোটবাবু, গোপালের ভোগে লাগিয়ে দিই!

রঙ্গ। দূর হতভাগা, গোপালের সেবায় কি হিংসা চলেরে!

ভোলাই। হিংসে কি আমারও আছে? আমি সরল ভাবেই হাসতে হাসতে ভোগে লাগিয়ে দিই।

রঙ্গ। না রে পাগল! যদি আমার জয় চাস্, তা হ'লে শুনে রাখ, যেন এতটুকুও অধর্ম্ম করিসনি। কে ওরা, কি করতে এসেছে—আগে আড়াল থেকে ভাল করে জানি।

ভোলাই। এতরাত্রে তোমার বাড়ীর কানাচে পাঠান। এতে আর জানবার কি আছে?

রঙ্গ। (বিরক্তভাবে) তবু জানবো। বোকা, এমন ক'রে কথা কাটাসনি।

ভোলাই। তবে জানো।

[উভয়ের প্রস্থান।

সাবাজ ও সহবৎখাঁর প্রবেশ

সাবাজ। আবার এলে কেন সহবৎখাঁ? আমিত তোমাদের সকলকেই নিষ্কৃতি দিয়েছি।

সহবৎ। আপনি নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমরা ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করে, কেউ এর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি নিতে পারিনি। হুজুরালি, বহুদিন আপনার অধীনে কার্য্য ক'রে, বহু যুদ্ধে আপনার সঙ্গী হ'য়ে আমরা 'যে গৌরবলাভ করেছি, সেটা আমরা ভুলতে পারিনি। এই জন্য আমরা স্থির করেছিলুম যে, ওই মন্দির ধ্বংসে, বাধা না দিলেও আমরা সকলে নিরপেক্ষ থাকবো। কিন্তু তা আর হলো না। আমরাও দুর্ব্বৃত্ত কাফেরদের এদেশ থেকে একেবারে উচ্ছেদ করতে আমাদের মেদিনীপুরি পাঠান ভাইদের সঙ্গে যোগদান করব।

সাবাজ। এরূপ দারুণ ক্রোধ হবার কি কোনও নূতন কারণ হয়েছে?

সহবৎ। দুর্ব্বৃত্তেরা যা করেছে, তাতে তাদের ধ্বংসই হচ্ছে একমাত্র ঔষধ।

সাবাজ। আমাকে বলতে সঙ্কোচ কেন?

সহবৎ। এই গ্রামে রতিলাল ব'লে এক বেটা বদমায়েস ছত্রী বাস করত!

সাবাজ। তারপর?

সহবৎ। রঙ্গলাল ব'লে তার একটা দুর্ব্বৃত্ত ছেলে আছে?

সাবাজ। রঙ্গলাল?

সহবৎ। হাঁ হুজুরালি, ওই নামই শুনে এলুম। তারা দুই ভাই। বড়র নাম নন্দলাল, এটা ছোট।

সাবাজ। বুঝেছি। (স্বগতঃ) আমি গর্ভবতী পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলাম, দেখছি গৃহত্যাগের পর আমার এক পুত্র হয়েছে। (প্রকাশ্যে) সে কি করেছে?

সহবৎ। মোগলে যা করতে পারেনি, তাই করেছে। সমস্ত পাঠানের মাথা হেঁট করেছে।

সাবাজ। স্পষ্ট ক'রে বল। কোন পাঠান কুলমহিলার উপর অত্যাচার করেছে?

সহবৎ। কোন কি? স্বয়ং উজীর সাহেবের কন্যা!

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এ দেশে বক্তিয়ার খিলিজীর আমল থেকে অনেক পাঠান বাস করে। জুনিদ খাঁ তাদের সাহায্য চাইতে মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি নিজে এই কথা শুনে এসেছেন। দুরাত্মা সেই কন্যার রক্ষীকে হত্যা ক'রে পথ থেকে তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

সাবাজ। তা যদি ক'রে থাকে, তা হ'লে শুধু তুমি কেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে ওই মন্দির ধ্বংসের সাহায্য করব।

সহবৎ। যদি কেন, জুনিদ খাঁ শুধু শুনে তুষ্ট হন্‌নি। তিনি স্বচক্ষে সেই রক্ষীর মৃতদেহ দেখে এসেছেন।

সবাজ। দেখে কি করছেন?

সহবৎ। তা আমি জানিনা। তবে সমস্ত পাঠানকে এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে ব'লে গেছেন। মেদিনীপুরি পাঠান আজ রাত্রেই এই গ্রাম আক্রমণ করবে। তারা জুনিদ খাঁর ফেরবার অপেক্ষায় বসে আছে। এই শুনে কি আপনি আমাকে ওই মন্দির রক্ষায় সাহায্য করতে আদেশ করেন?—

সাবাজ। না সহবৎ খাঁ। তবে কথাটা বড়ই অবিশ্বাস্য। একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের পুত্র—

সহবৎ। যে দুর্ব্বৃত্ত, তার ছোট বড় নেই হুজুরালি! শুন্‌লুম, রতিলাল রায় নিজেও ওইরূপ দুর্ব্বৃত্ত ছিল।

সাবাজ। বটে—বটে?

সহবৎ। সেও একসময় পাঠানদের সঙ্গে কি অসদ্‌ব্যবহার ক'রেছিল। পাঠানরা ওই মন্দিরের একটা চূড়া ভেঙ্গে শয়তানকে শাস্তি দিয়েছিল। শয়তানের ছেলে দ্বিতীয় শয়তান। দুরাত্মা রঙ্গলালকে শাস্তি দিতে সাহায্য করা আপনারও কর্ত্তব্য।

সাবাজ। কর্ত্তব্য বলছ কি সহবৎ খাঁ, তোমরা যদি তাকে ক্ষমা কর, আমি করব না।

রঙ্গলাল ও ভোলাইয়ের প্রবেশ

রঙ্গ। এই উল্লুক! জলদি অস্ত্র বার কর। তোকে জাহান্নমে পাঠিয়ে চলে যাই।

সহবৎ। কে তুই?

ভোলাই। মরবার পর পরিচয় শুনবি।

রঙ্গ। অস্ত্র বার কর—তোকে আমি ছেড়ে যাব না। দুরাত্মা! তুই আমার বাপকে গাল দিয়েছিস্।

সাবাজ। এই—এই রঙ্গলাল?

ভোলাই। হুজুরকে গাল দিয়েছিস।

রঙ্গ। আমাকে গাল দিলে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু পিতৃ নিন্দা—স্বকর্ণে শুনেছি—দুরাত্মা কিছুতেই তোকে ক্ষমা করব না। শোন্—আমিই মহাত্মা রতিলালের পুত্র রঙ্গলাল।

সাবাজ। (স্বগতঃ) হা গোপাল! এই আমার রঙ্গলাল!

সহবৎ। হুজুরালি! আর আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হলো না। খোদার মর্জ্জিতে দুরাত্মা নিজেই মৃত্যু মুখে উপস্থিত হয়েছে।

(অস্ত্র বহিষ্করণ)

সাবাজ। উভয়েই ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

রঙ্গ। অপেক্ষা করবার সময় নেই। আপনি সমস্ত কথা এর মুখে শুনেছেন; পাঠান আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে।

সাবাজ। তবু অনুরোধ করছি।

রঙ্গ। মিছে অনুরোধ জনাবালি। অতি অকথ্যভাষায় এ ব্যক্তি আমার মহাত্মা পিতাকে গাল দিয়েছে। যাদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে চলে গেছেন, এ দুষ্ট তাদের পক্ষে সাহায্য করতে এসেছে। ওর সমস্ত কথা আমরা শুনেছি। ওর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ তাও শুনেছি। ও বেইমান! ওকে আমি ছাড়ব না।

সাবাজ। আমি বৃদ্ধ তোমাকে অনুরোধ করছি—

রঙ্গ। জনাবালি! রাখব না। পিতৃ নিন্দা! পিতা এসে যদি অনুরোধ করতেন—

সাবাজ। (ঈষদুচ্চস্বরে)—পিতা এসে অনুরোধ করলেও রাখতে পারতে না?

ভোলাই। না।

সবাজ। থাম উল্লুক, তোকে আমি জিজ্ঞাসা করছি না।

ভোলাই। (স্বগতঃ)—ও বাবা! কথার এত জোর! গাটা কেঁপে উঠেছে। এ—বুড়ো ত কেউ কেটা নয়?

সাবাজ। বল বাবু সাহেব?

রঙ্গ। কে আপনি?

সবাজ। তুমি আমার কথার আগে উত্তর দাও।

রঙ্গ। রাখতে পারতুম কিনা সন্দেহ।

সাবাজ। যদি তোমার পিতা তোমাকে অনুরোধ করেন?

রঙ্গ। পিতা—পিতা! তিনি কি আছেন? কে আপনি—কে আপনি?

সাবাজ। বলছি—আগে তুমি বল, সত্যই কি তুমি উজীর কন্যাকে অপহরণ করেছ?

রঙ্গ। না, আমি তাকে পাঠানের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছি।

সাবাজ। (পশ্চাতে চলিতে চলিতে)—রঙ্গলাল!

রঙ্গলাল। কে আপনি—কে আপনি? বুঝেছি—যাবেন না—যাবেন না,—জীবনে প্রথম—জানিনা—বুঝি না কি ব'লব? পিতা! দাঁড়ান।

সবাজ। রঙ্গলাল! আমি মরেছি—অনেক দিন—এখন প্রেত—এসোনা। দেখ—দূর থেকে দেখ—কাছে এসো না। অনুরোধ—তোমার পিতার পুত্রতুল্য সহচর—বহু যুদ্ধের সঙ্গী—ক্ষমা—তোমার পিতার অনুরোধ—ওই যুবককে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

ভোলাই। হুজুর! ধর'ব?

রঙ্গ। না—না—না। পবিত্র দেহ স্পর্শ করিস নি।

ভোলাই। কর্ত্তাবাবু, কর্ত্তাবাবু—সেলাম।

রঙ্গ। পিতৃ সহচর! আপনাকে কি ব'লে সম্বোধন করবো?

সহবৎ। গোলাম—গোলাম—গোলাম।

রঙ্গ। না—না—ভাই—ভাই—ভাই, আপনি আমার ভাই।

(পরস্পরের উষ্ণীষ বিনিময়)।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাছারি বাটী

সুলেমান ও ব্রজনাথ

সুলে। আপনার আদর যত্নে আমি যে কি আপ্যায়িত হয়েছি, তা আমি একমুখে জানাতে পারছি না।

ব্রজ। কিছুই করতে পারিনি মিয়া সাহেব! আমার মনিবের সংসার অতিথি অভ্যাগতের সৎকারের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁর মৌজায় এসে আপনি যদি অনাহারে চ'লে যেতেন, তা হ'লে আমার দুঃখের অবধি থাকতো না।

সুলে। কে আপনার মনিব?

ব্রজ। মনিব জীবিত নাই। না—না—আপনি অতিথি—নারায়ণ—আপনার কাছে সত্য গোপনও পাপ। প্রায় বাইশ বৎসর হলো, কোনও কারণে নিদারুণ মর্ম্মপীড়িত হ'য়ে মনিব আমার গৃহত্যাগ করেছেন। আর আসেন নি। আমার বিশ্বাস, তিনি জীবিত নাই, কেননা, জীবিত থাকলে তিনি অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেন।

সুলেমান। কি কারণ, জানতে অভিরুচি হচ্ছে।

ব্রজ। মাফ্ করুন জনাব, এখন তা জানাতে পারব না। যে অবস্থায় তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, আজ বাইশ বৎসর পরে মনিবের গৃহে সেই অবস্থা। বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে বিশ্রাম নিতে দেখে চলে যাব। প্রাতঃকালে যদি ফিরে আসি, আর আপনার জানতে যদি একান্তই অভিরুচি হয়, তা হ'লে সে মর্ম্মবেদনার কথা আপনাকে শোনাতে পারি।

স্থলে। কোথায় যাবেন?

ব্রজ। মনিবের বাড়ী।

স্থলে। সে এখান থেকে কতদূর?

ব্রজ। বেশী দূর নয়—ক্রোশ দুয়েকের মধ্যে। আমার এতক্ষণ সেখানে থাকাই কর্ত্তব্য ছিল। প্রভুপুত্র ব্যাকুল হ'য়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন।

স্থলে। আমার জন্যই আপনি দেখা করতে পারছেন না।

ব্রজ। আমার যাবার যা প্রয়োজন, তা এখান থেকেই একরূপ নিষ্পন্ন করেছি। শুধু তাঁর সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাত। দেখ্‌ছেন আমি বৃদ্ধ, আমার দ্বারা তাঁর কার্য্যে কোন শারীরিক সাহায্যের আশা নেই। বাল্যকাল থেকে মানুষ করেছি—আমি কাছে থাকলেই তাঁর যথেষ্ট সাহস।

স্থলে। জানবার বড় কৌতুহল উদ্দীপন ক'রে দিলেন বাবুজী।

ব্রজ। বেশ ত জনাব, প্রাতঃকালেই জানবেন।

স্থলে। আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।

ব্রজ। সেকি, এখনি যাবেন? এখন এই রাত্রি—মৌজার চারিদিকে ঘন জঙ্গল! এ সময় কোথা যাবেন?

স্থলে। কটক যাব ইচ্ছা করেছি।

ব্রজ। ইচ্ছা ক'রে থাকেন, প্রাতঃকালে যাবেন। এখন ত আপনাকে আমি কোনও মতে যেতে দেব না।

সুলে। ভয় নেই আমি মরব না।

ব্রজ। কেমন ক'রে বুঝব?

সুলে। আমি আজ আত্মহত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলুম। যখন সে সঙ্কল্পে বাধা পড়েছে, তখন বুঝবেন শীঘ্র আমার মৃত্যু নাই।

ব্রজ। বলেন কি? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন?

সুলে। দেখ্ছেন আমার সৈনিকের পরিচ্ছদ। আমি মিথ্যা কইনি।—আমার নিকটে আপনার উপস্থিত হ'তে যদি আর একটু বিলম্ব হ'ত, তাহ'লে এই ছোরা (ছোরা বাহির করণ) আমূল আমার বক্ষে প্রবেশ করত।

পানীয়াধার লইয়া কালুর প্রবেশ

ব্রজ। জানাবালি! কিছু সরবৎ?

সুলে। উঃ—যোগ্য সময়ে পানীয় এনেছ। (ছোরা ভূমিতে রাখিয়া কালুর হস্ত হইতে পানীয় গ্রহণ ও ব্রজনাথের ইঙ্গিতে কালুর ছোরা লইয়া প্রস্থান) বাবুজী! বড়ই উপযুক্ত সময়ে আপনি সরবৎ সরবরাহ করেছেন। আপনার আকৃতি ও আচরণ দেখে বোধ হচ্ছে আপনি সাধু।

ব্রজ। দোহাই জনাব, অযোগ্যকে অত উচ্চ অভিধান দেবেন না।

সুলে। আমার বক্তব্য আপনাকে ব'লে যাচ্ছি। (সরবত পান করিতে করিতে) ছোরা বার করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার আবার মরণ পিপাসা জেগে উঠে ছিল। আমার এখন মনে হচ্ছে, আপনি ভিন্ন অন্য কেহ আমাকে স্থানত্যাগ করাতে পারত না। আপনার আমার

সঙ্গে দেখা হবার কিছু পূর্ব্বে একটি সুন্দর কান্তি যুবক আমাকে আশ্রয় দিতে বহু সাধ্যসাধনা করেছিল। আমি তার কথা রাখিনি।

(সরবত নিঃশেষে পান)

ব্রজ। কালু?—(কালুর পুনঃ প্রবেশ ও পানপাত্র লইয়া প্রস্থান) আপনি তারই কথা রেখেছেন।

সুলে। না বাবুজি, আমি ত তার উপরোধ রক্ষা করিনি। সে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল।

ব্রজ। পাকে প্রকারে সে আপনাকে উপরোধ রক্ষা করিয়েছে। আমাকে আপনার সংবাদ দিয়েছে—সেটি আমার প্রভুপুত্র!

সুলে। আপনার প্রভুপুত্র ত নিতান্ত বালক।

ব্রজ। আমার বলতে কিছু ভুল হয়ে গেছে। আমার মনিবের দুই পুত্র। যেটিকে দেখেছেন, সেটি ছোট। প্রভুর গৃহত্যাগের পর জন্মগ্রহণ করেছে। যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি বিজ্ঞ, তাঁর পিতারই মত সাধু।

সুলে। আর ছোট?

ব্রজ। কেন জনাব, সেকি আপনার সঙ্গে কোনও অসদ্ব্যবহার করেছে?

সুলে। অসদ্ব্যবহার কি বাবুজী, অত্যাচার!

ব্রজ। অত্যাচার করেছে?

সুলে। ভীষণ অত্যাচার।

ব্রজ। জনাবালি—জনাবালি—(কর যোড়ে)—এই বৃদ্ধের প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করুন।

সুলে। (হাস্য)—আপনার প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করব?

ব্রজ। আমি এখনি সে দুষ্টকে ধ'রে এনে আপনার চরণতলে নিক্ষেপ করছি।

সুলে। সে ভীষণ অত্যাচারের ক্ষমা নেই।

ব্রজ। তারই অত্যাচারে পীড়িত হ'য়ে কি আপনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন?

সুলে। (ব্রজনাথের হস্ত ধারণ)—বসো সাধু, বসো—ভয় নেই। আত্মহত্যায় মানসিক প্রচণ্ড যন্ত্রণার অবসান করতে যাচ্ছিলুম, তোমার প্রভুপুত্র তাতে বাধা দিয়েছে। এই ছোরাখানি—একি? ছোরা?

ব্রজ। যথা সময়ে পাবেন।

সুলে। ওঃ। বৃদ্ধ! তুমি অপূর্ব্ব বুদ্ধিমান। কিন্তু ভয় নেই।—জীবন দুর্ভর হ'লেও আমি এখন থেকে তাকে বহন কর'ব।

ব্রজ। এই পর্য্যন্ত যা শোনালেন, আপনি বার বার বলুন। কিন্তু খোদাবন্দ! রসস্ক ক'রেও বৃদ্ধকে আর ভয়ের কথা শোনাবেন না।

সুলে। কেন? ভয়ের কি কোন বিশেষ কারণ আছে বাবুজী?

ব্রজ। জনাব! যুবক কিছু উচ্ছৃঙ্খল।

সুলে। সে আমি নিজে জেনেছি। সে যখন আমার নিকটে বসেছিল, তখন তার মুখে সরাবের গন্ধ পেয়েছিলুম।

ব্রজ। তবে ত আপনি সমস্তই জেনেছেন। যুবক সর্ব্বসদগুণের আধার। তবে অসৎসঙ্গে প'ড়ে তার স্বভাবের কিছু বিকৃতি হয়েছে।

সুলে। এক পানদোষ; আর কোনও দোষ ধরেছে? বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে? ভয় নেই—আমাকে বন্ধুজ্ঞানে বলুন।

ব্রজ। এতদিন চরিত্রহানির কথা শুনিনি। কিন্তু আজ—

সুলে। বল বাবুজী, বল।

ব্রজ। বড় কঠিন কথা!

স্থলে। যুবক কোনও রমণীর উপর অত্যাচার করেছে ?

ব্রজ। যে সে রমণী হ'লে ভয়ের তত কারণ ছিল না। পাঠান রমণী—

স্থলে। (হাস্য) পাঠান রমণী ?

ব্রজ। সেই জন্য মর্ম্মান্তিক ক্রোধে এ দেশের সমস্ত পাঠান রায়বংশকে উচ্ছেদ করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে।

স্থলে। ঠিক করেছে—পাঠান তাহ'লে বেঁচে আছে।

ব্রজ। আপনি উঠছেন যে ?

স্থলে। আমি এখনি এস্থান ত্যাগ করব।

ব্রজ। বিশ্রামে আপনার অভিরুচি না হয়, আর আপনাকে ধ'রে রাখব না। কিন্তু হঠাৎ আপনার ভাবপরিবর্ত্তণে আমার কিছু ভয় হচ্ছে। সে রমণীর সঙ্গে আপনার কি কোনও সম্বন্ধ আছে ?

স্থলে। আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করোনা—আমি উত্তর দিতে পারব না।

ব্রজ। উত্তেজিত হবেন না। আমাকে আপনি বন্ধু বলেছেন—

স্থলে। পথ রোধ করোনা—

কালুর প্রবেশ

কালু। দশ বারজন হেতিয়ার ধরা পাঠান—একজন তাদের সরদার—মিয়াসাহেবের খবর জানতে চাচ্ছিল। আমি খবর দিতে তারা ভিতরে আসতে চায়। কি হুকুম ?

ব্রজ। সকলেই ?

কালু। তা জিজ্ঞাসা করিনি—জেনে আসি। একি মিয়াসাহেব ? আমার ফিরে যাবার অপেক্ষা করতে পারলেন না।

সৈন্যগণসহ জুনিদের প্রবেশ

জুনিদ। চুপ্ রও উল্লুক। তোর হুকুমে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব?

ব্রজ। কালু! (ইঙ্গিতে ক্রুদ্ধ হইতে নিষেধ করিলেন)

জুনিদ। হুজুরালি! চলে আসুন—জল্‌দি। আপনার কন্যার সন্ধান পেয়েছি।

সুলে। কোথায়—কোথায়?

জুনিদ। এই স্থানেরই এক দুরাত্মা মৌজাদার তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

সুলে। আমায় হত্যা কর। আমার তুল্য হতভাগ্য দুনিয়ায় আর নেই। আমি কন্যাপহারী শয়তানেরই ঘরে অতিথি হয়ে তার দত্ত অন্নজলে উদর পূর্ণ করেছি।

জুনিদ। এই সেই শয়তানেরই বাড়ী? এদের কি করব হুকুম করুন।

সুলে। এরা নিরপরাধ—এদের কিছু ব'লনা। পার, সে শয়তানকেই শাস্তি দাও।

ব্রজ। না—না—আমরা অন্যায় অনুগ্রহের ভিখারী নই। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছিনা। আপনারা যে কে তাও আমি জানি না। অতিথি ব'লে পরিচয় গ্রহণ করিনি। কিন্তু এই যুবকের কথায় বুঝেছি, আপনারা শক্তিমান। করযোড়ে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, আপনারা কিয়ৎক্ষণের জন্য এ গোলামের ঘরে বিশ্রাম করুন। আমি একবার জেনে আসি। শুনুন হুজুরালি—আপনিও শুনুন—রায়বংশের দুর্ভাগ্যে সত্যই যদি এমন নরাধম

জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে, তাহ'লে সে বংশের উচ্ছেদ করতে আমি নিজেই আপনাদের সাহায্য করব।

জুনিদ। তোমার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি পথ ছাড়। যদি কথা না শোন, তোমাকেই আগে জাহান্নমে পাঠিয়ে দেব।

ব্রজ। জাহান্নমে পাঠাবার কর্ত্তা, কে তুমি?

১ম সৈন্য। এই উল্লুক খবরদার!

স্থলে। দাঁড়াও! এ বৃদ্ধের প্রতি অত্যাচার কর'না। আমি ওঁর ব্যবহারে পরম তুষ্ট হয়েছি। উনি কে জানতে চাও? উনি গৌড়ের বাদসার ভাই।

ব্রজ। আর আপনি?

জুনিদ। কি করছেন হুজুরালি? যে গোলামের গোলাম হবার যোগ্য নয়, তার কাছে আপনি কি করছেন?

স্থলে। কিন্তু গোলামের গোলামের কাছে আমি জীবনের জন্য ঋণী।

ব্রজ। আর আপনি?

স্থলে। আমি তাঁর উজীর।

ব্রজ। খোদাবন্দ! যতক্ষণ না গোলাম ফিরে আসে, ততক্ষণ আপনাদের এখানে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এক মাসের মধ্যে যদি তুমি না ফিরে এস?

ব্রজ। আপনি রাজার ভাই? তাহ'লে এমন অবিজ্ঞের মত কথা কচ্ছেন কেন হুজুর! আর এই কথাই যদি আপনার মনে উঠে থাকে, তাহ'লে একমাসই এখানে আপনাকে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এই, এ বৃদ্ধ ক্ষিপ্ত। অথবা এর মতলব ভাল নয়। একে এখানে বন্দী ক'রে রেখে দে।

ব্রজ। কালু! যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, ততক্ষণ এই উদ্ধত যুবককে এইখানে আবদ্ধ ক'রে রেখে দে।

জুনিদ। কি বল্‌লি কম্‌বখ্‌ত্‌?

ব্রজ। অস্ত্রে হাত দিয়োনা হুজুরালি! আমার প্রভুর ঘর অভ্যাগতের রক্তে কলঙ্কিত কর'না।

কালু। এ দিকে কি দেখছ জনাব! সুলতান মারাই এক সময় আমাদের পিতৃপুরুষের ব্যবসা ছিল। মনিব আমার সাধু—তাই বারংবার তোমার কড়া কথা সহ্য করছে। কিন্তু আমার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠছে। আর ওকে কড়া কথা কইলে আমি বাদসার ভাই ব'লে মানবনা।

সৈন্যগণ। কেয়া?

গৃহের চারিদিক হইতে সশস্ত্র পাইকগণের প্রবেশ

পাইকগণ। কেয়া?

কালু। বুঝ্‌তে পেরেছ হুজুর?

স্নুলে। জুনিদ! অসি কোষবদ্ধ রাখ। অনেক যুদ্ধ ক'রে এসেছি। মোগলের যুদ্ধও দেখেছি। কিন্তু এ ব্যাপার—আমার মত যুদ্ধ ব্যবসায়ীর পক্ষে—নূতন—নূতন—নূতন।

ব্রজ। ওরা গৌড়ের বাদসাহের খাস পল্‌টন—প্রসিদ্ধ পাইকের বংশধর। গৌড়ে ওদের কি প্রভুত্ব ছিল, যদি আপনাদের জানা থাকে, তাহ'লে আর উত্তেজনা দেখিয়ে আত্মহত্যা করবেন না।

স্নুলে। যাও বাবুজি। আমরা তোমার বন্দী। যতক্ষণ না ফিরে এস, ততক্ষণ আমরা এইখানেই রইলুম।

ব্রজ। আমি আপনাদের গোলাম। আপনাদের কথাই আপনাদের বন্দী রাখতে প্রহরী। কালু! যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ এই দুই হুজুরের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান।

সুলে। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে ভাবছ কি জুনিদ? আমার সঙ্গে বিশ্রাম করবে এস। শক্তি দেশের কোন্ কেন্দ্রে কি ভাবে লুকিয়ে আছে তা আমরা জানতুম না। জান্‌লে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য এত সহজে দুষমনের হাতে তুলে দিতুম না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—•—

গোপাল-বাড়ীর বহির্দ্বার

রঙ্গলাল ও ভোলাই

ভোলাই। করেছ কি ছোট বাবু, বড় মাকে একা এই মন্দিরের ভিতর পূরে রেখে গেছ?

রঙ্গ। আমার ইচ্ছায় নয় ভোলাই—তাঁরই হুকুমে আমি তাঁকে গোপাল-বাড়ীতে আবদ্ধ ক'রে রেখে গেছি! তুই ত জানিস, তাঁর আদেশ কখন অমান্য করিনি। ভাল মন্দ বিচার করিনি।

ভোলাই। যাও যাও আর দেরি ক'র না। চারিদিকে শত্রু পাঠান—এমন অসমসাহসিক কাজও করে?

রঙ্গ। (দ্বার মুক্ত করিয়া) তাহ'লে তুই ফটকে ব'স্। আমি ভিতর থেকে ফটক বন্ধ ক'রে যাই।

ভোলাই। কি বল্লে ?

রঙ্গ। তুই একা। তাতে সারাদিনের পরিশ্রম। তার ওপর তোর এখন মেজাজের ঠিক নেই। যদিও দুষমনেরা এখনও পর্য্যন্ত আসেনি, কিন্তু তারা ভিতরে ভিতরে কি ক'রছে জান্‌তে পারছি না। দুটিমাত্র স্ত্রীলোক মন্দিরে। যদি অতর্কিতে বহুলোক একেবারে এসে ফটক আক্রমণ করে—তাই সাবধান হ'তে চাচ্ছি। তুই ভিতরে আসতে চাস্ ভিতরে আয়—আমি ফটক বন্ধ করি। (ভোলাইয়ের ক্রন্দন)—ওকিরে কেঁদে' উঠলি কেন ?

ভোলাই। ছোট বাবু ! তুমি শেষকালটায় আমার এই অপমানটা করলে !

(পুনরায় ক্রন্দন)

রঙ্গ। আরে মর্ চেঁচাসনি—লোক জানাজানি হবে।

ভোলাই। ফটক মিয়া নিজেই যখন এই কথা শুনলে, তখন আর লোক জানাজানির বাকি রইল কি ! আমার এত অপমান ? যে ফটকে আমি ব'সে রইব, সেই ফটক বন্ধ থাকবে ? ছোটবাবু ! তুমি কি মনে করছ, তুমি আজ যা কার্‌দানী দেখিয়েছ, তাতে আমার ঈর্ষা হয়নি ? কালু সরদারের সাক্‌রেত হ'য়ে তুমি পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন জোয়ান পাঠানকে একটা বে-পরোয়া যায়গায় হিম্‌সিম্ খাইয়ে দিলে—আর আমি তার বেটা—দাঁড়ালুম সড়কী হাতে—তুমি ফটক বন্ধ ক'রে চলে যাবে (পুনঃ ক্রন্দন)—দুষমনের ভয়ে ?

রঙ্গ। আর চেঁচাস্‌নি—এই ফটক খোলা রইল। আমি চল্লুম—

ভোলাই। যাও। আমার হাতে আজ ভারি লয় এসেছে—সড়কী নাচছে।

রঙ্গ। আমি যাব, আর মা ও বিবিসাহেবকে নিয়ে ফিরব। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। উজীর সাহেব চ'লে যেতে না যেতে তাঁর কন্যাকে সেখানে উপস্থিত করতে হবে।

ভোলাই। উপস্থিত ক'রতেই হবে?

রঙ্গ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করছিস্?

ভোলাই। জিজ্ঞাসা করব না? অমন পরী ছোট মা হবে—

রঙ্গ। ভোলাই—

ভোলাই। কেউ জানবে না ছোটবাবু! যে কদরের জিনিষ জয় ক'রে এনেছ, তাকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে বিলিয়ে দিয়োনা।

রঙ্গ। দেব' না?

ভোলাই। কিছুতেই না।

রঙ্গ। তারপর—জাত?

ভোলাই। ভালবাসায় যদি জাত যায় যাক্—

রঙ্গ। এর ভেতর আবার ভালবাসা দেখলি কোথায়?

ভোলাই। তুমি না দেখতে পাও—আমি দেখতে পাচ্ছি।

রঙ্গ। ভালবাসা কি আমার দেখলি?

ভোলাই। তোমার না হয় তার?

রঙ্গ। তাকে দেখলিনি চক্ষে—

ভোলাই। নাই বা দেখলুম—সে যদি পেতনী পরী হয়, তাহ'লে সে কি করে—বলতে পারি না। কিন্তু তা নয় ছোটবাবু, তোমার মুখে তার কথা শুনে আমি বুঝেছি, সে জহুতের পরী। সে তোমার অদ্ভুত শক্তি চক্ষে দেখেছে। আমি কালু সরদারের বেটা—কাট-খোট্টা ভোলাই—আমি তোমার শক্তির কথা শুধু কাণে শুনেছি। কিন্তু,

মাইরি বলছি ছোটবাবু, আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি মেয়ে মানুষ হতুম, তাহ'লে তোমাকে খসম ক'রে ফেলতুম।

রঙ্গ। দূর বেটা।

ভোলাই। তবে কি জান ছোটবাবু, আমি মরদের বেটা মরদ! আমাদের বাড়ীর মেয়েরা অনেক মরদের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে। আমি মরদের অহঙ্কার ত ছাড়তে পারি না। কাজেই আমার এই ধক্‌ধকে কল্‌জের ভালবাসা দিয়ে, আমি তোমার গোলামী কিনেছি। তুমি এখনি আমাকে মাতাল ব'লে গাল দেবে,—নইলে ছোটবাবু, এই দাঁত দিয়ে কুট্‌ক'রে তোমার পায়ের একটি আঙ্গুল কেটে নিতুম।

রঙ্গ। হয়েছে—কাটাই হয়েছে। ভোলাই, আমার কল্‌জে কেটেছিস্। তাহ'লে এক কাজ কর্, বিবিসাহেবকে আমি আনি, তুই তাকে সঙ্গে ক'রে আমাদের ঘরে নিয়ে যা।

ভোলাই। আমি?

রঙ্গ। হাঁ—তুই। পথে তোর মত প্রহরীর প্রয়োজন। তোর বড় মা আর তাকে। সেখানে দাদা একা আছেন। আমরা কে কোথায়, কিছুই জানতে না পেরে অতি বিষণ্ণ চিত্তে তিনি সঙ্গীহীন অবস্থান করছেন। আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু দেখা করতে সাহস করিনি। কেন বুঝেছিস্?

ভোলাই। বুঝেছি, তবু তুমি বল।

রঙ্গ। বিবিসাহেবকে দেখে অবধি মন আমার এমন হ'ল কেন?

ভোলাই। ঠিক্ ঠিক্—দোষ নেই ছোটবাবু—

রঙ্গ। দোষ কি গুণ তা জানিনা, কিন্তু মনের সে অবস্থায় আমি দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলুম না। ভোলাই, তোকে বলব কি? যে কাজ করেছি, গর্ব্বের সঙ্গে তার কথা আমি দাদাকে বলতে

পারতুম। বল্লে দাদা আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আনন্দে আজ পাঠানদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু আমি এত ক'রেও আজ যেন চোর হয়েছি। এ চোরের প্রাণ নিয়ে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে পারছি না।

ভোলাই। (বুক ঠুকিয়া)—আমি হব আমি হব—আমি উপস্থিত হব। তাহ'লে তুমি আর দেরি করোনা ছোটবাবু। আজকের ফাঁড়া কেটে গেল। (সচকিতে)—ছোটবাবু' একবার দাঁড়াও ত।

রঙ্গ। কি হলো?

ভোলাই। দীঘির পাড়ে কি যেন একটা ফিস্-ফিস্নি আওয়াজ শুনলুম।

রঙ্গ। ও কিছু নয়। দীঘির ধারে গাছ। বাতাসে পাতার ফাঁকে ফাঁকে লোকের ফিস্ফিসে কথার মত আওয়াজ হচ্ছে। তারা যদি আসে, অমন চোরের মত লুকিয়ে আসবে কি?

ভোলাই। সাবধানের মার নেই। তবু একবার দেখে আসি।

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

রঙ্গ। অগ্নি—অগ্নি! যত নেশা ছাড়ছে, ততই মনের কোন্ লুকানো দেশ থেকে গুচ্ছে গুচ্ছে বহ্নিশিখা বেরিয়ে আমার কল্জেতে এসে ধাক্কা মারছে। আর ত কল্জে অক্ষত থাকে না! জাতির প্রবোধ দিয়ে মনকে অনেকটা আশ্বস্ত করেছিলুম। অবস্থার পার্থক্য আলোচনা ক'রেও মনকে মাঝে মাঝে ধিক্কার দিয়েছিলুম। আমি হিন্দু, সে মুসলমান। জাতিগত বিদ্বেষ, পরস্পরকে পার্শ্বে রেখেও, যেন অতি দূর দুরান্তরে নিক্ষেপ করেছে। তার উপর সে উজীর কন্যা। আমার অবস্থায় আমি তার পিতার গৃহে সামান্য ভৃত্যের অধিকার পেতে পারি মাত্র। দাম্ভিকা পাঠানী যদি আমার দিকে নিরীক্ষণ করে, প্রভু কন্যার

দম্ভমাখা করুণা ভিন্ন অন্য কিছু সমতার দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে না। কিন্তু সে প্রবোধ ত মন আর মানছে না! একি দেখলুম—, পিতা? জীবনে যাঁকে কখন দেখিনি, মৃত জেনে দেখবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, সেই পিতা আজও জীবিত! শুধু তাই নয়, উজীরের সঙ্গে সমান অবস্থাপন্ন গৌড়ের কোন পদস্থ ওমরাও? আজ যদি আমি জাতি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিই, পিতারই মত পূর্ব্ব পরিচয় সমস্ত কবরস্থ ক'রে, পিতারই কথামত প্রেতের মূর্ত্তিতে তাঁর চরণপ্রান্তে পতিত হই, তাহ'লে একদিনে আমি ওমরাও পুত্র। তখন পাঠানী!—না—না থাক্। একি আত্ম হারিয়ে দেওয়া চিন্তা! তাইত! নেশা ছাড়ছে না বাড়ছে? আহা! সেকি সুকণ্ঠ? পাঠানী—পাঠানী! তাই ত গোপাল! তোমার মন্দিরে আজ কাকে আশ্রয় দিয়েছ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দলালের বাটীর সম্মুখ

নন্দলাল ও গজানন

গজা। ছোটবাবুর সন্ধান পেয়েছ?

নন্দ। না। আর তাকে খোঁজ করবার সময় নেই। এখন গিন্নীর খবর বল্।

গজা। মায়ের খবর আমি কি জানি?

নন্দ। একি মূর্খ! কি বলছিস্?

গজা। কিছু না জান্‌লে কি বলব!

নন্দ। (তরবারি বাহির করণ ও গজাননের কেশ ধারণ)—বল্ উল্লুক, গিন্নী কোথায়?

গজা। ধৈর্য্য ধর বড়বাবু! আমাকে কাটবার জন্য এত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বড়মার খবর তুমি কিছু জাননা?

নন্দ। আমি কি জানবরে হতভাগা? তাঁকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য তোকে হুকুম ক'রে আমি যে চলে গিয়েছিলুম।

গজা। আর বাড়ীতে আসেননি?

নন্দ। আর কথা ক'সনি। তোর কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হচ্ছে।

গজা। তবু আমি জিজ্ঞাসা করব। বাবু! তাঁকে তোমার স্ত্রী জেনেই না তুমি ধৈর্য্যহারা হচ্ছ! কিন্তু তিনি যে আমার মা! আমি রাণী ভুবনেশ্বরীকে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী জ্ঞান ক'রে, অন্তরে বাহিরে ইষ্ট-দেবতার মত পূজা করি। মরতে—বিশেষতঃ তোমার হাতে মরতে আমি যে আহ্লাদের সঙ্গে প্রস্তুত! কিন্তু মার কথা না জেনে মরলে যে, মরেও আমার সুখ হবে না! বড়বাবু! সত্য সত্যই আমি মূর্খ, গাধা। তবু মার কথা একটু আমাকে বুঝতে দাও। তার পর কাটো। পাঠান তোমাদের উচ্ছেদ করবার জন্য তোমার বাড়ী ঘেরে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি সিংহের মতন একা নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছ, এ দেখে আহ্লাদে আমার সর্ব্ব শরীর নৃত্য করে উঠেছিল। গর্ব্বে বুক পাঁচ হাত ফুলে উঠেছিল। সেই তুমি মায়ের কথায় এত আত্মহারা হ'য়ে পড়লে যে, আমার মাথার চুল টেনে ধরলে? কখন তোমার

ক্রোধ দেখিনি, আজ তুমি তাই দেখালে? বড়বাবু! আর আমার বাঁচতে ইচ্ছা নেই।

নন্দ। গজানন! আমাকে ক্ষমা কর।

গজা। ওকি বড়বাবু! ওকথা যা বল্লে, আর বলোনা। ফের ওরূপ কথা বল্লে, তোমাকে কাটতে সময় দেবনা। তোমার সম্মুখেই আমি আত্মহত্যা করব। আমার মাথার চুল ধরেছ ব'লে আমার দুঃখ নাই। এ-মাথার মূল্য কি? কিন্তু বড়বাবু, তোমার ধৈর্য্য অমূল্য!

নন্দ। তবে আর কি, চল। এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার আর কোনও সার্থকতা নেই।

গজা। কেন?

নন্দ। তোর বড়মা নিরাপদ জেনে, আমি আততায়ী পাঠানদের সঙ্গে একা লড়াই করব ব'লে উল্লাসের সঙ্গে ঘরে ফিরে এসেছিলুম। সে উল্লাসত আর রইল না।

গজা। কেন রইবেনা! বড়বাবু! আমি তোমার হুকুম মত তখনি এক ষোল বেহেরার পাল্‌কী এনেছিলুম। এসে দেখলুম, বাড়ীতে কেউ নেই। ভিতর বাড়ী বার বাড়ী একেবারে জনশূন্য। তখন মনে করলুম, মাকে রক্ষা করতে ব্যাকুল হয়ে তুমি আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারনি। নিজেই মাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছ। এখন বুঝতে পারলুম তা নয়। কিন্তু তাতে তোমার উল্লাস থাকবে না কেন বড়বাবু? তুমি কি মনে করছ, মা হারিয়ে গেছে?

নন্দ। তোমার মনে কি নিচ্ছে?

গজা। আমার মনে যা নিক্, তুমি কি মনে করেছ বল না?

নন্দ। পাঠানে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে।

গঙ্গা। ছি! ছি! ওকথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে! বড়বাবু! তুমি না রাজপুত? রাজপুতনী নিজের মর্য্যাদা রাখতে স্বামীর মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একথা কখন কি শুনেছ? বিশেষতঃ মা ভুবনেশ্বরী! জীবন্ত মায়ের গায়ে পাঠানে হাত দেবে! তুমি বাড়ীর ভিতরটা দেখে এসেছ?

নন্দ। বাড়ীতে ঢুকেই হতভাগা ছোঁড়ার সন্ধানে অন্দরে প্রবেশ করেছিলুম। গিয়ে দেখলুম, সেখানে কেউ নেই—

গঙ্গা। আর একবার দেখে এস।

নন্দ। এইমাত্র শূন্য ঘর দেখে বাইরে ফিরে এসেছি।

গঙ্গা আর একবার দেখে এস। অস্থির মনে তুমি ভাল ক'রে দেখনি।

নন্দ। তা বোধ হয় দেখিনি।

গঙ্গা। যাও—যাও। মা হয় ঘরে, নয় মন্দিরে। শিশোদীয়া কন্যা আর কোন স্থানে আশ্রয় নেয়নি।

নন্দ। তোর মন ঠিক্ বলছে?

গঙ্গা। শুধু মন কেন বড়বাবু, মুখও বলছে। রাজপুত! তুমি বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছ। কিন্তু আমার জন্ম রাজস্থান। পঞ্চাশ বৎসর তোমার পিতার সঙ্গে এ দেশে এসেছি। কিন্তু এ পঞ্চাশ বৎসরেও বাংলাকে আমি স্বদেশ মনে করতে পারিনি। তোমাকে আমি চঞ্চল দেখলুম। শিশোদীয়া কন্যাও যদি তোমার মত চঞ্চলা হয়, তাহ'লে—এই যে নিশ্বাস ফেলবো—বাংলার বাতাস আর—(বক্ষে হস্ত দিয়া)—এখানে প্রবেশ করতে দেবনা—তুমি দেখে এস। মা যদি না ঘরে থাকেন, নিশ্চয় তিনি গোপাল মন্দিরে।

নন্দ। তাহ'লে তুই এখানে থাক্। আমি আর একবার বাড়ীর

ভিতর দেখি। সেথায় না দেখতে পাই, তোর কথা মত একবার গোপাল মন্দিরে যাব, সেখানেও যদি বড় বউ না থাকে, তাহ'লে শোন্‌, গজা! তুই রইলি, আর তোর ছোটবাবু রইল; আমি আর এ মুখে ফিরব না।

গজা। তোমার এখানে জন্ম। আমার জন্ম রাজস্থান। শুধু তোমরা দুই ভাই আর বড়মার মমতায় এখানে আটকে আছি। সত্য কথা বলতে কি—বড়বাবু, এ দেশের জন্য আমার কোনও মমতা নেই। তুমি যদি না ফেরো আমিই বা এখানে থাকবো কেন? আমার রাজস্থান বেঁচে থাক্‌। এখানকার চর্ব্ব্য চোষ্য চাই না। সেখানকার মাটী খেয়ে আমি জীবন রাখবো।

নন্দ। সে তোমার ইচ্ছা। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সিংহের মত আমি যে গ্রামে চলা ফেরা করেছি, রাত্রি প্রভাতে স্ত্রীর লাঞ্ছনার কথা শোনবার ভয়ে আমি যে শৃগালের মত লুকিয়ে লুকিয়ে সেই গ্রামের পথে চলব, তা জীবন থাকতে পারব না।

গজা। ওসব অলক্ষণে কথা কইছ কেন?—

নন্দ। তোর বিশ্বাসকে অবলম্বন ক'রে আমি বড় বউকে খুঁজতে চল্লুম।

গজা। যাও। কতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করবো?

নন্দ। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। সে সময় না ফিরি, তাহ'লে বুঝবি আমি আর ফিরলুম না।

গজা। তবে যাও।

[নন্দলালের প্রস্থান।

তাইত গোপাল! দম্ভের সঙ্গে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা একমাত্র রাজপুতনীরই অধিকার। বাংলায় দুদিন বাস করেই রাজপুতনীর সে

অজর অধিকারের ব্যতিক্রম হবে? সে দুর্দ্দশার কথা শোনবার আগে মৃত্যু ভাল।

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ!

গঙ্গা। একি? বাইশ বৎসর পরে একি কণ্ঠস্বর! একি স্বপ্নে শুন্‌লুম। না—না—আমিত দিব্য জেগে আছি!

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ! একবার দাঁড়াও।

গঙ্গা। য়্যাঁ—য়্যাঁ! পাগল হলুম নাকি, পাগল হলুম নাকি! প্রভু? গুরু? রতিলাল? না—না পাগল হয়েছি। দিবারাত্রি তার কথা ভেবে ভেবে আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল হয়েছি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

—*—

রতিলাল রায়ের বাটীর সান্নিধ্য

সাবাজ ও ব্রজনাথ

সাবাজ। কথা কইছ না কেন সখা?

ব্রজ। (মুখ ফিরাইলেন)—

সাবাজ। মুখ ফিরিয়োনা। আমাকে দুটো তিরস্কার কর শুনি। তোমার মুখ ফেরানো সহ্য হচ্ছে না!

ব্রজ। স্বধর্ম্মত্যাগী! আপনার মুখ দর্শন করতে নেই।

সাবাজ। বেশ, আমি প্রণাম করছি। আমার প্রণামটা গ্রহণ করবার জন্যও অন্ততঃ একবার মুখ ফেরাও।

ব্রজ। আপনি কেন এলেন?

সাবাজ। দেখলুম তুমি একান্তই আমাকে চিন্‌তে পারলে না, তাই এলুম। গোপালের সঙ্গে প্রতারণা করেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারলুম না। কপট পরিচয়ে তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কইলুম। দেখলুম তুমি কোন মতেই আমাকে চিন্‌তে পারলে না। বড় ইচ্ছা হলো আমাকে তুমি চেনো। একবার মনে করলুম, তখনি তোমাকে ডাকি। অতি কষ্টে ইচ্ছা দমিত করলুম। কিন্তু যেই তুমি চোখের অন্তরাল হ'লে, অমনি বন্ধুত্বের এক প্রচণ্ড অভিমান বুকের ভিতর জ'লে উঠল। ভাবলুম, বাইশ বৎসর পরে তোমাকে দেখামাত্র আমি চিন্‌তে পারলুম, আর বহুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কয়েও আমাকে চিনতে পারলে না? গলার স্বর শুনেও পারলে না?

ব্রজ। তুমি আর চেনবার যোগ্য নও ব'লে তোমাকে চিনতে পারিনি। আগেকার সেই শালবৃক্ষ থাকতে, তাহ'লে যতই বৃদ্ধ হওনা কেন, চিনতে তোমাকে বিলম্ব হতো না। কিন্তু তুমি অঙ্গারে পরিণত হয়েছ। আমি যে—সেই আছি। আমার এই লোল অঙ্গ আমার সে যৌবন প্রকৃতিকে আবৃত করতে পরেনি। যে ভালবাসায় আমি রতিলাল রায়ের কাছে আবদ্ধ হয়েছিলুম, সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ শক্তিতে তার বংশের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু বাবু, তুমিই শত্রুতা সাধলে। তোমারই অত্যাচারে আজ প্রথম সেই বন্ধন শিথিল হলো।

সাবাজ। না—না বন্ধন শিথিল ক'রনা। আমি এখনি চলে যাচ্ছি।

ব্রজ। তা হ'লে এখনি যাও। স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে আমি

শূন্য সংসার। তবু তোমার বিয়োগ স্মরণ ক'রে তোমারই পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে সংসার করছি। তোমার পত্নী সূতিকাগারে এক সাধ্বী সতীর অঙ্কে এক পুত্র ফেলে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা ক'রে গেছে। তুমিও আবার সে ভাল মানুষের কন্যার উপর অত্যাচার করতে এলে?

সাবাজ। তোমার মুখে তোমাদের বিপদের কথা শোনাও এখানে আসবার একটা কারণ।

ব্রজ। সবার চেয়ে বেশি বিপদ তুমি। তুমি অনেকদিন মরেছ। মহা সমারোহে তোমার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছে, সপিণ্ডীকরণ হয়েছে। দু'দিন আগে অমাবস্যায় তোমার একোদ্দিষ্ট হয়ে গেছে। প্রেত। পিণ্ডে মাত্র তোমার অধিকার। এখন ও যদি তোমাতে কিছু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে এখনি এ দেশ ত্যাগ কর। পাঠান আমাদের ধ্বংস করুক, কিন্তু তোমাকে মৃত জেনে বক্ষের রক্ত দিয়ে যে সংসারকে পুষ্ট করেছি, সে সুপ্রতিষ্ঠিত পবিত্র সংসার তুমি এসে ধ্বংস ক'র না।

সাবাজ। না ব্রজনাথ, আর থাকব না। এই চল্লুম। তবে যেতে যেতে একটা কথা তোমাকে বলে যাব। তুমি পিছন ফিরেই শোন। তোমার কাছে এই প্রথম শুনলুম, আমার স্ত্রী নাই। সে মমতাময়ী আমার অদর্শন ক্লেশ সহ্য করতে পারেনি। তবে মমতার স্থান করুণা অধিকার করেছে। তোমার কথায় বুঝলুম, আমার পুত্রবধূ সূতিকা ঘর থেকে আমার সদ্যোজাত শিশুকে বক্ষে তুলে নিয়েছিলেন।

ব্রজ। করুণা কাকে বল্‌ছেন জানি না। মমতা—মমতা—এমন মমতা বুঝি আমি কখন কোন জননীতে দেখিনি। সেই মমতার জন্য মায়ের নিত্য লাঞ্ছনা! স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা, আমার কাছে

লাঞ্ছনা, ঘরে পরে লাঞ্ছনা। পাছে পুত্রবাৎসল্যের তিল মাত্র অঙ্গ-হানি হয়, এই জন্য মা আমার আর পুত্র কামনা করলেন না।

সাবাজ। ব্রজনাথ! ক্ষান্ত হও যাবার মুখে বাধা দিয়ো না। দিলে আবার আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করব।

ব্রজ। এর চেয়ে আর কি অত্যাচার করবেন। এতক্ষণ খাড়া ছিলুম? বাবু? আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

সাবাজ। মাথা ভূমিতে ঠেকিয়ে দেব। এবার কার অত্যাচারের ভারে মাটিতে সংলগ্ন মাথা আর তুমি উপরে তুলতে পারবে না। চোখ দিয়ে ইহজন্মে আর আকাশ দেখবার শক্তি থাকবে না। তুমি বিব্রত হবে, মা বিব্রত হবেন, বিব্রতের সংসার নিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য ও স্থির হ'তে পারবে না।

ব্রজ। না—না, চলে যান চলে যান, আর বিব্রত ক'রে কাজ নাই। আমি মরতে বসেছি, আমার বিব্রত হওয়ায় ক্ষতি নেই। আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন, আমি অনুমানে বুঝেছি। আর ব'লে কাজ নেই। পিতৃগুরু জ্ঞানে যে নিত্য আপনার পাদুকা পূজা করে, তাকে আর বিব্রত করবেন না। আপনার এক দুরন্ত পুত্রের জন্য মায়ের এক দণ্ডও শান্তি নেই। আর তাকে অন্য পুত্রের ভার দিয়ে চরম অত্যাচার করবেন না।

সাবাজ। রঙ্গলালকে আমি দেখেছি ব্রজনাথ।

ব্রজ। তা হ'লে আবার এলে কেন? তুমিই ত আগে থাকতে সংসারটা চূর্ণ ক'রে দিয়েছ।

সাবাজ। হয় হোক্। পুত্রবধূর মাতৃস্নেহই বসরাই গোলাপের মত আমার চোখের উপরে ফুটে উঠেছে; আমি দেখছি। ব্রজনাথ!

তোমার হাতে সংসার তুলে দিয়ে আমি পালিয়েছিলুম। তুমি সেই সংসার বজায় রেখেছ, তোমার দেবনিশ্বাসে পরিবর্দ্ধিত তরু কখন কুফল প্রসব করবে না। আমি বলছি তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমি চল্লুম। আমার বংশের প্রদীপ নন্দলালকে দেখবার লোভও সম্বরণ করেছিলুম, অমন সাবিত্রী তুল্য পুত্রবধূকেও দেখবার লোভ সম্বরণ করেছিলুম ; কিন্তু সখা, তোমার কাছে অচেনা থাকবার ক্রোধ সম্বরণ করতে পারিনি। তাই এলুম—দেখলুম। ব্রাহ্মণ! আবার প্রণাম নাও, চল্লুম। রঙ্গলালকে তিরস্কার করনা। হোক্ সে দুরন্ত, তার অপরিচিত জনকের নামের উপর শ্রদ্ধা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তার বীরত্ব দেখে গর্ব্বে বক্ষ ফুলে উঠেছে। অনুমতি কর সখা, এইবারে বিদায় গ্রহণ করি।

ব্রজ। কি যে বল্‌তে চেয়ে ছিলেন?

সাবাজ। আর বলব না।

ব্রজ। বাবু!

সাবাজ। আর পিছু ডেকোনা ব্রজনাথ, আমি সাবাজ খাঁ।

ব্রজ। আমাদের সে খাঁ বাবু? তাকে কোথায় রেখে এলেন?

সাবাজ। কেন ব্রজনাথ, আবার তাকে কেন? তবে হে কঠোর! তোমার চোখে নাকি জল নেই!

ব্রজ। আপনার ওপরই রাগ। সে যে পরাণ পুতলি। অপবিত্র স্থানে যদি ছোলা গাছ হয়, তার ফলেও দেবতার নৈবেদ্য হয়। তার এক কথাতেই আমি বুঝেছি সে সোণার চাঁদ।

সাবাজ। সে কোথায় আমি জানি না।

ব্রজ। সেকি?

সাবাজ। আমি তাকে গোপাল মন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়ে-

ছিলুম। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথা ও তাকে খুঁজে পেলুম না। তাকে বোধ হয় রায়দীঘি কোলে ক'রেছে।

[প্রস্থান।

গজাননের প্রবেশ

গজা। বাবু! বাবু! [প্রস্থান।

সাবাজ। (নেপথ্যে) গজানন! আমি তোর বাবু নাই, আমি সাবাজ খাঁ।

গজাননের পুনঃ প্রবেশ

গজা। নায়েব মশাই—নায়েব মশাই!

ব্রজ। হুঁসিয়ার গজানন! একথা যদি মুখ থেকে বেরোয়, তা হ'লে তুই রাজপুত নোস্।

গজা। তবে আর কেন ঘোষাল মশায়, চল্লুম! বাঙ্গলার সরস বায়ু আমার সইলোনা। [প্রস্থান।

ব্রজ। একি বিভীষিকার দৃশ্য! দেখে হাত পা অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু হতভাগ্য শেষকালে কি বলে গেল? সত্য সত্যইকি অমন সোণার পুতুলটাকে জলে ডুবিয়ে গেল নাকি? আর, হতভাগ্যের সংসারই দেখছি যখন ডুবতে বসলো, তখন তার একার ভাবনা ভেবে মরি কেন? পিপাসার্ত্ত মৃত্যু রায়বংশের রক্তপানের জন্য আকাশটাকে হাঁয়ের আকারে পরিণত করেছে। আমি তার কোন অংশ বন্ধ করবো? এ কথা কি গোপন থাকবে? মা জানবে, নন্দলাল জানবে, ছোটটা আগেই জেনেছে। গেল গেল, ডুবে গেল—রায়বংশটাই বুঝি রায়দীঘির উদরস্থ হলো।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

—*—

গোপাল বাটীর সম্মুখ

নসীর, মামুদ ও জৈনুদ্দিন

নসীর। তাইত গোপাল বড় যে আক্ষেপ রইলো, তোমার হাতে আমি বাঁশী দিতে পারলুম না।

জৈনু। আমি যে বাঁশী নেবোনা।

নসী। নেবেনা?

জৈনু। না গুরু, শ্রেষ্ঠ অসিধারীর পুত্র আমি। অসি ফেললে বাবার মান থাকবে কেন।

নসীর। বেশ বাপ, বেশ। অসি বাঁশী মিলিয়ে নে, দেখে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হোক। বাঁশীর সুরে অসির ঝঙ্কার, অসির ঝঙ্কারে বাঁশীর সুর—শুনে আমার কর্ণ শীতল হোক। ওই দেখ বংশীধারী গোপাল আমার অসীধারী গোপালকে আলিঙ্গন করবার জন্য তাঁর ঘরের দ্বার উন্মোচন করে রেখেছেন। যাও গোপাল, প্রবেশ কর।

নসীর মামুদের গীত

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিলকো লাগায়া যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
এক তুঝ্‌কো আপনা পায়া যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়॥
দেলকী মকা সবকী মকীতু, কোন্‌সা দিল হ্যায় ঝিস্‌মে নাহিতু;
খোদা এক দিল্‌মে তুনে সমায়া, যো কুছ হ্যায় সো তু হি হ্যায়।
কেয়া মুলাএক কেয়া ইন্‌সান, কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান
যৈসা চাহা তুনে বানায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
কাবামে কেয়া, আউর দয়েরমে কেয়া,

আগে তেরে শির সর্জেনে ঝোকায়া
তেরে পরস্তাস্ হায়গা সব জা
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
আর্সসেলে ফর্স জমীতক, আউর জমীন্‌সে আর্স্‌বরীতক্,
যাঁহা যাই দেখা তুঁহি নজরমে আয়া, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
সোচা সম্‌ঝা দেখাভলা, তু যৈসা নকোই ঢুঁড় নিকালা,
আব ইয়ে সমঝ্‌মে জফরকি আয়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়॥

[নসীর মামুদের প্রস্থান।

ভোলাইয়ের প্রবেশ

ভোলা। আরে মল, এ ফিসির ফিসির বেটাকে কোথাও যে খুঁজে বার করতে পারলুম না গা! এখানেও ফিসির ফিসির? একি, ভূতে আওয়াজ করছে নাকি বাবা! না—না—ওকি! গুড়ি গুড়ি মেরে ফটকের ভিতর ঢুকছে! কে তুই?

জৈনু। কঠোর কথা কয়োনা! কে আমি ত বলবনা।

ভোলা। তোকে বলতে হবেনা, তোর বলবার আগেই তা বুঝেছি। তুই পাঠানের চর। ভিতরে কি আছে জানবার জন্য তোকে এক মজার সাজে সাজিয়ে পাঠিয়েছে। কার সঙ্গে কথা কইছিলি?

জৈনু। তাওতো তোমাকে বলবনা।

ভোলা। উঃ! ছোঁড়াতো ভারি চালাক! কে তোর সঙ্গে ছিল বল্। নইলে কান পাকিয়ে ছিঁড়ে দেব। আমি কি দেখিনি মনে করেছিস্?

জৈনু। তুমিত দেখতে জাননা, তুমি কেমন করে তাঁকে দেখবে?

ভোলাই। উঃ! এমন চালাক ত আমি কখন দেখিনি।

জৈনু। তোর দুর্ভাগ্য তাই দেখিস্‌নি।

ভোলাই। কি বল্লি?

জৈনু। সুমুখ থেকে সরে যা বে-আদব! এতক্ষণের কথাতেও যখন তোর জ্ঞান হ'লনা, তখন তুই মাতাল। আর আমি তোর কথার উত্তর দেব না।—(অভ্যন্তরে গমনোদ্যত)

ভোলাই। এদিকে কোথায় চলেছ খোকামিয়া? এ তোদের পাঠানের মস্‌জিদ নয়, হিন্দুর মন্দির! এখানে তোর ঢোকবার অধিকার নেই। (ভোলার জৈনুদ্দিনের সম্মুখে গমন ও জৈনুদ্দীনের অসিতে হস্তক্ষেপ)—তাইত! কিএ? এযে আমাকে অবাক ক'রে ফেল্‌লে দেখছি! বালকের এত সাহস! তা হ'ক, অন্ততঃ ছোট বাবুকে না জানিয়ে একেত আমি ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না। আচ্ছা, আমার কথা যদি তোমার কড়া বোধ হ'য়ে থাকে আমাকে মাফ্‌ কর। কিন্তু এখন তোমাকে আমি ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না। ঠাকুরবাড়ীর মালিক ভিতরে গেছেন। তিনি এখনি ফিরে আসবেন। তিনি যদি তোমায় যেতে বলেন, আমার আপত্তি নেই।

জৈনু। মিছে কথা। তুই ঠাকুরবাড়ীর মালিককে দেখিস্‌নি।
(গমনোদ্যোগ)

ভোলাই। তবেরে বে-আদব! এই সড়্‌কি দিয়ে তোকে আমি দেয়ালে গেঁথে ফেলব।

(সড়কি উত্তোলন। জৈনুদ্দীন অসির দ্বারা সড়কিতে
আঘাত করিল। সড়কি দূরে বিক্ষিপ্ত হইল,
এবং ভোলাই ভূমিতে পড়িল।)

জৈন্নু। (ভোলাইয়ের পৃষ্ঠস্পর্শ) কি ভাই? এইবারে যাব?

ভোলাই। যাও হজরত! তবে একটী কথা ব'লে যাও। ঘাড় ধরতে গিয়েছিলুম। ধরতে গিয়ে ঘাড় গুঁজড়ে মাটীতে পড়েছি। প'ড়ে প'ড়ে এই পা ধরলুম। যদি না বল, ম'রে ম'রেও তোমার পা ধ'রে থাক'ব।

জৈন্নু। কি বল?

ভোলাই। হজরৎ! আমি নিরেট মূর্খ। আদব জানিনা, কথা জানিনা। একমাত্র বলের অহঙ্কার নিয়ে খাড়া ছিলুম, তাও আমার আজ চূর্ণ হয়ে গেল। মূর্খকে ছলনা কর'না। সত্য বল তুমি কে?

জৈন্নু। তাইত ভাই, এযে বড় কঠিন প্রশ্ন করলে!

ভোলাই। তবে কেমন করে ভিতরে যেতে পার যাও।

জৈন্নু। তুমি কি কিছু অনুমান করেছ?

ভোলাই। আমি যা করবার করেছি। তুমি বল।

জৈন্নু। কাউকেও বল্‌বে না?

ভোলাই। মূর্খ—কথার ঠিক কোন কালেই রাখিনি। বলবনা একথা হলফ্ করে বলতে পারিনা।

জৈন্নু। পা ছাড়।

ভোলাই। বলবে না?

জৈন্নু। বলব! বলব! যখন বলেছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত হও। তবে তুমি আগে বল, তুমি আমাকে কি মনে করেছ?

ভোলাই। এই ভারি গোল বাধালে।

জৈন্নু। বল—বল!

ভোলাই। আমি মাতাল, আমার কি চোখের যুৎ আছে?

জৈন্নু। বল ভাই, বল। আর আমি দেরি করতে পারব না। মন্দির আমাকে টান্‌ছে।

ভোলাই। তুমি গোপাল।

জৈন্নু। কি ক'রে বুঝলে ভাই?

ভোলাই। তুমি হাঁ কি না আগে বল।

জৈন্নু। আমার এখন ওই নাম।

ভোলাই। কি বল্লে, আবার বল আবার বল। আমি মাতাল বোলে যেন আমাকে তামাসা ক'রোনা।

জৈন্নু। তামাসা নয় ভাই, বাবা আমাকে ওই নামে ডেকেছেন। গুরু আমাকে ঐ নাম দিয়েছেন। আমি—(নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া) গোপাল। গোপাল। গোপাল। [প্রস্থান।

ভোলাই। যাক্ বাবা, জন্ম সার্থক হয়ে গেল। পাকের ছেলে হ'য়ে সাধু ছোটবাবুর সঙ্গের গুণে আজ আমার গোপালের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেল। আমি ধন্য—আমি ধন্য। নেশা আবার ঘেরে এলো। তবে থাক্ ফটক, তুই আপনাকে আপনি আগ্‌লাতে থাক্। আমি ফাঁকে ফাঁকে চোক্‌বুজে গোপাল গোপাল ক'রে আর একটু নেশা ক'রেনি। গোপাল—গোপাল,—গোপাল! এক এক নামে এক একটি পিপের মদ যেন চাপ্ বেঁধে ঢুকে আছে। আর দাঁড়াতে পারি না। যার বাড়ীর ফটক, সে নিজে আগ্‌লাক্—আমি শুয়ে চোক্ বুজে কেবল দেখতে থাকি—গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

—*—

বনপথ

সাবাজ ও সহবত

সহবৎ। তাইত হুজুরালি, অমন অপূর্ব্ব পুত্র প্রথম-দৃষ্ট পিতার স্নেহ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে দাঁড়াল, আপনি তাকে নিরাশ ক'রে পালিয়ে এলেন?

সাবাজ। অপূর্ব্ব? তুমিও বলছ অপূর্ব্ব? আমি বলছি তোমায় অপূর্ব্ব! তোমার কথায় সে যুবকের পরিচয় হবে? না। একবার দেখা, মুহূর্ত্তের জন্য দেখা—তবু আমিই তোমাকে বলছি—সে অপূর্ব্ব! কিন্তু সহবৎ! পিতা ও পুত্রের মিলন-রহস্যটা কি অদ্ভুত অপূর্ব্ব, সেটা তুমি দেখলে না?

সহবৎ। বিলক্ষণ দেখলেম হুজুরালি!

সাবাজ। সর্ব্বত্র শুনেছ, সর্ব্বত্র দেখেছ স্নেহ চিরদিনই আকর্ষণ করে, কিন্তু আজ প্রথম দেখলে সেই স্নেহ তড়িৎপ্রহারের মত চক্ষের নিমেষে আমাকে কতদূরে নিক্ষেপ করে দিলে। এতদূর যে, আর আমি তার সমীপস্থ হ'তে পারব না।

সহবৎ। আপনার অবস্থা দেখে আমার কান্না আসছে।

সাবাজ। আর আমার অবস্থা স্মরণ কর্‌তে না কর্‌তে আমার প্রবল হাসি আসছে। সহবৎ! তোমাকে সন্তানের মত দেখি। স্বহস্তে আমি তোমাকে মানুষ করেছি। আমি যাতে হাস্‌ছি, তুমি তাতে কাঁদবে কেন? পুত্রকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বৎসরের আমার রহস্যময় জীবনের ইতিহাস এক মুহূর্ত্তে আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে। গোপালের মন্দির চূড়া ভাঙ্গবার প্রতিকারের জন্য আমি সরদিয়া ত্যাগ করে গিয়েছিলুম। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, যদি না প্রতিকার ক'রতে পারি ত আর দেশে ফিরে আত্মীয়ের কাছে মুখ দেখাব না। গৌড়ে গেলুম। ওমারাহের কাছে আবেদন করলুম, বাদ্‌সার কাছে আবেদন করলুম, কেউ আমার আবেদনে কর্ণপাত কর্‌লে না। শুধু কর্ণপাত করলে না নয় সহবৎ, যার কাছে গেলুম তারকাছে তিরস্কার মাত্র আমার লাভ হ'ল। বারংবারের লাঞ্ছনায় শেষে গোপালেরই উপর আমার দারুণ ক্রোধ জন্মে গেল। ভাবলুম, যে নিজেরই আশ্রয় মন্দির রক্ষা করতে অপারগ তার আশ্রয় গ্রহণ করার মূল্য কি? সেই সময়েই এক ফকিরের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সংসার। সুন্দরী পাঠান কন্যার রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে তাকে বিবাহ করলুম। তারপর অসংখ্য ঘটনা! কি আর বলব? মান যশ প্রতিষ্ঠা ভারে ভারে এই ভাগ্যবান সাবাজকে আশ্রয় কর্‌লে। কি বল্লুম সহবৎ—ভাগ্যবান? নিজেকে ভাগ্যবান বল্লুম না?

সহবৎ। আর আপনাকে বলতে হবে না। আপনি শিবিরে চলুন।

সাবাজ। সহবৎ, আমার কথা শুনে তুমি আমাকে পাগল মনে ক'রনা। আমি সত্য সত্যই ভাগ্যবান। শুধু ভাগ্যবান কেন, আমার ভাগ্যের তুলনা নেই। আমি পতিব্রতা পত্নীকে ত্যাগ ক'রে

গেছি। অপূর্ব্ব গুণময়ী পুত্রবধূ ত্যাগ ক'রে গেছি। পিতৃপরায়ণ, তখনকার একমাত্র পুত্র রতিলালের একমাত্র বংশধর পরিত্যাগ ক'রে গেছি। শেষে ইহ জন্মের মত গোপালকে ত্যাগ ক'রে গেছি। তবু—তবু আমি ভাগ্যবান। আমি গোপালকে পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু এখন দেখছি গোপাল আমাকে পরিত্যাগ করে নি। আজ বাইশ বৎসর পরে তার মন্দির চূর্ণ দেখ্‌বার জন্য আমাকে সে নিমন্ত্রণ ক'রে সরূদিয়ায় নিয়ে এসেছে।

সহবৎ। ও সব কথা ছেড়ে দিন হুজুরালি।

সাবাজ। একদিন আগে এলুম না কেন—একদিন পরে এলুম না কেন? ঠিক্ সেই দিন? যে দিনে মন্দির চূর্ণ করবার কথা উঠেছে, সেইদিন এলুম? যেমন এলুম, যেমন সরূদিয়া-প্রান্তে পা দিলুম অমনি শুন্‌লুম? সহবৎ! তুমি মুসলমান, আমার চ'ক্ষে খাঁটি মুসলমান। তোমাকে বলছি—শুনে তুমি তৃপ্তি পাবে ব'লে বলছি—শোন, এ মন্দির চূর্ণ দেখতে এখন আমার কোনও দুঃখ নাই।

সহবৎ। মন্দির চূর্ণ হবে আপনাকে বল্লে কে?

সাবাজ। আহা শোন—কথায় বাধা দিয়োনা। আমি সত্য সত্যই বলছি কোনও দুঃখ নাই। ভাঙুক—ভাঙুক! সুধু মেদিনীপুরের পাঠান কেন, সমস্ত পাঠান—যারা আজ আশ্চর্য্যভাবে এখানে সমবেত হ'য়েছে, তারা সকলে একত্র হ'য়ে এ মন্দির চূর্ণ করুক, আমি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তা দেখব। তবে একটা আশ্চর্য্য কথা শোন, রঘুপতির উত্তর কোশল আর যদুপতির মথুরাপুরী কতকাল মাটীর গর্ভে মিশিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের অধিপতির রামকৃষ্ণ নাম কই, কালতো কোনও ক্রমে বিলয় করতে পারলে না। সে চিন্ময় নামের চিন্ময় ধাম অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে আজও পর্য্যন্ত জগতে কিরণ বিতরণ

ক'রছে। সহবৎ! তোমরা মৃণ্ময় মন্দির ভাঙ্‌তে পার, গোপালের মৃণ্ময় আধার ভাঙ্‌তে পার,কিন্তু চিন্ময়—গোপালকে ত ভাঙ্‌তে পারবে না।

সহবৎ। এ সব কথা কেন তুলছেন? পাঠানে আপনার এ মন্দির আর ভাঙ্‌ছে না।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। আমি বল্‌ছি আপনি বিশ্বাস করুন।

সাবাজ। তুমি বল্‌লেই আমি বিশ্বাস করব? আর গোপাল যে আমার এক চিরহিতৈষী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে এত বড় নিমন্ত্রণ কথাটা শুনিয়ে দিলে, সেটাকে অবিশ্বাস করব?

সহবৎ। না ক'রে কি করবেন? যে জন্য আপনার পুত্রের উপর পাঠানের ক্রোধ হবে সে গোল্‌মাল মিটে যাচ্ছে।

সাবাজ। কি রকম, কি রকম?

সহবৎ। আপনার পুত্র উজীর কুমারীকে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। কোথায় তার পিতা?

সহবৎ। খোদার বিচিত্র মর্জি! আজ তাঁরই ইচ্ছায় উজীরসাহেব আপনার ঘরে অতিথি।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এই যে বল্‌লুম হুজুরালি! আপনি দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন? চলুন দেখিয়ে আনি।

সাবাজ। যে ব্যক্তি আমার চির শত্রু, সেই আমার পুত্রের ঘরে অতিথি!

সহবৎ। আর পুত্রের ঘর বলছেন কেন। আপনি যখন ফিরে এসেছেন, তখন সে আপনারই ঘর।

সাবাজ। আমার ঘর? সোনার চাঁদ ছেলে—প্রথম দেখা—বুকের কাছে এলো—আলিঙ্গন করতে পারলুম না! জ্যেষ্ঠ পুত্র—রামের মতন গুণবান, পুত্রবধূ—সতী সীতার মত গুণবতী—তাদের আড়াল থেকেও দেখ্‌তে সাহস করলুম না! ছোট ছেলে—মাতৃবিয়োগের পর থেকে যে একদণ্ডও আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারত না, সে আমার মুখে গোপালের নাম শুনে পাগলের মত গোপাল ধর্‌তে ছুটে গেল! আমি ধর্‌তে গিয়ে পেছিয়ে এলুম! আমার ঘর?

সহবৎ। হুজুরালি! রাত্রি প্রভাতে সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। আমি রঙ্গলাল বাবুকে সমস্ত কথা বলেছি। আগে উজীর কন্যার ঝঞ্ঝাট্ মিটে যাক্। এখনি তিনি ফিরে এসে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের সন্ধান কর্‌বেন্।

সাবাজ। তাইত! কোথা থেকে উজীর ও সর্‌দিয়ায় এসে জুটলো? তাই কিনা এই রাত্রেই? একদিন আগে নয়, একদিন পরে নয়? প্রভাতে ও নয়? সহবৎ! তুমি বুঝ্‌তে পারবে না, এ আমাদের নারদের নিমন্ত্রণ—মন্দির আর থাকে না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সহবৎ। হুজুরালি! একটু আড়ালে চলুন। আপনাকে এখানে কোন পাঠান দেখে এটা আমার ইচ্ছা নয়।

সাবাজ। উজীর-কুমারীকে যেদিন ছেলে রক্ষা করলে, সেই দিনেই উজীর এসে অতিথি হোল!

[উভয়ের অন্তরালে গমন।

অনুচরগণ সহ মুদ্দা খাঁ ও পাঠান সর্‌দারের প্রবেশ

মুদ্দা। যদি পারবেন না, সে কথা বললেইত হোত। আমি নিজে রায় গুষ্টিকে বুঝে নিতুম।

সর। পারব না এ কথা আপনাকে বললে কে? তবে সেনাপতির দোসরা হুকুম না এলে পারব না।

মুদ্দা। রাত্ত শেষ হোতে চললো, আর হুকুম কবে আসবে? আপনাদের সেনাপতি মাঝে প'ড়ে ব্যাঘাত না দিলে আমি নিজেই এতক্ষণে সব কাজ শেষ কোরে ফেলতুম। দু হাজার খিলিজি পাঠান অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে আছে। আপনাদের মুখ চেয়ে আমি তাদের হুকুম দিতে পারলুম না।

সর্। বেশত, কাল দেবেন। একটা তুচ্ছ মৌজাদার মার্তে এত ব্যস্ত কেন খাঁ সাহেব?

মুদ্দা। কাল তাদের হুকুম দিয়ে ফল কি? কাল রায়েরা কি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাক্বে?

সর্। না থাকে উপায় নেই। একটা মাছি মারতে আমরা যে এই রাত্রিতে লুকিয়ে কামান পাত্বো, তা পারবো না। কাল আমাদের এক একটা সেপাই তলোয়ারের চোঠে দশ্ দশটা মোগলের মাথা নিয়েছে। সেই আমরা একজন নগন্য মৌজাদারকে শাস্তি দিতে রাত্রিকালে চোরের মত মাথা গুঁজে যে এতদূরে এসেছি, এতেই আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে।

মুদ্দা। নগণ্য আপনারা বলছেন। তারা ত আপনাদের নগণ্য বলে না। তা যদি তারা বোধ করত, তা হোলে উজীর কন্যাকে তারা চুরি কর্তে সাহস করত না।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। সর্দার এখানে আছেন?

সর। কি খবর?

সৈনিক। জলদি আসুন। আমরা মন্‌সব্‌দারকে খুঁজে পাচ্ছি না।

সর্‌। সেকি?

মুদ্দা। আর খুঁজে পেয়েছ! তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়েছে।

সর্‌। খবরদার খাঁ সাহেব।

সৈনিক। না—না ওঁকে কিছু বলবেন না। তাই আমাদের সন্দেহ। মন্‌সব্‌দার জীবিত নেই। উজীর কন্যার শোকে মন্‌সব্‌দার হয়ত এ বুনো দেশের কোথাও অসাবধান হয়েছিলেন। শয়তানেরা তাঁকে সেই সুযোগে মেরে ফেলেছে।

সর্‌। আর তোমরা?

সৈনিক। মন্‌সব্‌দারের পর আপনি। আপনার হুকুম না পেলে ত আমরা কিছু কর্‌তে পারি না।

সর্‌। দুশো কামান একেবারে বারুদ পূর্ণ করে প্রস্তুত রাখ। যান খাঁসাহেব, আপনি ঘরে যান। সরদিয়াকে ভূমিসাৎ করতে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

[সরদার ও সৈনিকের প্রস্থান।

মুদ্দা। ইয়া আল্লা! আবার আশা। শোন ভাই সব, এই ফাঁকে যদি তোরা উজীর কুমারীর সন্ধান করতে পারিস্‌, তা হ'লে লোক পিছু হাজার টাকা বক্‌সিস্‌। সন্ধান কর্‌—চুপে চুপে—যেন কেরাণী পাঠান না জান্‌তে পারে। একবার তাকে কোনও ক্রমে ঘরের ভিতর ঢোকাতে পারলে, আর দুনিয়া তার সন্ধান পাবে না। ভাই সব! আমি তোমাদের পিছনের বল ঠিক করতে চললুম।

[সকলের প্রস্থান।

সাবাজ। শুন্‌লে সহবৎ?

সহবৎ। ও কম্‌বখ্‌ত্‌ মুদ্দা খাঁ কি করবে? আপনার পুত্রের সহায় যে সব বীর দেখে এলুম, তারা ওরূপ দশ হাজার পাঠানের যোগ্য। কিন্তু ওরা কি এতই হীন-বুদ্ধি হবে যে, প্রচণ্ড মোগল দশ কোশ পিছনে জেনেও, এইখানে ব'সে বারুদ গোলা গুলোর অপব্যয় করবে?

সাবাজ। (হাস্য) দশ ক্রোশ পিছনে তোমাকে কে বললে? পিঠে এসে চেপেছে। হতভাগ্যরা এতই মোহগ্রস্ত যে, তা বুঝ্‌তে পারছে না।

সহবৎ। এ সব কি বলছেন?

সাবাজ। এই ঝাড়খণ্ডের পার্শ্বে এসে পড়েছে। মাঝে শুধু একটী জঙ্গলের ব্যবধান। কাঁসাইয়ের ঝঞ্ঝাট তারা মিটিয়েছে। শুধু এই কলাইকুণ্ডার জঙ্গল। যদি ঘুণাক্ষরে তারা বুঝতে পারে আমরা এত নিকটে ছাউনি ক'রে আছি, তা হ'লে এইখানেই পাঠান রাজত্বের হেস্ত নেস্ত হয়ে যায়।

সহবৎ। তা হ'লে কি হবে হুজুরালি?

সাবাজ। যে সব কথা তোমার ভাই বেরাদারদের মুখে শুনলুম, তাতে কি হবে আর জান্‌তে ইচ্ছে হয় না। সহবৎ! সহবৎ! বিশ্বাস ঘাতক হব?

সহবৎ। দোহাই দোহাই—ও কথা বলবেন না। অন্ততঃ এ গোলাম জীবিত থাকতে বলবেন না।

সাবাজ। তা হোলে যাও, উজীর যদি সত্যই আমার বাড়ীতে অতিথি, আমি তাকে এক চিঠি দিই, এখনি গিয়ে তাকে দিয়ে এস। সেইসঙ্গে এক তলোয়ার, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে একগাছে পেয়েছি,সেটাকে দেখে উজীরের বোলে বোধ হয়েছে। চলে এস বিলম্ব করো না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির সম্মুখস্থ সোপান

কলিবেগম

(গীত)

এ মোর নূতন বীণা বেঁধেছি নূতন তারে।
জেগেছে নূতন প্রাণ, ভেসেছে নূতন গান
কি এক নূতন সুরে ॥
নূতন বাসনা জাগে
কি নবীন অনুরাগে!
খুলেছি হৃদয় দ্বার, আনিতে যরে
কি জানি কেমন মোর প্রাণ বঁধুয়ারে ॥

রঙ্গলালের প্রবেশ

রঙ্গ। একি, বেগমসাহেব, আপনি যে একা!

কলি। বা! বা! কেও বাবুসাহেব? আপনিও যে একা?

রঙ্গ। আমার কথা পরে বলছি। আপনি আগে বলুন, যাঁর হাতে আপনাকে সঁপে দিয়ে গেছি, তিনি ত আপনাকে ফেলে যাবার পাত্রী ন'ন।

কলি। তিনি আমাকে ফেলে যাননি। আর যদি আমি চিরদিনই তাঁর আশ্রয়ে থাকতে চাই, আমার বিশ্বাস, চিরদিনই আমাকে কাছে রাখবেন। এমন দয়াময়ী আমি জীবনে কখন দেখিনি। ফেলে গেছেন আপনি।

রঙ্গ। আমি ত আপনার পিতার অনুসন্ধানে যাবার জন্য আপনার কাছে বিদায় নিয়ে গেছি বিবিসাহেব!

কলি। আপনি আমার পিতার সন্ধান পেয়েছেন।

রঙ্গ। কেমন ক'রে বুঝলেন? আমি একথা ত এখনও কাউকে বলিনি!

কলি। বিস্মিত হবেন না। আপনি বিস্মিত হচ্ছেন দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আপনি সত্যবাদী। যখনই আপনাকে ফিরতে দেখেছি, তখনই বুঝেছি, পিতার সন্ধান না নিয়ে আপনি ফেরেন নি।

রঙ্গ। তাঁকে পেয়েছি।

কলি। পেয়েছেন ভালই হয়েছে। আপনার আমাকে রক্ষার দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেছে। মা আসুন, তাঁকে আপনি স্থান নির্দেশ ক'রে দেবেন। মা নিয়ে যান, তাঁর সঙ্গে যাব। নইলে আমি নিজেই যাব বাবুসাহেব?

রঙ্গ। আমার নিয়ে যাওয়ায় কি আপত্তি আছে?

কলি। আমার আপত্তি নেই! পূর্ব্বেই ত বলেছি, আমার পিতার আপত্তি আছে। তাঁর সঙ্গে যদি ওমরাও থাকেন, তাঁদের আপত্তি আছে। বিশেষতঃ একজন আমীর যদি তাঁর সঙ্গে থাকেন, আপনার সঙ্গে আমার যাওয়ায়, তাঁরই বিশেষ আপত্তি হবে।

রঙ্গ। তিনি কি আপনার—

কলি। কেউ নন।

রঙ্গ। বিবিসাহেব! বিদায় মুখে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অনুমতি করুন।

কলি। বলুন।

রঙ্গ। আগে বুঝেছিলেম আপনি কুমারী।

কলি। না বাবুসাহেব, আমার স্বামী আছেন।

রঙ্গ। আছেন?

কলি। খুব আছেন। (উদ্দেশে বারংবার সেলাম করণ) তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

রঙ্গ। তিনি কোথায়?

কলি। একথা কি উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করছেন?

রঙ্গ। উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আপনার যাওয়ায় তাঁরই বিশেষ আপত্তি হ'তে পারে।

কলি। যে আমীরকে আমি উদ্দেশ করলুম, তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল।

রঙ্গ। স্বামী থাকতে?

কলি। মূর্খ রাজপুত! পাঠান কি এতই মর্য্যাদাহীন?

রঙ্গ। (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) বিবিসাহেব বড় হেঁয়ালি। শেষ কথাকটার এক বর্ণও বুঝতে পারলেম না।

কলি। বুঝে কাজ নেই, চলে যান। মা আসছেন। আপনাকে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, তিনি দুঃখিত হবেন।

রঙ্গ। তাইত! আমি আপনার এত কাছে! মাফ করুন অন্যমনস্কে মর্য্যাদার ব্যবধান রাখতে পারিনি।

(রঙ্গলাল পিছাইতে লাগিলেন। কলিবেগম
তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।)

একি বিবিসাহেব! আপনি আবার কাছে আসছেন কেন?

কলি। আমি আপনার কাছে থাকিলে মা দুঃখিত হবেন না। আমি তাঁর কাছে মন্ত্র পেয়েছি।

রঙ্গ। ওঃ! তাহ'লে আমার এখানে থাকাতে আপনারই বিশেষ আপত্তি!

কলি। তবে থাকুন।

ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ

ভুবনে। কলি!

কলি। কি মা?

ভুবনে। পাঠান আবার মেদিনীপুরের দিকে চলে গেল। আমার স্বামীকে দেখবার যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহ'লে এই উপযুক্ত সময়। কেও—রঙ্গলাল? তুমি বর্দ্ধমান গিয়েছিলে?

রঙ্গ। গেলে কি এখনি ফিরে আসতে পারতেম? বর্দ্ধমান এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ।

ভুবনে। পঞ্চাশ ক্রোশ! তুমি আমাকে ত দূরের কথা কওনি? এত দূরের কথা বললে আমি কখনই তোমাকে যেতে অনুমতি দিতেম না। বেশ তবে এখনি ফিরে এলে কেন? পথ থেকে বেরিয়ে দূরের স্মরণেই কি তোমার সঙ্কল্পচ্যুতি হ'ল?

রঙ্গ। না, পথেই বিবিসাহেবের পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ভুবনে। নিশ্চিন্ত। তবে আর কি? মাকে তুমি তাঁর কাছে উপস্থিত কর।

রঙ্গ। তাঁর সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয়নি। আমি লুকিয়ে তাঁর পরিচয় জেনেছি।

ভুবনে। এরকম করবার প্রয়োজন?

রঙ্গ। যে অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সে অবস্থায় তাঁর পরিচয়

নেওয়া আমি ভাল বোধ করিনি। তিনি বিপন্ন। পরিচয় গোপন ক'রে পথ চলছেন।

ভুবনে। তিনি আছেন?

রঙ্গ। আছেন। দেওয়ানজী তাঁকে আমাদের কাছারী বাড়ীতেই আবদ্ধ করেছেন।

ভুবনে। কলি! এঁর সঙ্গে যাওয়া তুমি ভাল বিবেচনা কর, না আমার সঙ্গে যাওয়া ভাল মনে কর?

কলি। কাছারীবাড়ী এখান থেকে কতদুর?

ভুবনে। ক্রোশ দুই হবে।

কলি। আমি নিজেই তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া ভাল মনে করি।

ভুবনে। সেটা যে হ'তে দিতে পারব না মা!

কলি। সঙ্গে দাসী দাও।

ভুবনে। রঙ্গলাল! তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

রঙ্গ। (অবনত মস্তকে) না।

ভুবনে। সঙ্কোচের সহিত বলছ কেন? তাঁর দেখা পাওনি, না দেখা করতে সাহস করনি? সঙ্কোচ কেন মূর্খ! বল, আমি তাঁর সংবাদ জানতে ব্যাকুল হয়েছি।

রঙ্গ। নেশার মুখে তাঁকে অন্বেষণ করেছিলেম। খুঁজতে খুঁজতে যখন নেশা ছেড়ে গেল, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হতে আমার ভয় হল।

ভুবনে। তাঁর খবর পেয়েছ?

রঙ্গ। তা পেয়েছি। এখন বোধ হয় তিনি বাড়ীতে।

ভুবনে। একা?

রঙ্গ। বোধ হয়।

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে কি তোমার দেখা করতে ইচ্ছা আছে?

রঙ্গ। ইচ্ছা ছিল—সাহস ছিল না। এইবারে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

ভুবনে। তাহ'লে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'রনা, এখনি যাও। যদি এখনও যেতে ইতস্ততঃ কর, তা'হলে তোমাকে 'মা' বলতে যে নিষেধ করেছিলুম, তাতে আমার আর আক্ষেপ থাক্‌বে না।

রঙ্গ। স্বামী আছে! স্বামী আছে! আর কেন এইবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে দাদার সঙ্গে দেখা করি।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

কলি। সন্তানের উপর আজ এত কঠোর কেন হ'লে মা!

ভুবনে। জিজ্ঞাসা কোরনা মা! আমার উত্তর তোমারও শুন্‌তে বড়ই কঠোর হবে।

কলি। কোমলতাময়ী! একবার কঠোর হও, দেখি।

(ভুবনেশ্বরীর চক্ষে অঞ্চল দান)

শিশোদীয়া কন্যা! আমি তোমার পরলোকগত সতীসঙ্গিনীদের তেজদৃপ্ত মুখশ্রী তোমার মুখে প্রতিফলিত দেখ্‌তে এসেছি। তোমার চক্ষের জল দেখ্‌তে আসিনি।

ভুবনে। তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের পরিচয় দিয়েছ কি?

কলি। পরিচয় দেবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল—দিইনি। অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করেছিলেম।

ভুবনে। তুমি ধন্য! আর তোমার সঙ্গ যদি এই সামান্য ক্ষণের জন্যও পেয়ে থাকি, তাহ'লে আমিও ধন্য।

কলি। বললে প্রতিকার নেই। নিরর্থক তাকে কষ্ট দেওয়া ব'লে বলিনি। আমার ভাগ্যে যা হবার তা হ'য়ে গেছে। মন প্রাণ

যখন আপনার সন্তানকে সমর্পণ করেছি, তখন ঠিক জেনো মা, যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকি, আমি তাঁর। সাম্রাজ্যের প্রলোভনেও অন্য পুরুষ আমার ইঙ্গিত আকর্ষণ করতে পারবে না।

ভুবনে। তুমি সতীকন্যা সতী। তোমাকে আর কোনও কথা আমার বলবার নেই। অতি কঠোর সমাজ বাধা না দিলে আজ আমি তোমার মুখচুম্বন করতুম।

কলি। মা মা! তোমার গোপালের প্রসাদ খেয়েও কি এমুখে পবিত্রতা এলোনা?

ভুবনে। ওঃ! তুমি বড় বলেছ—(হস্ত দ্বারা কলির চিবুক স্পর্শ ও চুম্বন) গোপাল! গোপাল! গোপাল! এ বালিকা যে তোমারি চরণামৃত—আকাশ থেকে তোমার চরণে ঝরে পড়া নির্ম্মাল্য। কিন্তু বিধিলিপি—এমন রত্ন হাতে পেয়েও বুকে ধরতে পারলুম না—নিক্ষেপ করতে হ'ল।

কলি। মা! হৃদয় ভার হয়ে আসছে। বিলম্ব করলে কাঁদবো। আমাকে যত শীঘ্র পার বিদায় দাও।

ভুবনে। বিদায়—একথা কেমন ক'রে মুখে আন্‌বো মা? মা! গোপাল-মন্দিরের চূড়ায় বসে তুমি সঙ্কল্প নিয়ে সতীধর্ম্ম গ্রহণ করেছ। যেখানে যে অবস্থায় থাক, আমারও যদি সতীত্বের অভিমান থাকে, আমি মুক্তকণ্ঠে গোপালকে শুনিয়ে বল্‌ছি তুমি রাঠোর কুলবধূ—আমার জা। তুমি কাঁদবে? আমি কাঁদছি। শুধু আমি কাঁদছি? আমার গোপাল কাঁদছে। শোন প্রিয়তমে! গোপালের ঘরের দ্বার রোধ করতে গিয়ে শুনি, ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাসে গোপাল মন্দির-হৃদয় কাঁপিয়ে তুলেছে।

কলি। বল কি মা, গোপালের আমার প্রতি এত করুণা?

ভুবনে। করুণা কি কলি—প্রেম! তুমি যে সতী! গোপাল সৎ-

পুরুষ! তুমি আজ তার ঘরে অতিথি। তুমি চলে যাবে, বিরহ ভয়ে গোপাল ব্যাকুল হয়েছে। মিথ্যা বলিনি মা! প্রথমে শোনবার ভুল মনে করলুম। তখন আবার শুনলুম—আবার শুনলুম। মা! সেকি মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস! গোপাল ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে। তবু আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে বুক বেঁধেছি।

কলি। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। একজন দাসী দাও। রাত্রি থাক্‌তে থাক্‌তে সে আমাকে পিতার কাছে রেখে আসুক।

ভুবনে। এই যে দাসী তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কলি। ওকি বলছেন মা!

ভুবনে। কিছু অন্যায় বলিনি কলি! সন্তানের দাস্য-রস মায়ের মত কে কোথায় আস্বাদন করেছে? সূতিকা ঘর থেকে যাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলেম, তুমি তাকে মনে মনে পতিত্বে অঙ্গীকার করেছ। বিধাতার ইচ্ছায় তোমাদের উভয়ের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল সাগরের ব্যবধান। তা ব'লে তোমাকে আমি বক্ষের কাছে পেয়ে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করব কেন? আর মুখের দিকে চেয়োনা, দ্বিরুক্তি ক'রনা, আমার অনুসরণ কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

—*—

গোপাল বাটীর সম্মুখ

ভোলাই

ভোলাই। গোপাল—গোপাল। বা! গোপাল বা! মেরে ফেলে চলে যাচ্ছিলে ভাই, সে যে আমার ছিল ভাল। এ যে পিঠে হাত

দিয়ে, ভাই বোলে আদর ক'রে, আমার দফা রফা ক'রে গেলে! খোদার নাম নিয়ে গোপালকে আগ্‌লাতে এলুম, গোপাল গেয়ে গেলুম। কোথা থেকে কি ক'রে সড়্‌কির মুখে গোপাল কমল ফুটে উঠ্‌লো। বিঁধতে গেলুম, কমল লাফিয়ে বুকে এলো! হা আল্লা! তার মৃণাল এমন ক'রে বুকে বিঁধে গেছে যে, কালু সরদারের সড়্‌কিও হাজার খোঁচা দিয়ে তাকে বুক থেকে তুলতে পারবে না। বাবা! গোপাল-মদে এমন নেশা? মদের সৌরভে এঁমন আকুল ক'রে দিয়েছে যে, ইহজন্মে আর যে ভাল করে চোখ মেলে চাইব তারও উপায় নেই।

নন্দলালের প্রবেশ

নন্দ। বাড়ীর কোথাও তারে দেখতে পেলুম না। বাগান বাড়ীতে পেলুম না। একমাত্র আশা মন্দির। কিন্তু একা এতক্ষণ সেকি মন্দিরে আছে? এই যে মন্দিরের ফটক খোলা! তবে কি আর সে আছে?—কে তুমি?

ভোলাই। চোক্ চাইতে পারছি না, তবে কথাতে বুঝেছি তুমি বড়বাবু। সেলাম বড়বাবু, সেলাম।

নন্দ। কেও—ভোলাই?

ভোলাই। আজ্ঞে।

নন্দ। তুই এখানে কি করছিস্?

ভোলাই। এই ত হুজুর দেখতেই পাচ্ছ। ছোটবাবু আমাকে ফটক আগ্‌লাতে রেখে গেছে।

নন্দ। তা বুঝি এমনি ক'রে আগ্‌লাচ্ছ?

ভোলাই। আজ্ঞে এমন সুবিধার পাহারাদারী আমার জীবনে কখন ঘটেনি।

নন্দ। আঃ—মাতাল!

ভোলাই। আজ্ঞে হুজুর, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল নই। গোপাল-মদে মাতাল। উঃ! গোপাল-মদে এত নেশা?

নন্দ। ছি—ভোলাই—অমন বাপের নাম ডোবালি!

ভোলাই। আমার বাপের নাম কি হুজুর?

নন্দ। দুর বেটা, দুঃখের উপরও হাসি আনালি।

ভোলাই। কিসের দুঃখ, তোমার কিসের দুঃখ? হাসো—হাসো কেবল হাসো। আগে ছিলুম নকল ভোলাই, এখন হয়েছি খাঁটি। গোপাল-মদে আমার বাপের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে।

নন্দ। তোর বড় মা এর ভিতরে আছে কি বলতে পারিস?

ভোলাই। তোমার কিসের দুঃখ? বড় মা গোপালের মা—তুমি—গোপালের বাপ্।

নন্দ। যা বল্লুম শুন্‌তে পেলি?

ভোলাই। শুনেছি—গোপালের মা—বাবা তার নাম শুন্‌বো না? সেলাম—গোপালের মা! সেলাম।

নন্দ। (স্বগতঃ) বেটা প্রচণ্ড মাতাল হয়েছে। ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফল কি?

ভোলাই। গোপাল—গোপাল—গোপাল। গোপালের বাপ্, গোপালের মা—গোপাল যদি আমাকে ভাই বলে, আমিও তোমাদের ছা। তা হ'লে যা ভোলা, বাবার পায়ের কাছে গড়িয়ে যা।

নন্দ। দুর হতভাগা দুর। আর তোর পাহারাদারি করতে হবে না, ঘরে যা। তোর পিয়ারের বাবু কোথা?

ভোলাই। ভিতরে ঢুকেছিল। তারপর কি বলব হুজুর?

নন্দ। মদ খেতে গেছে?

ভোলাই। গোপালের বাপ্ কিনা!—অন্তর্য্যামী। কথা মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতে ধরে ফেলেছে।

নন্দ। হাঁরে ভোলাই!

ভোলাই। হুজুর।

নন্দ। ছোটবাবু যে মেয়েটিকে এনেছে—

ভোলাই। ছোট মার কথা বলছ হুজুর?

নন্দ। দূর হ—উঠে যা (ভোলাই নন্দলালের পা ধরিল) পা ছেড়ে দে ভোলাই। রাগে বলছিনি—উঠে যা—তোর বাপের কাছে যা। পথে কোথাও থাকিস্ নি।

ভোলাই। কেন হুজুর?

নন্দ। এখনও পাঠানের ভয় যায়নি। এখনও তাদের আক্রমণ করবার সম্ভাবনা আছে। তোকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে তারা মেরে ফেলবে।

ভোলাই। মেরে ফেলবে? আমাকে? (উঠিয়া বসিল) আমি গোপালের পাইক—আমাকে পাঠানে মেরে ফেলবে? বলকি হুজুর? গোপালের বাপ হয়ে তুমি এই কথাটা বললে! পাঠান ত এসেছিল। কই—ভোলাকে মারতে পারলে না?

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি রে?

ভোলাই। পাঠান ত এসেছিল—

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি? কালু সর্দ্দারের বেটা! পাঠান এলো তুই দেখে চুপ ক'রে বসে রইলি!

ভোলাই। বসে কি হুজুর, শুয়ে—সেকি ছোট খাট পাঠান চোক বুজেই বুঝলুম এমন এমন পালোয়ান। এলো, খোলা ফটক দেখে ঢুকতে গেল, আর ভোলা মিয়ার একটা মর্ম্মভেদি কথা শুনে হুড়্ হুড়্

করে পালালো। হুজুর! আমি তোমার গোপালের সঙ্গে আজ লড়াই করেছি। হেরে মরেছি—তা হোক্, হেরে হেরেও তাকে হারিয়ে দিয়েছি। শেষকালে পিঠে হাত দিয়ে, 'ভাই' ব'লে খোসামুদি কত!—বাপ্! সেকি আফ্রেসিয়াব, না দুনিয়ার রাজা পালোয়ান রোস্তম?

নন্দ। তবেই ঠিক হয়েছে! এ কিছু দেখতে পায়নি। বড় বউকে ঠিক ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। রঙ্গলাল যাকে ধ'রে এনেছিল, মুদ্দাখাঁ বোধ হয় তাকেও ফিরে পেয়েছে। পাঠানের প্রতিশোধ নেবার যে চূড়ান্ত কাজ গোপাল মূর্ত্তি চূর্ণ—তাও বোধ হয় তারা শেষ করেছে।

ভোলাই। বাপ্! তুমি আফ্রেসিয়াব না রোস্তম্? তোমার নাম উচ্চারণ করতে না করতে পাঠান পালোয়ান পালিয়ে গেল।

নন্দ। ভোলাই! সত্য ক'রে বল, তোর কোনও সঙ্কোচ করতে হবে না, সত্য বল্ তোর বড় মা ভিতরে আছে কিনা?

ভোলাই। কি ক'রে জান্‌বো হুজুর! তাঁকে ঢুকতেও দেখিনি, বেরুতেও দেখিনি। এই সবে চোক্ মেলছি। তোমার হাঁটু পর্য্যন্ত দৃষ্টি উঠেছে। দেখছি তোমার হাঁটু কাঁপছে! হাঁ বড় বাবু! তোমার হাঁটু কাঁপছে, না আমার দৃষ্টি কাঁপছে?

নন্দ। মহাত্মা কালুর পুত্র হয়ে তুই এমন পশু তা আমি জানতুম না।

ভোলাই। (দাঁড়াইয়া উঠিল) বড়বাবু! এতক্ষণে নেশা ছুটলো।

নন্দ। আমার সর্ব্বনাশ ক'রে তোর নেশা ছুটলেই কি, আর না ছুটলেই কি! যা উল্লুক, এ ফটক আগ্‌লাবার কাজ তোর হয়ে গেছে। এখান থেকে চলে যা।

ভোলাই। বড়বাবু! বড়বাবু! কড়া কথায় পাক বাপের খাতির রাখে না।

নন্দ। ভোলাই! তোর বড় মার চিন্তায় আমি আত্মহারা হয়েছি। আমাকেও খাতির দেখাবার তোর প্রয়োজন নাই। যদিও এখনি তোকে আমি টুক্‌রো ক'রে রেখে যেতে পারি, কিন্তু আমি তা করবো না। তুই আমাকে এইখানে এই গোপালের ফটকে শুইয়ে রেখে যা, আমি কোড়ে আঙ্গুলটী পর্য্যন্ত তোর বিরুদ্ধে তুলবো না। (ভোলাই নন্দলালের পদ ধরিল) হয়েছে হয়েছে ওঠ। তোর সঙ্গে কথা কাটাবার আমার সময় নেই। ক্ষমা করলুম—ওঠ। আরে গেল—হতভাগা ছাড়্। তুই কালুর বেটা, কালু আমার রঙ্গলালের ওস্তাদ্—আমার ভাই।

ভোলাই। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বড়বাবু! বড়বাবু! অধম পাইকের পেটে গোপাল-মদ সইল না। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কখন তোমার হাঁটুর ওপর চোক তুলিনি, আজ তোমার মুখের ওপর চেয়ে জবাব দিলুম! আমাকে কেটে ফেল।

নন্দ। আর কাট্‌তে হবে না, ওঠ্।

ভোলাই। বাবা শুন্‌লেই আমাকে কেটে ফেল্‌বে।

নন্দ। আরে হতভাগা, এ কথা আমি কি তোর বাবাকে বলতে পারি?

ভোলাই। তুমি বল্‌বে কেন, আমি নিজে বলব। বাবা যেমন শুনবে আমি তোমার মুখের ওপর জবাব দিয়েছি, তখনি কেটে ফেল্‌বে। তারপর, পুত্র শোক্ সাম্‌লাতে না পারে, পরে কাঁদবে।

নন্দ। খবরদার! যদি আমাকে ভালবাসিস্, তা'হলে কখন একথা তাকে বলিসনে।

ভোলাই। তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর গোপাল-মদ আমার পেটে সইবে।

নন্দ। গোপাল মদ কি?

ভোলাই। আমি বলি, আর তুমি মদের পিপেটাকেই পেটে পূরে দাও।

নন্দ। দূর হতভাগা।

ভোলাই। বল সইবে। বল—

নন্দ। সইবে, সইবে।

(ভোলাই দাঁড়াইল ও সড়্‌কি অন্বেষণ করিয়া তুলিল)

ভোলাই। তা হ'লে বড় মা মন্দিরে আছে কিনা একবার দেখে এস, আমি ছোটবাবুকে খুঁজতে চল্লুম।

চতুর্থ দৃশ্য

—*—

নাটমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

ভুবনেশ্বরী

ভুবনে। আর ভাব্‌তে পারি না। আর ভাব্‌তে গেলে মাথা ঠিক্ রাখ্‌তে পারব না। পাঠানী মা, বিদায়। তোকে ঘরে রাখ্‌তে অন্যায় সাহস আমি কিছুতেই করতে পারি না। রাখ্‌তে গেলে আমার কুঁড়ে ঘরের যা কিছু সঞ্চিত ধন এক পলকে মিলিয়ে যায়! গোপাল! রায় বংশকে কেবল রহস্য করতেই কি তুমি ওই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেছিলে? রহস্যের পর রহস্য—এতদিনের চেষ্টায় কোনও রকমে প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলুম। নিয়ে অভাবকে ভাব কোরে দিন কাটিয়ে আস্‌ছিলুম। কিন্তু শেষে একি করলে?

কোথা থেকে কি কোরে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় পথ দিয়ে একি বিচিত্র অতিথি আমার ঘরে ধরে নিয়ে এলে? তোমার এ রহস্য আমি সহ্য করব না। কিন্তু—মনে কথা তুলতেই প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে। তবু পাঠানীকে বিদায় দেব। গোপাল, তোমার এক রহস্যে সদ্যোজাত শিশু কোলে কোরে বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্যে এক মুসলমানী বধূ ঘরে পূরে আমি আবার বন্ধ্যা হতে পারব না।

কলির প্রবেশ

কি গো? এত দেরী কোরে এলি যে? গোপালের সঙ্গে কি কথা কইছিলি নাকি?

কলি। কথাই কইছিলুম। তুমি বললে গোপাল অঘটন ঘটাতে পারে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারে। কিন্তু তার আগে একবার বলেছিলে, আমার ও তোমার পুত্রের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল সাগরের ব্যবধান। তাই গোপালকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, গোপাল! এই সাগর শুকিয়ে তুমি চলাচলের একটা সুগম পথ ক'রে দিতে পার না?

ভুবনে। তা হোলে আমার পুত্রকে পাবার তুমি আশা রেখেছ?

কলি। সেকি মা! অবস্থার তীব্র রহস্যে স্বামীকে পাওয়া অতি অসম্ভব জানি, কিন্তু তা বোলে আশাকে পরিত্যাগ করব কেন?

ভুবনে। না মা, যদি সতীত্বের অভিমান রাখি, তোমাকে আশা ত্যাগের কথা বল্‌তে পারি না। ক্ষণ পূর্ব্বে আমি নিজের স্বামীকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম। সেই স্বামী আস্‌ছেন। একবার অন্তরালে যাও, অন্তরালে থেকে তাকে ভাল কোরে দেখে নাও। যখন ডাক্‌বো, তখন কাছে এস।

কলি। কেমন কোরে তাঁকে অভিবাদন করব?

ভুবনে। কেন মা, তোমাদের যেমন রীতি—সেলাম করবে।

কলি। না না। আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠ। তোমার তিনি স্বামী। আমি গোপালকে সেলাম করেছি। বালক দেখে করেছি। তাঁকে করব না। জলদি বল কি করব?

ভুবনে। আমি যেমন কোরে গোপালকে প্রণাম করেছি। হাঁটু গেড়ে ভূমিতে মাথা স্পর্শ করাই আমাদের দেবতা ও গুরুজনকে অভিবাদনের রীতি।

[কলির প্রস্থান।

নন্দলালের প্রবেশ

নন্দ। এ তুমি কি করলে বড় বউ? তোমাকে পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলুম, তুমি কিনা ইচ্ছা ক'রে আমাকে বিপদগ্রস্ত করলে! তোমার জন্য গো-বেচারা গজানন আমার কাছে লাঞ্ছনা খেলে।

ভুবনে। আমি ত যাচ্ছিলুম। যাবার সময় তুমি বংশের কথা তুল্‌লে কেন? তুমি রাঠোর, তুমি শত্রুভয়ে ঘর ত্যাগ করলে না, আমি শিশোদীয়া কন্যা—ত্যাগ করব? রঙ্গলাল তোমার সঙ্গে দেখা করেছে?

নন্দ। সে বেঁচে আছে?

ভুবনে। দেখা করেনি?

নন্দ। না।

ভুবনে। আমার এত অনুরোধ স্বত্বেও সে দেখা করলে না?

নন্দ। না। দেখা? সেই মূর্খটাকে খুঁজতেই আমি আত্মরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করতে পারলুম না। যাক! এখনি চলে এস। কি তোমার অন্যায় সাহস! এই দোর-খোলা-মন্দির-বাড়ীতে একা

তুমি কেমন করে বসে আছ? পাঠানের প্রকৃতি আমি বুঝতে পারছি না। শুন্‌লুম অস্ত্রধারী কতকগুলো দুর্ব্বৃত্ত একটু আগে ফটকের কাছ পর্য্যন্ত এসে ফিরে গেছে। বোধ হয় তারা বুঝেছিল, এঁর ভিতরে কেউ নেই। কেউ আছে জানলে বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তারা ফিরে যেতো না। যতই সাহসিনী হও, শিশোদীয় কন্যা, একা তোমার এরূপ অসম সাহস ভাল হয় নি।

ভুবনে। একা কোথায়? কলি!

কলির প্রবেশ

নন্দ। আমি ত বুঝতে পারছি না—কে ইনি বড়বউ?

ব্রজনাথের প্রবেশ

ব্রজ। বড়বাবু! বড়বাবু! শীঘ্র আমার সঙ্গে এস। একি! একে? মা? তুমি আছ? আচ্ছা বেশ করেছ—বেশ করেছ। ভেতো বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে তোমাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হুকুম করেছিলুম। তুমি যে যাওনি বেশ করেছ। সঙ্গে উটি কে?

ভুবনে। মা! ইনি আমার স্বামী। আর এই ইনি আমাদের বংশের সুহৃৎ—তেজ মণ্ডিত ব্রাহ্মণ—ঋষি-গুরু-বশিষ্ঠ।

(কলির উভয়কে প্রণাম করন)

ব্রজ। হাঁ মা? এই ইনি?

নন্দ। এই ইনি?

ভুবনে। ইনিই।

নন্দ। অভিবাদনের এরূপ রীতি তুমি কোথা থেকে শিক্ষা করলে মা?

ব্রজ। সম্মুখে মা দাঁড়িয়ে, কে শিখালে একথা আর কি জিজ্ঞাসা করতে হয় বড়বাবু? উজীর কন্যা!

নন্দ। উজীর কন্যা? (অভিবাদনোদ্যোগ)

ভুবনে। (নন্দের হস্ত ধরিয়া) সেলাম পরে ক'র। আগে নায়েব মশার কথা শোন।

ব্রজ। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য ক'রে বল, তোমার মর্য্যাদা অটুট আছে?

কলি। আছে জনাবালি? আমার এক রক্ষীর সঙ্গে আমি কটক যাচ্ছিলুম। এই গ্রামেরই সন্নিকটে একটা জঙ্গলে তার অপঘাত মৃত্যু হয়। আমাকে নিঃসহায় বুঝে এক দুর্বৃত্ত পাঠান সর্দ্দার আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। এঁর পুত্র—শুধু হাতে জনাবালি—বীরের কন্যা হ'য়েও এরূপ বীরত্ব আমি দেখিনি। দেখিনি বলার মূল্য নেই—শুনিনি। শুধু হাতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পাঠানের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন।

নন্দ। হাঁ বড় বউ! হতভাগাটা এলোনা—এলোনা? আমার সঙ্গে দেখা করলে না! রঙ্গলাল! রঙ্গলাল!

ভুবনে। ব্যাকুল হয়োনা। এখন এ কন্যাকে নিয়ে কি করব বল।

নন্দ। কি করব নায়েব মশায়?

ব্রজ। কি করতে চাওমা?

ভুবনে। সে কথা বলতে আমারত অধিকার নেই ঠাকুর। তবে রাজপুতানা হ'লে বলতে পারতুম। বীর্য্যশুল্কা নারী ক্ষত্রিয় অন্তঃপুরের গর্ব্ব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পারাও আফগান জয় ক'রে পাঠান-পতির কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এ আপনাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাংলা। ক্ষত্রিয়ের এ বাংলার সমাজে কতটা অধিকার আছে জানি না।

ব্রজ। মা! উজীর কন্যাকে জিজ্ঞাসা কর, উনি কি কর্‌তে চান।

ভুবনে। আপনিই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজ। মা! পিতার কাছে ফিরে যেতে চাও, না এখানে থাক্‌তে চাও?

কলি। স্থান আমি মনে নির্দ্দেশ করিনি। পিতার কাছে পাঠিয়ে দিতে চান, সেখানে থাক্‌ব। এখানে রাখতে চান, এখানে থাকব। তবে যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, সর্ব্বদাই আমি মনে করব, আমি রাঠোর কুলবধূ। এঁর সন্তানই আমার স্বামী।

ব্রজ। এঁর সন্তান যদি আপনাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করতে না চান্?

কলি। পত্নী ব'লে আমাকে গ্রহণ করা তাঁর সাধ্য কি? আর কুলবধূ রূপে ঘরে রাখতে আপনাদেরই বা সাহস কি? আজ যিনি বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমীর, কাল হবেন যিনি বাঙ্গালীর দণ্ডমণ্ডের বিধাতা, সেই প্রসিদ্ধ পাঠানবীর জুনিদখাঁ আমার পাণিপ্রার্থী।

ব্রজ। তাঁদের সে অবস্থা আর নেই। পাঠান স্থানচ্যুত শক্তিহীন।

কলি। তা আমি জানি। তথাপি যে শক্তি তাদের এখনও অবশিষ্ট আছে, তাতে একজন ক্ষুদ্র মৌজাদারের ঘর ধূলিসাৎ কর্‌তে তাদের কিছুমাত্র সময় লাগবে না।

ব্রজ। তা হ'লে, এরপর যখন তুমি গৌড়ে বাদসার সিংহাসনের পার্শ্বে বস্‌বে, তখনও কি মনে করবে তুমি রাঠোর কুলবধূ?

কলি। মা! এঁকে বশিষ্ঠ না কি একটা বল্‌লে? তুমি যখন বলেছ, তখন আমি বুঝেছিলুম, বশিষ্ঠ কথাটার মানে জ্ঞানী। মা! তা হ'লে এই জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে দাও।

ব্রজ। সতী! ওঁকে আর বোঝাতে হবেনা। তোমার কথাতেই বুঝেছি। তুমি কি, বোঝবার জন্যই এতগুলো প্রশ্ন করলুম।

ভুবনে। ঠাকুর গোপালমন্দিরের চূড়ায় ব'সে, আমি এই বালিকাতে আজ সতীতেজের স্ফুরণ দেখেছি।

ব্রজ। তাহ'লে মা লক্ষ্মীকে ঘরে রাখ।

ভুবনে। আপনি তা হোলে কি করবেন?

ব্রজ। তোমার পুত্রের বৌ-ভোজের দিন মাতৃদত্ত মিষ্টান্ন আমিই সর্ব্ব প্রথম মুখে তুলব।

নন্দ। উজীর পুত্রী! তোমাকে ভ্রাতৃবধূ বোলে গ্রহণ করলুম। ক্ষুদ্র মৌজাদার হোলেও আমি রাজপুত। তোমার গর্ব্বের কথাও সেই সঙ্গে গ্রহণ করলুম। তোমাকে গৃহে রাখতে যদি আমার গৃহ ধূলিসাৎ হয় তাও স্বীকার, তবু তোমাকে আমি রাখ্‌বো।

ভুবনে। তা হলে আপনারা অনুমতি করুন, রঙ্গলাল ডাকাতের উপর ডাকাতি করেছে, সে আনাতো ঠিক্ আনা হয় নি, মাকে তার পিতাকে দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

নন্দ। পিতা? বাংলার উজীর? তাঁকে কোথায় কেমন কোরে দেখিয়ে আন্‌বে?

ব্রজ। ভয় কি বড় বাবু! তোমার কাছারী বাড়ীতে আজ বাংলার বাদ্‌সাহীকে আবদ্ধ করেছি।

নন্দ। বিচিত্র! বিচিত্র! তা হলে যাও মা এঁর সঙ্গে, পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে ফিরে এস। বাংলা বুঝি আজ রাজপুতনার অভিনয় দেখ্‌তে ব্যগ্র হয়েছে। নইলে এরূপ অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা সকলের একত্র সমাবেশ কেউ কল্পনাতেও আন্‌তে পারে না।

ভুবনে। চল ছোট বউ, আমাদের বাপের সঙ্গে একবার দেখা কোরে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য

—*—

কাছারি বাটীর প্রাঙ্গণ

জুনিদ ও সুলেমান

জুনিদ। হুজুরালি? আমাদের দ্বারা আর বাংলার মালিকানি চলবে না।

সুলে। বুঝ্‌তে পেরেছ জুনিদ খাঁ? একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের নায়েব আমাদের চোখের ইঙ্গিতে বন্দী কোরে গেল।

জুনিদ। আপনার কন্যার জন্য আমার এই দুরবস্থা?

সুলে। একটা তুচ্ছ বালিকার মোহে তোমার এই দুরবস্থা?

জুনিদ। সিংহাসনের মোহ পরিত্যাগ করতে পারি, তবু আপনার কন্যার মোহ পরিত্যাগ করতে পারি না। সৈন্য সংগ্রহের নিমিত্ত আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আপনার কন্যার দুরবস্থা শুনেই আমার মস্তিষ্ক একেবারে বিচলিত হয়ে গেল। খিলিজি পাঠান তিন্‌শো বৎসর এদেশে বাস ক'রেও জাতির মহত্ব বিস্মৃত হয়নি। এক অজ্ঞাত-কুলশীলা পাঠান কন্যার মর্য্যাদা তারা নিজের ঘরের ইজ্জৎ মনে ক'রে তার রক্ষার সঙ্কল্পে অস্ত্র ধরেছে, আর আমি শুনে চুপ করে থাকবো? কালে যে একদিন সমস্ত

বাংলার অধীশ্বরী হবে, একটা ঘৃণিত তুচ্ছ কাফের তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে, এ কথা শুনে আমি কিছুতেই মস্তিষ্ক স্থির রাখ্‌তে পারলুম না। কোথা থেকে এসেছি, কি করতে এসেছি, এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত ভুলে গিয়েছিলুম। দুরাত্মাকে ও যে যেখানে তার আত্মীয় স্বজন আছে—সকলকে ধ্বংস করতে নিজের ফৌজ-কেই হুকুম করবো মনে মনে স্থির করেছিলুম। হায়! কুক্ষণে সে সময় আপনার কথা স্মরণে এলো। তা যদি না হোতো, এতক্ষণ সব কার্য্য আমার নিষ্পন্ন হয়ে যেত। দুরাত্মাদের শাস্তি হোতো, আপনার কন্যার উদ্ধার হোতো, আর বিক্রমশালী নূতন পাঠান সৈন্যের সাহায্যে এতক্ষণে আমার প্রভুভক্ত সহচরেরা রাজা টোডর-মল্লের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত করতো। মোগল সৈন্য হয় বন্দী, নয় সমূলে ধ্বংস হোত।

স্থুলে। বল, এখনও যদি মোগলকে আক্রমণ করবার তোমার সময় থাকে, তাহ'লে সাবাজ খাঁর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যত শীঘ্র পার তাদের আক্রমণ কর। আমি তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করছি।

জুনিদ। আর আপনি?

স্থুলে। আমাকে মুক্ত দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়ো না, আমি আমার প্রিয় তরবারিকে যখন স্বেচ্ছায় হস্তচ্যুত ক'রেছি, তখন আমার মুক্তি মূল্যহীন। তুমি যদি মুক্তি চাও বল।

জুনিদ। আপনার তরবারি আমি যদি আনিয়ে দিই?

স্থুলে। বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কন্যাঘাতী দেখবে কেন?

জুনিদ। বলেন কি?

স্থুলে। কন্যাকে জীবিত দেখতে আর আমার ইচ্ছা নেই। জুনিদখাঁ! যে মর্য্যাদার অভিমান মঙ্গোলী বংশের একায়ত্ত ছিল, তা

সরৃদিয়ার অনুর্ব্বর প্রান্তরে মৃত্তিকাসাৎ হয়েছে। আমার কন্যাকে এরপর তুমি রাজ্যেশ্বরী করলেও সে মর্য্যাদা আর ফিরে আসবে না। তরবারি ফিরে পেলে কন্যাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

জুনিদ। তা হ'লে যদি পারেন, আপনি আমাকে মুক্ত করুন।

সুলে। মুক্ত হয়ে কি করবে?

জুনিদ। সর্ব্বাগ্রে আমি আপনার কন্যার উদ্ধার করব।

সুলে। আর বাংলা?

জুনিদ। তারপর বাংলা উদ্ধার করতে পারি, বহুত আচ্ছা! না পারি অন্য ব্যবস্থা। আমার পিতৃব্য সুলেমান কেরাণী পথে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বাংলাটাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আমিও সেই রকম আপনার কন্যাকে সঙ্গে করে নিয়ে হিন্দুস্থানের পথে হাঁট্‌বো;—দেখবো আমিও তাঁর মত কোনও একটা জায়গা কুড়িয়ে পাই কিনা।

সুলে। আমি যদি তোমাকে কন্যা না দিই?

জুনিদ। হুজুরালি! আপনাকে পিতার তুল্য শ্রদ্ধা করি। আপনি আমাকে উত্তেজিত করবেন না। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়।

সুলে। যদি না দিই?

জুনিদ। আপনার এখন কথার মূল্য কি? না দেন, ভদ্রতার খাতিরে একবারমাত্র আপনাকে জানাব। তারপর আপনার কন্যা গ্রহণ করব।

সুলে। তা ঠিক বলেছ। আমার কথার এখন মূল্য নেই। আমি স্থানচ্যুত, মোগলে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে আমার শক্তির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রাখেনি। কিন্তু তথাপি জুনিদ খাঁ, আমার তরবারির মূল্য আছে।

কালুর প্রবেশ

কালু। খোদাবন্দ! এ তলোয়ার কি আপনার?

সুলে। জুনিদ খাঁ! তরবারি স্মরণ করতেই তরবারি এসেছে।

জুনিদ। এসেছে—আমাকে কোতল করুন। আমি জীবিত থাকতে আপনার কন্যার লোভ পরিত্যাগ করবো না। তার একটী কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেবনা।

সুলে। তরবারি কোথায় পেলে সর্দার?

কালু। এক ওমরাও এটাকে এনেছেন। আপনার কাছে পাঠিয়ে তিনি আপনার সঙ্গে দেখার অপেক্ষায় আমাদের কাছারিবাড়ীর দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুলে। তাঁকে নিয়ে এস। (কালুর প্রস্থান) এখনও বল, মুক্ত করে দিই।

জুনিদ। আপনিও ত বন্দী।

সুলে। আমি এখন আমারই কাছে বন্দী—আর কারও কাছে নয়। সুলেমানের হাতে তার চির প্রিয় "আফ্তাফ্"—ফিরে এসেছে।

জুনিদ। বলুন আপনি কন্যাকে বিনষ্ট করবেন না?

সুলে। কন্যার লাঞ্ছনা আর গোপন রইল না। অনেক কান হয়ে গেল। এর পরে কি তুমি তার সর্ব্বনাশের কথা আমাকে শোনাতে চাও? হৃদয় এখনি ভেঙ্গে আসছে! এর পরে মৃত্যু। না—না, মৃত্যুর পূর্ব্বে পঙ্গুর দেহে বুঝি তার দুর্দ্দশার কাহিনী আমাকে শুনতে হবে। তা হবে না—তা হবে না। জুনিদ খাঁ! কন্যার দুঃখ-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গোলী বংশের মর্য্যাদাভিমান কথাটাও দেশ মধ্যে প্রচারিত হোক্।

সহবৎ খাঁর প্রবেশ

স্থলে। সহবৎ খাঁ ?

সহবৎ। গোলাম হুজুরালি ! আমার হুজুর আপনার কাছে এই চিঠী পাঠিয়েছেন।

স্থলে। এ তলোয়ার তুমিই এনেছ ?

সহবৎ। ঝাড়গ্রামের নিকট একটী গাছে আমার প্রভু এটাকে ঝুল্‌তে দেখেছিলেন। তিনি একে দেখে বুঝেছেন এ আপনার তরবারি।

স্থলে। আমি এখানে আছি, তিনি জান্‌লেন কি করে ?

জুনিদ। এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হবে না। আপনি চিঠী পড়ুন।

সহবৎ। কেও জুনিদ খাঁ ? হুজুরালি সেলাম। এ পত্র আপনিও পাঠ করুন।

জুনিদ। উজির সাহেবের পাঠ হলেই আমার জানা হবে।

স্থলে। তুমি যা ভেবেছিলে তাই। সাবাজ খাঁও শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করেছেন। তিনি পত্রপাঠ আমাদের উভয়কেই নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে মোগল শিবির আক্রমণ করতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ চলে গেছে। তবে এখনও সুযোগ একেবারে যায়নি। এখনও আশা আছে। শত্রু ক্লান্ত, তার উপর ঝাড়খণ্ড সুরক্ষিত করবার তারা এখনও অবকাশ পায়নি। সুতরাং এখনও পাঠানের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। এ সুযোগ ছাড়লে আর হবে না।

জুনিদ। সহবৎ খাঁ ! তোমার প্রভুকে সেলাম দিয়ে বোলো আমি উঠেছি।

সুলে। সাবাজ খাঁকে আমারও সেলাম দিয়ে বোলো, আমিও উঠেছি। তবে এই একমাত্র তরবারি ভিন্ন আর আমার কিছু নাই।

সহবৎ। আমার প্রভুর সেটা অবিদিত নেই। তিনি বলেছেন সেজন্য উজীর সাহেব যেন ব্যাকুল না হন্। তাঁর সৈন্যের অভাব হবে না।

সুলে। আমি ত তাঁর সৈন্য নিয়ে তাঁকে দুর্ব্বল করবো না।

সহবৎ। তাঁর একটী সেপাইও আপনি পাবেন না সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রভু আমাদের উদার মহৎ হ'লেও আমরা সেরূপ উদার মহৎ নই। তাঁর প্রতি আপনার আচরণ তিনি ভুলতে পারেন। আমরা ভুলব না!

সুলে। তোমাদের প্রভুভক্তিতে সন্তুষ্ট হলুম। তা হ'লে জুনিদ—

জুনিদ। আমি ত আগেই উঠেছি জনাবালি।

সহবৎ। আপনি অগ্রসর হন্। আমি উজীর সাহেবের ফৌজের ব্যবস্থা করি। [প্রস্থান।

জুনিদ। জনাবালি! আমার মুক্তি?

কালুর প্রবেশ

সুলে। সর্দ্দার! তোমার প্রভুর ফেরবার অপেক্ষা করতে পারছি না। আমরা যে এখনি মুক্তি চাই।

কালু। খোদাবন্দ! আপনি ত কখনই বন্দী হন্‌নি। নায়েব মশাই বলে গেছেন যখনই আপনাদের যাবার অভিরুচি হবে, তখনই— আপনারা চলে যাবেন।

সুলে। তা হ'লে জুনিদ খাঁ, তুমি অগ্রসর হও। আমি আমার অচেনা অজানা ফৌজের প্রতীক্ষা করি।

(জুনিদ খাঁ কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে কলি বেগমের প্রবেশ।)

জুনিদ। একি!

কলি। জুনিদ খাঁ, জল্‌দি একটু তফাৎ হও। আমার সঙ্গে জেনানা।

সুলে। তাকে বাইরেই থাক্‌তে বল। প্রয়োজন বোধ করি, আমি তাকে ডাক্‌বো। তুমি কাছে এস। জুনিদ খাঁ! তুমি যাও।

জুনিদ। দোহাই জনাবালি, আমার প্রতি দয়া করুন।

সুলে। মুর্খ! পাঠানের স্বাধীনতা একটা তুচ্ছ বালিকার চেয়ে অনেক গুণে মূল্যবান।

জুনিদ। আমি যাব না। যদি যাই, আপনার কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুলে। তবে দাঁড়াও (তরবারিতে হস্ত দান)

জুনিদ। মোঙ্গোলী—আমি জীবিত থাক্‌তে নয়।

সুলে। তবে তুমি মৃত।

(উভয়ের অসি যুদ্ধ। জুনিদের হস্ত হইতে অস্ত্র পতন)

জুনিদ। (সুলেমানের পদ ধরিয়া) দোহাই জনাবালি আমার সম্মুখে হত্যা করবেন না।

সুলে। তবে এই অস্ত্র নিয়ে চলে যাও।

জুনিদ। অগ্রে আমাকে হত্যা করুন।

সুলে। তা হ'লে দাঁড়াও, কন্যাকে অগ্রে হত্যা ক'রে, পশ্চাতে তোমাকে হত্যা করবো। আশা করেছিলুম, তোমা হ'তে একদিন না একদিন বঙ্গে পাঠান শক্তির পুনরুদ্ধার হবে। এখন বুঝছি হবে না। তোমারও মৃত্যু শ্রেয়। অপেক্ষা কর। এর পরে যে লোকে বলবে এক মোঙ্গোলীর জন্য পাঠান রাজ্যের ধ্বংস হ'ল সে কলঙ্ক রাখবো না।

যার মোহে আজ তুমি জাতির গর্ব্ব বিস্মৃত হচ্ছ, তোমারই চোখের সম্মুখে আগে তাকে দুনিয়া থেকে সরাই। তার পরে তোমাকে সরাব। নতুবা জুনিদ খাঁ,—এখনও পর্য্যন্ত সময় দিচ্ছি, তুমি স্থান ত্যাগ কর।

জুনিদ। আমি স্থান ত্যাগ করবো না।

ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ

কলি। এসোনা মা এসোনা। এ মৃত্যুর লীলা-ভূমি। জীবনময়ী তুমি এখানে পদার্পণ ক'রনা।

ভুবনে। একি মা কলি, এরই মধ্যে ভুলে গেলি। মন্দিরের চূড়ায় ব'সে তোতে যে আমি সতী-শক্তির স্ফুরণ দেখেছি। এইটুকু পথ আসতেই কি তা হারিয়ে ফেল্‌লি? সতী! এক স্বামী ভিন্ন জগতের সমস্ত জীবই সতীর সন্তান। মৃত্যুও সেইরূপ সন্তান। সতী মৃত্যুকে সন্তান জ্ঞানে শিশুর মত তাকে অঞ্চলে ঢেকে ঘুরে বেড়ায়।

কলি। তবে দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে আমার মৃত্যু দেখ।

সুলে। কে ইনি?

কলি। পরিচয় নেবার ত অবসর দিলেন না। আর পরিচয়ে প্রয়োজন নেই।

ভুবনে। আমিও আপনার কন্যা। পিতা! কি অপরাধে আমার ভগিনীকে হত্যা করছেন, এ কন্যাকে বল্‌তে কি আপনার আপত্তি আছে?

সুলে। জুনিদ খাঁ! কিছুক্ষণের জন্য পার্শ্বের ঘরে অবস্থান কর। আর যদি যেতে ইচ্ছা কর, এই অস্ত্র নাও—এখনও সময় আছে, চলে যাও।

জুনিদ। আমি যাবনা জনাবালি। (অন্তরালে গমন)

স্থলে। আমি নির্ব্বংশ হ'তে যাচ্ছিলাম। কে মা তুমি এসে বাধা দিলে?

ভুবনে। কি অপরাধে ভগিনীকে হত্যা করবেন?

স্থলে। অপরাধ? বালিকার বর্ত্তমান অবস্থাই তার অপরাধ। এ অবস্থায় ওকে আমি রাখতে পারি না।

ভুবনে। ওর কি মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা করছেন?

স্থলে। পূর্ব্বে করেছিলুম। কেমন করে তোমার আশ্রয় পেয়েছে জানি না। তবে তোমাকে দেখে, আর তোমার কথা শুনে বুঝেছি তোমার আশ্রয় পেয়ে কন্যার মর্য্যাদা শতগুণে বেড়েছে। এমন অপূর্ব্ব অমৃতময় কথা আমি আর কখন শুনিনি।

ভুবনে। (জোড় করে নমস্কার) এ কন্যার গর্ব্ব, না তার পিতার গর্ব্ব?

স্থলে। আর বলনা মা, আর বলনা! হাত আমার অবশ হয়ে আসছে। তবু আমি কন্যাকে কাটবো, এ কন্যা জীবিত থাকলে পাঠান রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

ভুবনে। এ কন্যার সঙ্গে পাঠান রাজ্যের কি সম্বন্ধ জানি না। তবে এটা বলতে পারি যে, এক সতী কন্যার তুলনায় সারা দুনিয়াটা মূল্য হীন। দুনিয়া ভাঙ্‌লে আবার গড়ে। পিতা! সতীত্ব ভাঙ্‌লে আর গড়ে না।

স্থলে। তবু আমি কাটবো। কন্যাকে রক্ষা করি এমন স্থান আমি দেখতে পাচ্ছিনা। আমার বংশের ওই বালিকাই একমাত্র অবশিষ্ট। যাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব মনে করেছিলুম, তাকে এ কন্যা দিতে আর আমার প্রবৃত্তি নেই।

ভুবনে। পিতা! আমার ভগিনী আমাকে দিন। চির কুমারী রেখে আমি ওর সেবা করবো।

সুলে। এইবার তোমাকে পাগলিনী বল্‌বো। ওর যদি পরিচয় গোপন থাক্‌তো, তোমাকে দিতে পারতুম। পরিচয় প্রকাশ হয়েছে। মঙ্গোলী বংশের মর্য্যাদার তুলনায় আমিও সারা দুনিয়াটা সোলার মত হালকা মনে করি। বিশেষতঃ বাদ্‌সা পর্য্যন্ত এ কন্যাকে পাবার প্রত্যাশী। তুমি নিয়ে রাখ্‌তে পারবে কেন। কলি! ঈশ্বর স্মরণ কর।

জুনিদের পুনঃ প্রবেশ

জুনিদ। আল্লার দোহাই, কাটবেন্ না।

সুলে। এত কথা শুনেও আবার যদি তুমি কাঁদতে এসো, তা হ'লে বুঝবো জুনিদ খাঁ তুমি মনুষ্যত্বহীন।

ভুবনে। সর্দার! এই জিঘাংসু পিতার হস্ত থেকে কন্যাকে উদ্ধার করতে পারবে না?

কালু। কেন পারবো না, হুকুম করলেই পারি।

ভুবনে। তবে রক্ষা কর।

সুলে। এসো রক্ষা কর। (উভয়ের অসি যুদ্ধ। কালুর পতন)

কালু। মা মা! এ যে স্বয়ং রোস্তম! আমিত পারলুম না!

সুলে। কি মা লয়লী? আর কেউ তোর আছে?

ভুবনে। রঙ্গলাল! এই জিঘাংসু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর।

রঙ্গলালের প্রবেশ

সুলে। কে হে তুমি?

রঙ্গ। আজ্ঞে হুজুরালি, আমি।

ভুবনে। রঙ্গলাল? এই জিঘাংসু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর। যদি পার, আমিই এই কন্যা তোমাকে দান করবো।

রঙ্গ। দানের লোভ কেন দেখাচ্ছ মা? বিবি সাহেবকে রক্ষার যে আদেশ করেছ সেই আদেশই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভুবনে। কেন যথেষ্ট রঙ্গলাল! তোমাকে কোলে পেয়ে একদিন বন্ধ্যা নিজেকে পুত্রবতী মনে করেছিল। শুধু স্তন্যপান করাতে পারিনি। কিন্তু সেই পালনের গর্ব্ব আজ অনুভব করলুম। বুঝলুম তিলোত্তমার রূপ নিয়েও এ মুসলমানী তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারেনি। আজ আমি তার পুরস্কার দেবার জন্য দাঁড়িয়েছি। এই ভীষ্ম তুল্য অস্ত্রধারী বৃদ্ধের হাত থেকে এই কন্যাকে উদ্ধার ক'রে তুমি তাকে গ্রহণ কর।

রঙ্গ। ওঁর যে স্বামী আছেন!

ভুবনে। মূর্খ! বালিকার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পারনি। ওঁর স্বামী আছেন। রঙ্গলাল, সে আর কেউ নয়, তুমি।

কলি। দন্ত পেষণ করনা জুনিদ্ খাঁ, উনিই আমার স্বামী।

সুলে। কি বললি কম্‌বখ্‌তি?

কলি। যা বলবার বলেছি, আপনি শুনেছেন।

সুলে। সুবেদার মোনাইম খাঁর ঘরে তোকে প্রবেশ করতে দিলুম না। দিলে আমিই বাংলার মালিক হতে পারতুম। বাংলার ভাবী সুলতান এই যুবককেও তোকে দিলুম না। দিলে হয়ত একদিন তোকে রাজ্যেশ্বরী দেখ্‌তে পেতুম। সেই আমার সুমুখে তুই বললি এই ক্ষুদ্র নগণ্য হিন্দু যুবক তোর স্বামী?

কলি। যতক্ষণ রসনার কথা বলবার শক্তি থাক্‌বে, ততক্ষণ

বলরো স্বামী। যখন বনের মধ্যে নিঃসহায় বুঝে বলপূর্ব্বক পাঠান দস্যু আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কোথায় ছিলেন আপনি? আর কোথায় ছিলেন এই ভবিষ্যত বঙ্গেশ্বর? এই মহাপুরুষ একা নিরস্ত্র—পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পাঠানকে বিধ্বস্ত ক'রে আমাকে রক্ষা করেছেন। না করলে এই অস্ত্র নিয়ে আপনি কন্যার গলার কাছে ধ'রে আজ এই মর্য্যাদা রক্ষার অভিনয় দেখাতে পারতেন না। দুদিন মাত্র কন্যার শোকে অশ্রু বর্ষণ করতেন। আর ভবিষ্যত বঙ্গেশ্বর দিন দুই আমার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়ে অন্য কোন রমণীকে সিংহাসন পার্শ্বে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। আর আমি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ঘৃণিত নারকীর অন্তঃপুরে আমরণ বন্দিনী হয়ে থাকতুম। তখন সূর্য্য পর্য্যন্ত আমার অস্তিত্ব জানতে পারতো না।

জুনিদ। একথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কলি। তোমার বিশ্বাস না হ'লে আমার কোনও ক্ষতি নেই জুনিদ খাঁ। যে বংশের কন্যা আমি, সে বংশের এই মহান প্রতিনিধি যদি একথা বিশ্বাস না করেন, তাহ'লে আমি ক্ষতি বোধ করবো।

সুলে। বলে যাও—আমি বিশ্বাস করছি।

কলি। সে অদ্ভুত বীরত্ব আমি দেখেছি। কাছে ব'সে রহস্যালাপ করেছি। ওঁর চরিত্রের মহত্ত্ব অনুভব করেছি। রূপ দেখেছি। সেরূপ হৃদয়ে লুকিয়েছি। যেখানে লুকিয়েছি, অস্ত্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করলেও আপনি সে স্থান খুঁজে বার করতে পারবেন না।

ভুবনে। বাবা অস্ত্র কোশ বদ্ধ করুন। পিতা ব'লে আনন্দ পেয়েছি। আপনাকে ও আনন্দ আশ্রয় করতে দেখ্‌লে নিশ্চিন্ত হই। বেশী বলতে পারছি না; তবে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, আর যে কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, সেই উভয় কুল স্মরণ ক'রে আপনাকে

বলি, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে এ যুবককে ক্ষুদ্র নগণ্য দেখে নিরর্থক অন্তর্যাতনায় নিজেকে শীর্ণ করবেন না। আপনার তুলনায়, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা ক্ষুদ্র নগণ্য হতে পারি, কিন্তু পিতা, অতি ক্ষুদ্র তৃণের অগ্রভাগে একটী যে অতি ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু অবস্থান করে, সে তার সেই ক্ষুদ্রতার আবরণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লুকিয়ে রাখে। এই জেনে অভিমান ত্যাগ করে ভগিনীকে আমার এই দেবরের হাতে সমর্পণ করুন।

সুলে। রঙ্গলাল! আমার কন্যা তোমাকে দান করলুম, গ্রহণ কর।

কলি। জুনিদ খাঁ! ক্ষুব্ধ হয়োনা, সহোদরার যা ভালবাসা সে সমস্ত আমি তোমাকে দান করবো। (জুনিদ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।)

সুলে। কিন্তু তোমাকে যৌতুক দেবার যোগ্য আমার কিছুই নাই। এই এই (অস্ত্র প্রদর্শন) একমাত্র অবলম্বন, বংশানুক্রমিক মঙ্গোলী মহাবীরগণের ন্যস্ত ধন—এই অসি তোমাকে প্রদান করলুম। কলি! আমার অধিকার থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনে রাখ, আমা হ'তে বাঙ্গলার মঙ্গোলী বংশের শেষ। মা! এই পিতা-পুত্রীর শেষ মিলন। আজ হ'তে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আর স্মরণে এনোনা।

[প্রস্থান

কলি। না পিতা, যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন আপনি আমার সুমুখে আছেন মনে করবো।

জুনিদ। রঙ্গলাল বাবু! মতিহীন বৃদ্ধ তোমাকে এই কন্যা দিয়ে চলে গেল। কিন্তু এতে পাঠানজাতির মাথা হেঁট হ'ল। পাঠান তো এ অপমান সইবে না! তুমি এ কন্যাকে রাখ্‌তে পারবে?

ভুবনে। সে বিষয়ে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। বাবা! রাজপূত, কুলবধূকে কেমন ক'রে রক্ষা করতে হয় জানে। যদি

চিতোরের ইতিহাস আপনার জানা থাকতো, তা হ'লে এমন প্রশ্ন করতেন না। আলাউদ্দিন দেবী পদ্মিনীর লোভে চিতোর জয় করতে এসে, শুধু চিতোরের দগ্ধ-মৃত্তিকা স্পর্শ করেছিল, কোনও রমণীর অঙ্গে হাত দিতে পারেনি।

জুনিদ। বাবু সাহেব তা হ'লে আমাকে হত্যা করুন।

রঙ্গ। হত্যা ? আপনাকে ? আমাদের গৃহে আপনি অতিথি। ছিঃ হুজুরালি, আমাকে অন্য কোন প্রকারে গালি দিন।

জুনিদ। এ কথা পাঠানেরা শুন্‌লে নিরস্ত করতে আমারও ক্ষমতা থাকবে না। তাই বলছি আমাকে হত্যা করুন। (অস্ত্রত্যাগ)

রঙ্গ। (জুনিদের অস্ত্র কুড়াইয়া হস্তে দান) এই নিন্। এই আমার উন্মুক্ত বক্ষ। মা যদি ব্যাকুল হন, জীবনে প্রথম বুঝবো উনি আমার মা ন'ন্। স্ত্রী যদি ব্যাকুল হন, তা হলে বুঝবো মঙ্গোলী সাহেবের কন্যা ওঁর লোকাপবাদ। উনি রাঠোর কুলভুক্ত হবার অযোগ্য। আপনি এই বক্ষে অস্ত্র পূরে আপনার মর্ম্মবেদনা দূর করুন।

জুনিদ। মর্ম্ম বেদনা! না বাবু সাহেব! বালিকার প্রতি অগাধ ভালবাসার কল্পনায় তার দুরবস্থার চিন্তায় যে মর্ম্ম বেদনা আমার হয়েছিল, এখন তার কণামাত্রও আমাতে নাই। তোমার ব্যবহার দেখে, আর মা, তোমার মুখে রাজপুত-নারীর সতীত্ব-গৌরবের কথা শুনে বুঝলুম, বালিকার পক্ষে এই রাজপুতের আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কলি! তুমি আমাকে সহোদরার ভালবাসা দিতে এসেছ, আমাকে তাই দাও। আমার সহোদরার অভাবই পূর্ণ কর। মা! মর্ম্মবেদনা একদিকে যেমন ঘুচে গেল, অন্যদিকে তেমনি রাশি রাশি ঘেরে এলো। বাংলার ভবিষ্যত-সুলতানা একজন তুচ্ছ বিধর্ম্মী মৌজাদারের ঘরে আবদ্ধ হয়েছে শুনলে দাম্ভিক পাঠান কখন চুপ করে থাকবে না।

কথা গোপন থাকবে না, তারা শুনবে। আর যেমন শুনবে, অমনি আমার শত নিষেধ স্বত্বেও বালিকার উদ্ধারের নিমিত্ত প্রবল বন্যার মত সর্দিয়া গ্রাম তারা প্লাবিত ক'রে চলে যাবে। আমি পাঠান। ইচ্ছা না থাকলেও তাদের নেতৃত্ব আমি গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারবো না। তার একমাত্র প্রতিকার (সহসা কটিদেশ হইতে ছোরা বাহির করিয়া বক্ষে আঘাত)—এই।

ভুবনে। (জুনিদকে ধরিয়া) জুনিদ! জুনিদ! বাপ্ এ কি করলে?

জুনিদ। ছেড়ে দাও মা, ছেড়ে দাও! বাংলার পাঠান রাজত্ব ধীরে ধীরে লোক অগোচরে এই কুটীরে সমাধিস্থ হোক্, (পতন ও মৃত্যু)

ভুবনে। রঙ্গলাল! এই মহিমামণ্ডিত রক্তস্তূপের সম্মুখে একবার পত্নীর হস্ত ধর। রাজপুত-পত্নী! এইবারে তোমার মর্য্যাদা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

মোনাইম খাঁ, টোডরমল ও ব্রজনাথ

টোডর। সমস্ত ফৌজ নিয়ে যেতে হবে?

ব্রজ। যদি পাঠানরাজ্যের ভিত তুলে দিতে চান, তা হ'লে সমস্ত। নইলে পাঠানের জড় মরবে না। রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করতে বহুকাল আপনাদের কষ্ট পেতে হবে।

টোডর। পাঠান ফৌজ এদেশে আছে?

ব্রজ। আছে? আছে কি রাজা—আপনাদের বড় ভাগ্য, তারা আজ ব্রজ ঘোষালের খর্পরে পড়েছিল। নইলে আছে কিনা আছে, আজ তারা আপনাদের ভাল ক'রে দেখিয়ে দিত। মোগল সৈন্যকে আর দেশে ফিরতে হ'ত না। আপনাদের বাংলা জয়ের আশা এইখানেই শেষ হ'য়ে যেতো। বড় ভাগ্য, মাঝখানে এই বুড়োহাড়ের বেড়া পড়েছিল। লড়াইয়ের বারো আনা আমি জিতে দিয়েছি। বাদবাকিটুকু আপনারা শেষ করুন।

মোনা। রাজা! ইতো বাউরা হ্যায়।

ব্রজ। আপনিও কি আমাকে বাউরা মনে করেছেন রাজা?

টোডর। না।

মোনা। তুমি যে রকম আরব্য উপন্যাসের মত কথা কথা বলছ, তাতে তুমি হয় পাগল, না হয় পাঠানের চর।

ব্রজ। পাগল বল্লে, কি ক'রে প্রতিবাদ করব হুজুর? তবে চর যে নই, তা এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদি না যান, তা হ'লে এই খানেই আপনাদের বন্দী ক'রব। তা হ'লে কেমন ক'রে এসেছি, আপনাদের দেখাতে দেখাতে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে নিয়ে যাব। দুধারে আপনাদের ফৌজ দাঁড়িয়ে—আপনাদের সেলাম করবে, কিন্তু আপনাদের অবস্থা যে কি কেউ জানতে পারবে না। (ইঙ্গিত)

মোনা। বাঃ বাঃ? কি সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক!

রঙ্গলালের প্রবেশ

টোডর। কি যুবক! তুমি আমাদের দুজনকে বন্দী করতে এসেছ?

রঙ্গ। বন্দী করতে আসিনি রাজা, নিমন্ত্রণ করতে এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে এসেছি। মৃত্যু নিমন্ত্রণ করে, জীব সে নিমন্ত্রণ খেতে এগিয়ে যায়। মৃত্যু এক জায়গায় ব'সে আছে। সম্মুখে নিমন্ত্রণলুব্ধ পথিকের প্রান্তর। জীব কখন সেখানে একা আসে, কখন দল বেঁধে পাতা-পেতে বিরাট ভোজে সারি সারি ব'সে যায়। মৃত্যু ব'সে দেখে—স্বস্থান থেকে এক পদও স্থান পরিবর্ত্তন করে না। সেই ভোজের পরিচর্য্যা করতে কোথা থেকে কত কি এসে মৃত্যুকে সাহায্য করে। রাজা, সেই মৃত্যুর ভোজের উৎসব দেখবার জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

টোডর। যদি না যাই?

রঙ্গ। মৃত্যুর নিমন্ত্রণ—তার আদেশ বলেই জানবেন।

ব্রজ। কি হুজুর? এর কথায় নিমন্ত্রণ রাখবেন, না আরও লোক ডাকবো?

মোনা। এরূপ আহাম্মুখ আর কত?

ব্রজ। আজ্ঞে আরও একশ'। স্ফূর্ত্তি করতে করতে আমরা হাজার তাঁবু অতিক্রম ক'রে চলে এলুম। আমরা সেলাম দিলুম, তারাও সেলাম দিলে। বিভিন্ন জাতীয় লোক নিয়ে আপনাদের সৈন্য। সমস্ত রাত্রির জাগরণে সকলেই ক্লান্ত। সুতরাং উষাকালে তাদের ঘুমন্ত চোখের উপর দিয়ে একশ' লোকের ফাঁকি দিয়ে আসা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়।

মোনা। বুঝেছি বৃদ্ধ! তুমি অসামান্য বুদ্ধিমান। কিন্তু বুঝতে পারছিনা পাঠানের উপর তোমার এত মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হলো কেন?

ব্রজ। সে কথা এখানে জিজ্ঞাসা করবেন না। এতক্ষণ কার্য্য-সিদ্ধির গর্ব্বে সব ভুলে গিয়েছিলুম। বল্‌তে মর্ম্মভেদ হয়ে যাবে। যদি সসৈন্যে আসতে চান—এখনি আসুন। পাঠান ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝবেন! যদি তা না করতে চান তা হ'লে মাফ করুন হুজুর, যা বলেছি তা করব।

মোনা। আর করতে হবে না! বৃদ্ধ! আমরা তোমার কাছে পরাভব স্বীকার করছি।

ব্রজ। (বারংবার সেলাম) তা হ'লে হুজুর, এই যুবককে আমি আপনার আশ্রয়ে নিক্ষেপ করলুম। এর আত্মীয়-স্বজন আজ বিপন্ন। ক্ষুদ্র এক মৌজাদারকে সবংশে মৃত্তিকাসাৎ করতে সমস্ত পাঠান আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! যদি ফিরে গিয়ে তাদের দেখতে পাই, তা হ'লেই এ জয় আমার সার্থক। নইলে—(চক্ষে বস্ত্রদান)

টোডর। কাঁদবেন না! আপনার এই অদ্ভুত শক্তিতে, আমাদের বিস্মিত ক'রে কেঁদে ব্যাকুল করবেন না। কিন্তু জানতে বড় কৌতু-হল হয়েছে। সামান্য মৌজাদারকে ধ্বংশ করতে সমস্ত পাঠান—

ব্রজ। রাজা! ঈশ্বরের রাজ্যে অতি সূক্ষ্ম বীণার তারেই জীবন মরণের গান ভেসে উঠে। যখন জানতে কুতুহলী হয়েছেন, তখন গোপন করব না। ঘটনাচক্রে উজীর কন্যা কলিবেগম এই যুবকের প্রতি অনুরাগিনী হয়েছেন।

মোনা। কি বল্লে? আর একবার বল।

ব্রজ। হুজুর! আবার কি আপনার অবিশ্বাস হচ্ছে?

মোনা। ব্রাহ্মণ! স্বয়ং সম্রাট্ তাকে লাভ করলে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

ব্রজ। তিনি আজ রতিলাল রায়ের পুত্রবধূ।

মোনা। আমি তাকে পুত্রবধূ করতে পারলে, তার জন্য সাম্রাজ্য বিনিময় করতে পারি।

টোডর। তোমরা কি?

রঙ্গ। রাঠোর।

টোডর। উজীর কন্যা?

রঙ্গ। রাঠোর কুলবধূ!

টোডর। কুলবধূর মন্ত্র পেয়েছে?

রঙ্গ। নইলে একমাত্র সঙ্গী সহায়—তাকে বনপ্রান্তে রেখে এখানে আসতে পারতুম না, রাজা!

টোডর। হুজুরালি! সেই পাঠান কন্যার দেহের চারি পাশে এখন যে বিশাল বহ্নির আবরণ, তাকে স্পর্শ করতে গেলে, আপনার সাম্রাজ্য ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে হাহাকার ক'রবে।

মোনা। নিশ্চিন্ত হও যুবক! গত যুদ্ধে আমি পুত্রহীন হয়েছি। তোমাকেই পুত্রের আদরে অভ্যর্থনা করছি। রাজা! প্রস্তুত হ'ন—আপনার অনুমানশক্তিকে আমি সেলাম করি। আপনারই সেনা-পতিত্বে আমি আজ পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

ব্রজ। যুদ্ধের জন্য বেশী আয়াস করতে হবে না। আগেই পাঠা-নের গর্দ্দান গেছে। জুনিদ খাঁ এই বৃদ্ধের জন্যই আত্মহত্যা করেছে, উজীর বুঝি এতক্ষণ তীর্থের পথে। মাথা-শূন্য পাঠান সৈন্য কবন্ধের মত নৃত্য করছে। (দূরে কামান ধ্বনি) ওই—ওই—আসুন—আসুন কবন্ধধ্বংসের এমন সুবিধা আর পাবেন না, আসুন—আসুন—আসুন। সূর্য্যদেব উঠে দেখুন ক্ষুদ্র সরদিয়া পাঠান রাজ্যকে সঙ্গে নিয়ে মাটীর ভিতর ঢুকে গেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—*—

রতিলালের বহির্ব্বাটী

সহবৎ

সহবৎ। প্রভুর এ জীবন-যন্ত্রণা দেখার চেয়ে, মনে হচ্ছে, স্বজাতির কামান-নিক্ষিপ্ত গোলায় বুক দিয়ে মরা আমার ছিল ভাল! কই হুজুরালি?

সাবাজের প্রবেশ

সাবাজ। দেখেছ?

সহবৎ। দেখেছি। সব স্থান তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছি, কেউ

নেই। নেই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, হিন্দু ধর্ম্মনাশ-ভয়ে গোশালা গো-শূন্য করেছে।—বাড়ীর সব আস্‌বাব অনাদৃত ভাবে যেখানে সেখানে প'ড়ে আছে। ঘরের সকল দ্বারই একরূপ উন্মুক্ত।

সাবাজ। তবে নেই—নেই—কেউ নেই।

সহবৎ। কেউ নেই—এখানে ত নেইই, গ্রামে একটা এমন চোর পর্য্যন্ত নাই যে, এই অপূর্ব্ব সুযোগে এসে রায়দের সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে যায়। এক চোরের কার্য্য করেছি আমি। শুধু আপনার জন্য। যে কার্য্য কখন কল্পনাতেও আনতে পারিনি। বিধর্ম্মী হয়ে হিন্দুগৃহস্থের অজ্ঞাতসারে তার অন্দরে প্রবেশ করেছি।

সাবাজ। তুমি সন্তান—তুমি সন্তান! ঈশ্বর যদি সুযোগ দিতেন, তা হ'লে তোমাকেও আমি এই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিতুম! সহবৎ, প্রেম যার নিজস্ব সম্পত্তি তার নাম হৃদয়। জাতিধর্ম্ম নিয়ে তার নাম নয়। যে তার অধিকারী তার নাম মানুষ।

সহবৎ। যাক, আর বিলম্ব করবেন না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখে আপনার পরিবারবর্গ গৃহত্যাগ করে চলে গেছে। মন্দিরে যখন প্রবেশ করতে আপনার সাহস নাই, তখন এই স্বজন-পরিত্যক্ত গৃহে আপনি প্রবেশ করুন। এই আপনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সমস্ত পাঠান সরদার আপনার অনুসন্ধান করছে। তাদের অভিপ্রায় আপনাকে এই গ্রাম-ধ্বংসকারীদের নেতা করবে। সে দুর্ভাগ্য আসবার আগে আপনার মৃত্যু হোক। মৃত্যু—যে প্রিয়জনের মত আপনাকে সম্মান দেখাবে, সে আসুক। এসে আপনার ঘরকেই আপনার সমাধিস্তূপে পরিণত করুক।

সাবাজ। ঠিক্—ঠিক্! শান্তির লোভে ঘর ছেড়ে দূর—দূরান্তরে ছুটে গিয়েছিলুম, নিশ্চিন্ত বসব ব'লে পাহাড়ের উপর ঘর রচনা করেছিলুম।

সেই দূর, হতাশার প্রচণ্ড করপেষণে, নিকট হ'য়ে গেল। পৃথিবীর মর্ম্মচাঞ্চল্যে পাহাড় আমার সে আশ্রয় গৃহকে নিয়ে মাটির ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু আমার সেই পুরাতন—এখনও চিরনূতন সৌন্দর্য্যে আমাকে কোলে নেবার জন্য করুণামাখা স্থির ইঙ্গিত নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে! যাও, মহবৎ, এইবারে তুমি চলে যাও। কটকে গিয়ে সেই হতভাগ্য সুলতানকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল, আমি পুত্রদ্রোহী, পত্নীদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী হয়েছি, কিন্তু প্রভুদ্রোহী হই নি।

মহবৎ। যদি পৌঁছিতে পারি বলব। হুজুরালি! সেলাম। মর্ম্ম-তন্ত্রী ছিঁড়ে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। জাতির সমস্ত দোষ জেনেও আপনার পুত্রের পক্ষ অবলম্বন ক'রে আমি জাতিদ্রোহী হ'তে পারলুম না। (দূরে কামানধ্বনি) ওই তারা আপনার কাছারী বাড়ী ভূমি-সাৎ করছে। যদি তাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারি ত এই উপযুক্ত সময়। [প্রস্থান।

সাবাজ। বাস্তুদেবতা! আমি আবার তোমার কোলে আশ্রয় নিতে এসেছি। কিন্তু মা, তুমি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত ক'রে তোমার প্রিয়জনের—আমার পুত্র ও পুত্রবধূর পুনরাগমন প্রত্যাশায় দূরে দৃষ্টি-স্থাপিত ক'রে রেখেছ। করুণার নেত্র একবার নামাও মা। ধর্ম্ম-ত্যাগী কাঁদতে জানে না! কিন্তু তার মর্ম্মের রোদন হৃৎপিণ্ডের প্রতি পরমাণু ভেদ ক'রে ফোয়ারা তুলছে। ভাবময়ী! এ চোখ দেখোনা। সে আজ আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত জমাটবাঁধা প্রস্তর গোলকের মত কঠোর। কিন্তু তার স্পর্শের উত্তাপে লৌহহৃদয় বিগলিত হয়।

[প্রস্থান।

ভুবনেশ্বরী ও কলির প্রবেশ

ভুবনে। যাও মা, শ্বশুর-ঘরে একবার প্রবেশ না ক'রে যখন তুমি

শান্তি পাচ্ছ না, তখন সে শান্তিতে বাধা দিতে আমাদের আর অধিকার নেই। যাও, তোমার পতি-গৃহের সন্ধান বলে দিয়েছি; একবার সেখানে বসে এসো। মৃত্যু দূর থেকে ঈর্ষার নিনাদ করছে। সে আমাদের আসবার আগে এ ঘরকে গ্রাস করতে পারলে না। যাও, বিলম্ব করোনা। তোমার ভাসুর ফিরে না আসতে আসতে ফিরে এস। আমি সঙ্গে যেতে পারলুম না; গেলে বুঝি আর ফিরতে পারবো না।

কলি। কেন মা, আর ফেরবার দরকার কি? এসোনা—তোমাদের চিতোরের মত অগ্নি-কুণ্ড ক'রে তার ভিতরে দুজনে ব'সে তার নারী-গৌরবের গল্প করি।

ভুবনে। আছে—আছে। আমরা পুত্রহীন! শ্বশুরের বংশ রক্ষার প্রত্যাশা নষ্ট করতে ধর্ম্ম আমাদের বাধা দিচ্ছে। মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যতক্ষণ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, ততক্ষণ তোমাকে মরতে দেব না। বিজয়-লব্ধ মণি তুমি, তোমাকে রাখবার লোভ আমরা সহজে ছাড়ব না।

[কলির প্রস্থান।

নন্দলালের প্রবেশ

নন্দ। বড় বউ! গোপাল মূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করতে পারলুম না। এ বয়স পর্য্যন্ত একদিনও আমি গোপালকে স্পর্শ করিনি। বিশেষতঃ বাবার গৃহত্যাগের পর একদিনও গোপালের মুখ ভাল ক'রে দেখিনি। আজ হঠাৎ পারব কেন? নাট-মন্দিরের কাছে যেতে না যেতে—মন্দিরের মাথার উপর আমার দৃষ্টি পড়ে গেল। দেখামাত্র, বুকের ভিতরে কতকালের ছাই চাপা আগুন জ্বলে

হাজার প্রচণ্ড শিখা নিয়ে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো। আর এগুতে পারলুম না।

ভুবনে। আমারও তাই! আপদ্ধর্ম্ম মনে ক'রে, আমি নিজেই ব্যাকুল হ'য়ে গোপালকে কোলে করতে ছুটেছিলুম। যেতে যেতে মন্দিরের মাথার উপর আমারও দৃষ্টি পড়ে গেল। দেখি, ভাঙা-চূড়ার ঠিক উপরটিতে চাঁদ এসে দাঁড়িয়েছে। অমনি মনে হ'ল, চাঁদকে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে, তার সমস্ত হাসি যেন লুটে নিয়ে ভাঙা মন্দির আমাদের রাঠোর নামের উপর পরিহাস সারা আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে মর্ম্মভেদী পরিহাসকে সম্মুখ ক'রে আর আমি এগুতে পারলুম না।

নন্দ। কোথায় কি অবস্থায় যে বাবার দেহ ত্যাগ হ'ল, কিছুই জানতে পারলুম না।

কালুর প্রবেশ

কালু। আর দেরি করছ কেন বড়বাবু! আমরা পা'ক্। আমরা দুসমনের গোলা দেখে পিছুবো না। তোমাদের নিরাপদে রেখে স্ফূর্ত্তি ক'রে গোলার মুখে বুক দেবো! তাতে বাধা দিচ্ছ কেন বড়বাবু?

ভুবনে। তা বল্‌লে যে আমি যাব না কালু! মর্‌তে হয় এক সঙ্গে মরব।

কালু। বেশ, সন্তানদের উপরে তোমার যদি এতই মমতা মা! তা হ'লে—জল্‌দি ক'রে এস।

নন্দ। যাও বড় বউ! বৌমাকে নিয়ে এস। যদি মিছামিছি মরবার প্রয়োজন না থাকে, তা হ'লে আর বিলম্ব করা কেন?

কালু। বিলম্ব ক'রনা মা, বিলম্ব ক'র না। ভোলাই!

ভোলাইয়ের প্রবেশ

মায়ের সঙ্গে তুই থাক্। [কালু ও ভুবনেশ্বরীর প্রস্থান।

নন্দ। ভোলাই! তোর বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে হাতে সড়কি।

নন্দ। হাতে সড়্কি কি আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে? বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে খুঁজে দেখি।

নন্দ। আবার মদ এনেছিস্ ভোলাই!

ভোলাই। দোহাই বড়বাবু, মদ নয়, জীবন এনেছি। নেশা ছাড়ছে, আর ভয় হচ্ছে! গোপাল আমার পিঠে হাত দিয়েছে, এখনও যেন সে মধুর 'পরশ পিঠে মাখানো রয়েছে। ভাই ব'লে আদর ক'রে ডেকেছে। এখনও যেন সে মধুকথা কানের ভিতর ঝঙ্কার তুলছে। কিন্তু আর থাকে না। নেশা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের ছবি আমার চোক থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড়বাবু! হুকুম কর।

নন্দ। তাইত ভোলাই! বারবার তোর কথা শুনে আমারও যে মাতাল হ'তে ইচ্ছা হচ্ছে।

ভোলাই। বড়বাবু, হুকুম কর, ছিপি খুলে ফেলি।

নন্দ। মুসলমান হয়ে গোপালের প্রতি তুই যে ভালবাসা দেখাচ্ছিস্, হিন্দু হ'য়ে গোপালের সেবক ব'লে পরিচয় দিয়েও আমি গোপালকে যে সে ভালবাসার কণাও দেখাতে পারিনি!

ভোলাই। খুব দেখিয়েছ। সড়্কি দিয়ে বিঁধতে গিয়ে আমি অধম পাক যদি গোপালের আদর পাই—এতকাল ক্ষীর, ননী, ছানা খাইয়ে তুমি গোপালের ভালবাসা পাবে না? বড়বাবু! হুকুম কর। কখন খাওনি, এর একটু পেটে পড়তে না পড়তে তোমার নেশা হবে। বাদবাকি টুকু আমি প্রসাদ পাই।

নন্দ। তবে অপেক্ষা কর্। তোর বড় মা ছোটমার ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন দেখি।

ভুবনেশ্বরীর পুনঃপ্রবেশ

নন্দ। একি বড় বউ ? অমন ক'রে আসছ কেন ?

ভুবনে। বুঝ্‌তে পারছি না। আমাদের অনুপস্থিতিতে পাঠান বুঝি বাড়ীতে প্রবেশ করেছে।

কলি। (নেপথ্যে) মা ! মা !

নন্দ। (ব্যস্তভাবে)। একি ব্যাপার বড় বউ ! সত্যিইত পাঠান ! কিন্তু ছোট বৌমা তারে হাত ধ'রে নিয়ে আস্‌ছে যে !

কলি ও সাবাজের প্রবেশ

কলি। ভয় নেই মা ! ইনি আমার পিতৃতুল্য। শৈশবে এঁর কোলে আমি কত নৃত্য করেছি। আমি বলতে পারি না। আপনাদের অনুমতি। ইনি হুকুম করলেই, এখনি সমস্ত পাঠান আমাদের আক্রমণ করা থেকে নিরস্ত হয়।

ভুবনে। (সাবাজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া গলবস্ত্রে প্রণাম)

নন্দ। করলে কি বড় বৌ ? জীবনের জন্য ঘৃণিত বিধর্ম্মীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে মহাত্মা রতিলাল রায়ের নাম ডুবিয়ে দিলে !

ভুবনে। প্রথমে দেখে চিন্‌তে পারিনি। অপরাধ—অপরাধ —অপরাধ। অনেকদিন—অনেকদিন—আমি তখন বালিকা, শ্বশুরের ঘরে নবাগত। দুদিন শ্বশুরের ঘর করতে এসেই দেখি পাঠান গোপাল মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গছে। সমস্ত গৃহটা মুহ্যমান। আপনি শোকে উন্মত্ত। তারপর, আর দেখিনি আর দেখিনি।

নন্দ। আপনি ! কে—কে ? বাবা ? বাবা ? গুরু ইষ্ট ধর্ম্ম ?

(পদতলে পতন)

সাবাজ। নন্দলাল ! নন্দলাল ! নন্দলাল !—(মূর্চ্ছা)

নন্দ। (উঠিয়া) বড় বউ ! বড় বউ ! বুকে যে বিষম বেদনা ধরলো, আরত বেশীক্ষণ বাঁচব না।

ভুবনে। আমি কি করব বল।

নন্দ। সেকি ! আবার কি করবে বড় বউ ! এ বাইশ বছরের ভিতরে একদিনও এমন সৌভাগ্য আসেনি। গুরুর বাহিরের রূপ দেখে ভয় পাচ্ছ কেন ? সর্ব্বরূপে সর্ব্ব অবস্থায় পিতা পিতা। সুশ্রূষা— সুশ্রূষা কর।

সাবাজ। (উঠিয়া) না মা—আমি সুস্থ হয়েছি।

নন্দ। পিতা ! পিতা ! এইবারে আশীর্ব্বাদ করুন, গোপালকে বুকে ধ'রে যেন মরতে পারি। আপনারই জন্য অভিমানে আমি তার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে গিয়ে ফিরে এসেছি। আর ত গোপাল অভিমান করবার উপায় রাখলে না !

সাবাজ। যাও নন্দলাল ! (নন্দলালের প্রণামান্তর বেগে প্রস্থান) যাও মা, তোমরাও যাও। আমি সুস্থ হয়েছি, আমি সুস্থ হয়েছি।

ভুবনে। না না ছোট বউ ! তুমি থাক। শ্বশুরের সুশ্রূষা করবার ভাগ্য আমি তোমাকে দিয়ে গোপাল-মন্দিরে চললুম। ভগিনী এখন তুমি আমার অন্তর্যাতনা বুঝতে পারবে না। পিতৃলোকে আছেন জেনে বহুবার যাঁর উদ্দেশে আমি স্বামীর হাতে শ্রাদ্ধের পিণ্ড তুলে দিয়েছি, কল্পনার সে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির এ কালিমময় প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পারছি না। ভোলাই ! (ভোলাইয়ের প্রবেশ) তোর কাছে আমার মা রইল। মায়ের কাছে আমার মৃত শ্বশুরের রাঠোর-গর্ব্বের পেটিকা। আগলে থাক্, আগলে থাক্, আগলে থাক্। [প্রস্থান।

কলি। ভোলাই ! ভিতরে যা। [ভোলাইয়ের প্রস্থান।

হুজুরালি। রাঠোরের অতিথিসৎকারের রীতি আমি জানিনা। আমার শ্বশুর মহাত্মা রতিলালের গৃহে আপনার কিরূপ অভ্যর্থনা করব ?

সাবাজ। পেয়েছি পেয়েছি। রতিলালের কুললক্ষ্মী! রাঠোর গৃহের যোগ্য অভ্যর্থনা পেয়েছি। তবে একবার দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও। শৈশবে এই কোলে চঞ্চলা পাগিনী বালিকার নৃত্য দেখেছি। আর আজ একবার গর্ব্ববিস্ফুরিতেক্ষণা নিশ্চলা রাঠোর কুলবধূর মূর্ত্তি দেখি।

[সাবাজের প্রস্থান ও কলির দরজা বন্ধ করণ।

তৃতীয় দৃশ্য

—•—

গর্ভ মন্দির

জৈনুদ্দীন

জৈনু। গোপাল! এতরূপ ভাই আমাকে কেন দেখালে! মুষ্টির ভিখারী আমি, আমার সুমুখে বাদসার ভাণ্ডার! আমি যে কোন্ রূপ ছেড়ে কোন্ রূপ নেবো তা বুঝতে পারছি না। চক্ষু পাগল হলো। ধর গোপাল, আমাকে ধর। নইলে দুনিয়া আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়।

গীত

বদন চাঁদ কোন কুঁদারী কুঁদিল গো
কেবা কুঁদিল দুটি আঁখি!
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ কেমন করে,
কেমনে ধৈরজ ধোরে থাকি। (প্রতিধ্বনি)

গোপাল! গোপাল! আমি যে তোমাকে কাটবো বলেছিলুম। আমাকে দেখে তুমি হাসলে! এত ভালবাসা আমার জন্য তুমি ওই পদ্মপলাশ চক্ষু দুটীর পলকে লুকিয়ে রেখেছিলে! চেয়োনা, অমন কোরে অপাঙ্গে ইঙ্গিত পূরে আমার পানে চেয়োনা। দোহাই! আমি বেয়াদবী কোরে অনেক দূরে এসেছি। গুরু সাহস দিয়েছে, তাই এসেছি। নইলে আস্‌তে পারতুম না। চেয়োনা ভাই, অমন কোরে চেয়োনা। আমি তাহ'লে আর এখানে থাকতে পারবো না! এখনি তোমাকে জড়িয়ে ধরব। তবু চেয়ে আছ? তবে আর আমার দায় দোষ নেই।

গীত

নাসিকার আগে দোলে এ গজ মুকুতা গো
সোনায় মুড়িত তার পাশে।
বিজুরি জড়িত যেন চাঁদের কলিকাগো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে (প্রতিধ্বনি)

একি? আমাকে এ কারা তামাসা করছে! মনে হচ্ছে যেন কতক-গুলো মেয়ে এই ঘরের কোনে কোনে লুকিয়ে আছে। তারা আমাকে চেনে না বলে তামাসা করছে। দাও গোপাল, তুমি তাদের আমার পরিচয় দিয়ে দাও। বলে দাও ভাই, বলে দাও, আমরা দুটী ভাই। আমারও বাবা রতিলাল রায়।

নেপথ্যে। (অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে) পেয়েছি—পেয়েছি।

জৈনু। না না! এ কারা কথা কইলে?

নেপথ্যে। খবর দে—খবর দে—জল্‌দি—।

জৈনু। একি গোপাল! কেঁপে উঠলে কেন ভাই?

নেপথ্যে। এই ঘরে এই ঘরে।

জৈন্নু। এ কারা কথা কইছে! কথা শুনে এদের মতলব ত ভাল বোধ হচ্ছে না।

নেপথ্যে। আর যাবে কোথা! হুজুরকে খবর দে।

জৈন্নু। তাই'ত গোপাল? তুমি যে আবার কাঁপলে! (পাদপীঠে উঠিয়া গোপালকে ধারণ) এখনও কাঁপছ! তাহ'লে ত আর সন্দেহই নেই। যারা আসছে, ভায়া নিশ্চয়ই দুষমন্। ভয় কি গোপাল, ভয় কি ভাই! আমি অস্ত্র ধরতে জানি। আমিও তোমার মত বালক বটি, কিন্তু আমি পাঠানীমায়ের পেটে জন্মেছি। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই কুলই আমার অস্ত্র ব্যবসায়ী। আমি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারীর প্রিয়তম শিষ্য! সেই গুরুদত্ত অস্ত্র আমার সঙ্গে আছে, ভয় কি!

নেপথ্যে। ঠিক্ ঠিক এই ঘরে। খবর দে, জল্‌দি জলদি।

জৈন্নু। তবু কাঁপছ! তবে এস ভাই, তোমাকে আমি আগে লুকিয়ে রাখি। ভয় কি আমার কলিজা, ভয় কি? দুসমন্ তোমাকে ছুঁতে পারবে না! তুমি বাঁশীর গোপাল, আর আমি ভাই, অসির গোপাল। তারা এসে আমাকে দেখবে তোমাকে দেখ্‌তে পাবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

—*—

মন্দির-সংলগ্ন চত্বর

পাঠানগণ

১ম পাঠান। আমি ভিতর থেকে কথা শুনেছি।

২য় পাঠান। আমিও শুনেছি দোরে কান পেতে। বলছে— "পরাণ কেমন করে"। এতটুকু সন্দেহ নেই।

মুদ্দাখাঁর প্রবেশ

হুজুর! সন্ধান পেয়েছি।

মুদ্দা। চুপ, গোল করোনা। আমিও টের পেয়েছি। আসতে আসতে গলার স্বুর শুনেছি। শুনেই বুঝেছি, এই মন্দিরেই বদমায়েস রঙ্গলাল বেগমসাহেবকে পূরে রেখে গেছে। এমন মিঠে গলা আমি উমেরে কখন শুনিনি। এই স্নুযোগ—রায়েরা প্রাণভয়ে সরদিয়া ফেলে পালিয়েছে। রায়েদের উপর উত্তেজিত করতে যে কথা কেরাণী-সর্দারকে বলেছিলুম, খোদার মর্জিতে তাই সত্য হয়ে গেছে। মতি-হীন রাজপুত জুনিদখাঁকে একলা পেয়ে কাছারী বাড়ীতে পূরে গুম্‌খুন করেছে। পাঠানরা জানতে পেরে রাগে অন্ধ হ'য়ে কাছারী বাড়ীর উপর কামান দাগ্‌ছে। কামানের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারছ না? এইবারে তারা রায়েদের বাড়ী মন্দির কবরে দিতে আসছে। জুনিদখাঁর ফৌজ বিবিসাহেবের খবর জানতে না জানতে, এই বেলা। সরদিয়া জনশূন্য। গাঁয়ের যেখানে যে কেউ ছিল সব পালিয়েছে। এই বেলা—এই বেলা। এ স্নুযোগ গেলে আর হবে না।

নেপথ্যে—সঙ্গীত

কুটিল কুন্তল, কুসুম কাছনি
কান্তি কুবলয় ভাসরে।
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ কৌমুদী
কুন্দ কোরক হাসরে॥

১ম পাঠান। হুজুর!

মুদ্দা। জল্‌দি জল্‌দি। কল্‌জে কেটে টুকরো হ'ল। নিয়ে আয়। বখশিস্—হাজার দু-হাজার—দশহাজার।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-মন্দির

বেদীপার্শ্বে জৈনুদ্দীন

জৈনু। আর ভয় কি! গোপাল তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে এসেছি যে, তুমি নিজে না ধরা দিলে, এক গুরু ভিন্ন আর কেউ তোমাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। কিন্তু গোপাল! ওরূপ দেখে দেখেও যে আঁখির পিপাসা গেল না। গোপাল! ভাই! কি কোমল অঙ্গ তোমার! একবার বুকে ক'রে এ জ্বালার বিরাম যে হ'লনা।

গীত

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরশ পিরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

[নেপথ্যে—দ্বারভঙ্গ শব্দ।

তাইত! মনে ছিলনা ত! দুষমন—দুষমন। গোপালকে মারতে আসছে। (বেদীর উপরে উঠিয়া) মা! মা! যে স্তন্যপান করিয়ে আমাকে গোপাল দেখবার চোখ দিয়েছ। আমার হাতে গোপালের শত্রুনাশের বল্ দিয়ে সেই স্তন্য মাহাত্ম্য পূর্ণ কর।

পাঠানগণের প্রবেশ

১ম পা। উঃ! কি অন্ধকার!

২য় পা। তাইতরে ভাই, কিছু যে দেখতে পাচ্ছিনা। মশাল না এনেত বড় অন্যায় করেছি।

১ম পা। বাইরে বেস্ ফর্সা হয়েছে। এর ভিতরে যে এত অন্ধকার তা কি ক'রে জানবো! ওরে দেখ্ দুটো মাণিকের মত কি যেন জ্বলছে!

২য় পা। ওই রায়দের ঠাকুর রে! ওই গোপাল!

মুদ্দাখাঁর প্রবেশ

মুদ্দা। কিরে? তোরা দেরি করছিস কেন! উঃ! কি অন্ধকার!

১ম পা। হুজুর! কিছু দেখতে পাচ্ছিনা যে, কি হবে?

মুদ্দা। হা আল্লা! তবেত সব মাটী। মশাল—মশাল। আল্লা। একটা মশাল! তাইত অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে ও কিরে?

২য় পা। হুজুর! ওই ঠাকুরের দুটো চোখ।

মুদ্দা। বা! বা! কেয়ারে—কেয়ারে!

১ম পা। হুজুর! হুজুর! আছে আছে। বিবি সাহেব আছে। নিশ্বাসের শব্দ—শুন্‌তে পেয়েছি।

মুদ্দা। বিবি সাহেব! আর বৃথা লুকিয়ে কষ্ট দাও কেন! তোমাকে না নিয়েত যাবনা। বেরিয়ে এস। আমি এই জেলার মালেক। মেহেরবাণী ক'রে বাইরে এস। তবু আসছ না? মনে করেছ, রঙ্গলাল তোমাকে রাখতে পারবে? তবে শোন। তার বাপের এই মন্দিরের চূড়া আমরাই চূর্ণ ক'রে দিয়েছি।

১ম পা। হুজুর। ঠাকুরের চোখ যেন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠলো!

মুদ্দা। তবে র'সতো। ঠাকুরের চোখ দুটোর দফা আগে রফা করি। আছাড় মেরে পুতুলটাকে মাটিতে গুঁড়িয়ে দিই।

১ম ২য় প্র। হুজুর? হুজুর? ঠাকুর নড়ছে!

মুদ্দা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—তাই ত—তাই ত!

১ম ও ২য় পা। পালিয়ে—পালিয়ে—এ কেয়া তাজ্জব। এ কেয়া তাজ্জব।

[উভয়ের পলায়ন।

মুদ্দা। ফেলে যাস্‌নি—ফেলে যাস্‌নি—আমি যাব। অন্ধকার—অন্ধকার। পথ দেখতে পাচ্ছিনা।

জৈন্থু। (লম্ফ প্রদানে অবতরণ) এই যে একেবারে লম্বাপথ দেখিয়ে দিচ্ছি। (অস্ত্রাঘাত মুদ্দাখাঁর পতন) পর-বিদ্বেষী মূর্খ পাঠান! একদিন অকারণে তোর বাপ্ এই মন্দিরের চূড়া ভেঙে, আমার বাপের কলিজায় ছোরা মেরেছিল, এতদিন পরে তোকে মেরে শোধ নিলুম।

নেপথ্যে। দোহাই নন্দলাল বাবু! দোহাই! আগেই মরেছি। মরাকে আর মেরোনা।

জৈন্থু। একি! ভাই? নন্দলালত আমার ভাই! তাইত, ওইযে! বাবার মত মূর্ত্তি। কিন্তু আমি ত দেখা দিতে পারবনা। পরিচয় দিতে মানা। আমি ত দেখা দেবোনা। [অন্যদিক দিয়া প্রস্থান।

নন্দলালের প্রবেশ

নন্দ। কই? গোপাল—গোপাল কই? গোপাল! গোপাল! কোথায় তুমি?—একি! কে তুমি?

মুদ্দা। নন্দলাল বাবু!—আমি!

নন্দ। আমি? (মুখ নিরীক্ষণ) একি! খাঁ সাহেব?

মুদ্দা। ক্ষমা—নন্দলাল বাবু, ক্ষমা। আজ বিশ পঁচিশ বৎসর ধ'রে আমরা পিতাপুত্রে নিরীহ তোমাদের উপর যে অত্যাচার ক'রে আস্‌ছি,—আজ তার প্রতিফল।

নন্দ। কে আপনাকে মারলে খাঁ সাহেব?

মুদ্দা। তোমাদের গোপাল।

নন্দ। আমাদের গোপাল! গোপাল কে?

মুদ্দা। তোমাদের গোপালকে তুমি চিন্‌লে না নন্দলাল বাবু! আমি চিন্‌লুম! তুমি, কে গোপাল বললে! ননীর মত কোমল বালক।

অতি অত্যাচারে পাথরে প্রাণ এসেছে। অচল গোপাল সচল হয়েছে। অস্ত্র ধ'রে আমাকে কেটেছে!

নন্দ। পাঠান! আপনি আমার অপেক্ষা ভাগ্যবান। গোপাল আপনাকে না কেটে যদি আমাকে কাট্‌তো, তাহ'লে সে আরও কাজ ভাল করতো। আমি নরাধম। হিন্দু নাম আমার প্রতারণা। আসুন-আপনি আমার কাঁধে উঠুন।

মুদ্দা। না না। আমার দিন শেষ—যেতে দাও—ক্ষমা।

নন্দ। তাহ'তে পারে না। [মুদ্দাখাঁকে লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

—*—

মন্দিরাভ্যন্তর

নন্দলাল

নন্দ। বড় বউ! বড় বউ! গোপাল আমাকে কাপুরুষ দেখে হেয়জ্ঞানে নিজেই অস্ত্র ধ'রে আত্মরক্ষা করেছে। ক'রে এ পাপ মুখ দেখতে হ'বে ব'লে মন্দির ছেড়ে চলে গেছে।

জৈনুদ্দীনকে কোলে লইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ

ভুবনে। কেন যাবে! যেতে দেয় কে? এই নাও রক্তাক্ত অসি। তোমার সচল গোপালকে ধ'রে এনেছি।

নন্দ। তাইত! কোথা থেকে কেমন ক'রে ধ'রে আনলে বড়বউ?

ভুবনে। দেখছ—দেখছ? বুঝতে পারছনা?

নন্দ। বা! বা! বড় বউ! আবার যে রঙ্গলাল বালক হ'য়ে তোমার হাত ধ'রেছে।

জৈন্নু। আমি ত পরিচয় দেবোনা।

নন্দ। তোমার পরিচয় আমি দিচ্ছি। তুমি আমার ভাই। রতিলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

ভুবনে। পরিচয় দিতে চাইলেও ত আমরা পরিচয় নেবোনা। নিতে আমাদের সাহস নেই। শুধু ভাই বললে কেন গোপাল! তুমি ভাই, বাপ, পিতামহ। আমার শ্বশুর যা করতে পারেন নি, আমার স্বামী যা পারেন নি, তাই তুমি করেছ। এরা পারলে না দেখে, গোপাল! তুমি আমার পাঠানী মায়ের গর্ভে স্থান নিয়ে, সচল হয়ে এখানে ফিরে এসেছ।

জৈন্নু। দুষমন্ পাছে গোপালের গায়ে হাত দেয়, তাই আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি।

ভুবনে। কই লুকিয়েছ! এই যে আমি তপ্ত বুকের প্রতি পরমাণুতে গোপালের শীতল দেহ স্পর্শ করছি।

জৈন্নু। আমি পরিচয় দেবো।

ভুবনে। আমিত নেবোনা। দিতে এলে, কানে আঙুল দিয়ে থাকবো।

জৈন্নু। (অস্ত্র নিক্ষেপ ও বাহুদিয়া ভুবনেশ্বরীর গলদেশ বেষ্টন) মা! মা! আমি তোমার ছেলে।

ভুবনে। জন্ম জন্মান্তরের হারানিধি! আর একবার বল্।

জৈন্নু। মা! মা! বড় ঘুম পাচ্ছে। তোমার কোলো শুয়ে ঘুমুবো।

ভুবনে। দাঁড়িয়ে দেখছকি স্বামিন্! রঙ্গলালকে পুত্র বলতে পারনি। গোপাল পুত্র বুকে ধ'রে অপুত্রক নাম দূর কর।

নন্দ। আয় বাপ! আয় ব্রহ্ম-গোপাল—বুকে আয়।

ভুবনে। এইবারে চলে এস।

নন্দ। চল চল। (নেপথ্যে ভীম কোলাহল ও কামান ধ্বনি) বড় বউ আর ত যাওয়া হলো না। (মুহুর্ম্মুহু কামান গর্জ্জন) ওই ফটক ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো। বিরাট ধূলিরাশি আকাশমার্গে উঠে নবোদিত সূর্য্যকে ঢেকে ফেললে। অন্ধকারে মন্দির প্রাঙ্গণ ডুবে গেল।

ভুবনে। গোপাল! গোপাল!—একি ঘুম! গোপাল!

(কোলে গ্রহণ)।

নন্দ। ওই মন্দির-দ্বারে ঘা পড়লো। ওই যাবার পথ রুদ্ধ হলো!

ভুবনে। ব'সে পড়, ব'সে পড়। (জৈনুদ্দীনকে কোলে শয়ন করাইয়া উপবেশন) গোপালকে ঘেরে বসে পড়। যশোদার স্নেহ! একবার বুকে আয়। আমি আমার গোপালকে আচ্ছাদন করি।

(কোলাহল। মুহুর্ম্মুহু কামান গর্জ্জন ও মন্দির ভঙ্গ)

(পুনঃ কোলাহল)

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার পাঠান! পালা পালা (কামান গর্জ্জন) দুষমন মোগল এসে পড়েছে। কামান দাগছে পালা—পালা।

রঙ্গলালের বেগে প্রবেশ

রঙ্গ। দাদা! দাদা! দেখা করতে এসেছি। মা! মা! মোগলের কাছ থেকে সনন্দ নিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জলেশ্বরের রাণী! রাজাকে ডেকে দাও, সনন্দ চরণে রেখে ধন্য হই। ডেকে দাও মা, একবার ডেকে দাও। পাঠান পালিয়েছে। স্তূপভেদ ক'রে বাইরে এসে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর। (মস্তকে হস্তদিয়া উপবেশন)

কলির প্রবেশ

কলি। একি ছোটবাবু! মাথায় হাতদিয়ে বসেছ যে!

রঙ্গ। সমস্ত শেষ হয়ে গেছে! মন্দিরের চিহ্ন মাত্র নেই।

কলি। তা আমিও দেখছি। কিন্তু স্তূপ আছে। আর সেই স্তূপের ভিতরে আমার নবজীবনদায়িনী মা, আর তাঁর মহান স্বামী আছেন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা গোপালকে কোলে ক'রে সংসম্ভাষণে ডাকবার জন্য বিরাট আকাশের একটী কণার প্রত্যাশায় তোমার কল্পনার মুখের পানে চেয়ে আছেন।

ভোলাইয়ের প্রবেশ

রঙ্গ। তাইত দেবি, সব বৃথা হ'ল! দাদার সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না! দাদা!

কলি। ভোলাই!

ভোলাই। ছোট মা!

কলি। তোর কাছে এখনও সে বোতল আছে?

ভোলাই। আছে মা, আছে। (বোতল বাহির করিয়া) বড়বাবু প্রসাদ ক'রে দেবে বোলে চলে গেল, আর এলোনা। আর ত একে স্পর্শ করতে পারলুম না!

কলি। আমাকে দাও।

ভোলাই। এই নাও এই নাও। মাটীতে পর্য্যন্ত একে রাখতে ভরসা করছি না। যখন চোখ ছিল, তখন দেখি গোপাল নিজে মন্দিরের ভিতরে বাইরে আনন্দে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে। আর এখন নেশা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আমি গোপালকে দেখতে পাচ্ছি না, তার মন্দির দেখতে পাচ্ছি না।

কলি। ছোটবাবু! যদি মা বেঁচে থাকেন? যদি তোমার ভাই এখনও জীবিত থাকেন?

রঙ্গ। একি বলছ! এই বিশাল স্তূপ আর আমি একা। সর্দিয়া জনশূন্য।

কলি। এই নাও ছোট বাবু!

রঙ্গ। এ নিয়ে আর কি করব?

কলি। পান কর। কাল প্রাতঃকালে যখন তুমি পান করেছিলে, তখন তোমাতে আমি আফ্রিসিয়াবের বীরত্ব দেখেছিলুম। এখন দেখছি নেশা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সে অপূর্ব মনুষ্যত্ব চলে যাচ্ছে। তুমি দেখছ সরদিয়া জনশূন্য। কিন্তু আমি ত দেখছিনা ছোটবাবু! আমি দেখছি, একলাখ লোক আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটু মাদকতার অভাবে সে লক্ষ-জন-শক্তি আজ কার্য্যহীন। নাও, পান কর। (হস্তে বোতল দান)

রঙ্গ। (বোতল নিক্ষেপ ও কলির হস্তধারণ) তবে এস ছোট বউ। ও মাদকতায় আর আমার প্রয়োজন নেই। ভোলাই! দেখে আয় স্তূপ-মধ্যে একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকারও প্রবেশের পথ আছে কিনা। (ভোলাইয়ের আগমন) এস শক্তি! তোমার অগ্নিময় আঁখির দীপ্তি আগে থাকতেই আমার মস্তিষ্ক মাদকতায় ভরিয়ে দিয়েছে। এইবারে এই কোমল করাঙ্গুলির প্রান্ত দিয়ে মাদকতার প্রবাহ আমার ধমনীপথে ছুটে আসুক। হৃদয় তীব্র-জীবন-স্পন্দনে নৃত্য করুক। দেহ একবার মত্ত দেব-মাতঙ্গের বলে বলীয়ান হোক।

কলি। আর আমার যে হৃদয়ের রাজা, তার সিংহাসন-তল থেকে বাদসা তার সিংহাসন-গর্ব্ব কুড়িয়ে নিয়ে যাক্।

রঙ্গ। দেখতে পেলি ভোলাই?

ভোলাই। এই একটা খিলেন ভেঙ্গে পড়েছে, এইখান দিয়ে একটু ফাঁক আছে।

রঙ্গ। ঠিক্ ঠিক্ ভোলাই, এইত ছিল গর্ভমন্দিরের প্রবেশ দ্বার। সরে আয় ভোলাই, সরে আয়।

ভোলাই। কেন ছোট বাবু?

রঙ্গ। এই পথ দিয়ে আমি মন্দিরে প্রবেশ করব।

ভোলাই। (খিলানের মুখ পরীক্ষা ও তুলিতে বল প্রয়োগ) সেকি ছোটবাবু, এতে যে পাহাড়ের ভার।

রঙ্গ। কই দেখি। (মাটীতে বক্ষ দিয়া ও খিলানে পৃষ্ঠ দিয়া উত্তোলন) ছোট বউ! এইবারে যাও মা আর দাদাকে খুঁজে এসো।

মন্দির মধ্যে কলির প্রবেশ

কলি। ছোটবাবু! মাকে পেয়েছি। কিন্তু মাতো নেই!

রঙ্গ। (হস্তদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হইল) দাদা?

কলি। হায়! তাঁকেও পেয়েছি। কিন্তু তিনিও জীবিত নেই।

রঙ্গ। চলে এসো—জল্‌দি চলে এস।

কলি। পেয়েছি—পেয়েছি।

রঙ্গ। কি পেয়েছ? (স্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হইতে লাগিল)

কলি। গোপাল।

রঙ্গ। নিয়ে এসো—জল্‌দি নিয়ে এসো।

ভোলাই। নিয়ে এসো ছোট মা, নিয়ে এসো।

রঙ্গ। জল্‌দি জল্‌দি।

(মূর্চ্ছিত জৈনুদ্দীনকে কোলে লইয়া কলির বহিরাগমন)

ভোলাই। গোপাল! গোপাল!—এস গোপাল!

কলি। একি! ছোটবাবু এ যে তোমার ভাই!

রঙ্গ। ভাই?

কলি। আমার পাঠানী শ্বাশুড়ীর গর্ভজাত সন্তান!

রঙ্গ। নিয়ে যাও—ছোট বউ! গোপাল লালকে নিয়ে যাও। বংশ রক্ষা কর। বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর কেন, তুমিও এস।

রঙ্গ। ছোট বউ! বড় বউ আমাকে যে মাতৃ-স্নেহে শৈশবে বুকে তুলে মানুষ করেছিলেন, তুমিও সেই স্নেহে গোপাল লালকে মানুষ কর—বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর তুমি?

রঙ্গ। ভোলাই!

ভোলাই। ছোট বাবু! কি করলে?

রঙ্গ। চির জাগন্ত প্রহরী হ'য়ে—গোপালকে, তার মাকে রক্ষা।

কলি। ছোট বাবু বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস।

রঙ্গ। দেবী! মাকে উদ্ধার করবার লোভে, তোমার মুখ দেখে পাহাড় মাথায় তুলে ছিলুম। মা নেই, তোমারও মুখ দেখতে পাচ্ছিনা—পাহাড় চেপে ধরেছে—আর বেরুবার উপায় নেই। মা! মা! মা!

(স্তূপ সম্মুখে ভোলাই ও কলির বারংবার মস্তক অবনমন)

যবনিকা।